উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৩৬৯.১১ (-১৭১.৭২) নিফটি : ২৪,২১৯.০৫ (-৩২.৯৫)

কথা রাখেনি সরকার, পথে নামছে সিজেপি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩২°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৩°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৩°	সর্বনিম্ন ২৬°

কুকি-নাগা সংঘর্ষে ফের জ্বলল মণিপুর ৭

মণিরত্নমের ছবিতে বেলাকোবার দুর্বার ৮

শিলিগুড়ি ৭ ভাদ্র ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 25 August 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 98

হামলায় জখম আট, মুরালীগঞ্জে স্কুলে কলঙ্ক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ অগাস্ট : গত কয়েকদিনের অশান্তি চরম আকার নিল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে। এক আংশিক সময়ের শিক্ষককে ঘিরে গত এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ, অবস্থান চলছিল। সোমবার হঠাৎই কয়েকজন পড়ুয়াকে বেধড়ক পেটানো হয়। আটজন পড়ুয়া গুরুতর জখম হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলে পৌঁছায় বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ। হামলাকারীদের মধ্যে অনেকেই বহিরাগত বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনার পরই প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ তিনজন শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। আগামী সাতদিনের জন্য স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিন রাতে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই নাবালককে আটক করা হয়েছে।

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

যামিনী রায় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই স্কুলের এমন পরিস্থিতিতে হতবাক শিক্ষা মহল। রাজ্যে পালাবদলের পরই 'শিক্ষারত্ন' প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ফি নেওয়া, ডোনেশন নেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ করেছেন অভিভাবকদের একাংশ। সামসুল আলম বলেছেন, 'আমি স্কুলকে রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। এলাকার মানুষ জানেন। তাঁরা না চাইলে, আমি সংশ্লিষ্ট পদে থাকব না। এনিয়ে আর বলার কিছু নেই।'

পড়ুয়াদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ জল খাওয়ার বিরতিতে পড়ুয়ারা ক্লাস থেকে বাইরে আসতেই ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়। বাছাই করা *এরপর দশের পাতায়*

বৃষ্টিভেজা দুপুরবেলা

এই আনন্দের ভাগ হবে না। দিল্লির কর্তব্য পথে কাকভেজা দুই বান্ধবী। সোমবার।

সীমান্তে আফগান তরুণ সহ গ্রেপ্তার ২

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ অগাস্ট : দিনকয়েক আগেই উত্তরবঙ্গ সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। অনুপ্রবেশ নিয়ে শঙ্কার সুর শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায়। সেই করিডরের অংশ ভারত-নেপাল সীমান্তের প্যানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার হলেন এক সন্দেহভাজন আফগান নাগরিক। নেপাল ঢোকার আগে পানিট্যাঙ্কি অভিবাসন দপ্তরে গিয়েই পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়েন তিনি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর সঙ্গী এক ভারতীয় তরুণকেও। অন্যদিকে, সোমবার রাতেই প্যানিট্যাঙ্কিতে দুই বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। রাত অবধি তাদের জেরা চলেছে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে জাল নথিপত্র তৈরি, প্রতারণা, ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্ট, আধার অ্যাক্টের ধারায় মামলা রুজু করে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায় খড়িবাড়ি পুলিশ। ১৪ দিনের আবেদন করলেও বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বছর ছাব্বিশের আবদুল্লা খান দীর্ঘদিন হাওড়ার শিবপুরে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। অপর ধৃত শংকর বণিক উত্তর ২৪ পরগনার দত্তাবাদের বাসিন্দা।

রবিবার দুপুরে আবদুল্লা ও শংকর পানিট্যাঙ্কি অভিবাসন দপ্তরে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের জন্য গিয়েছিলেন। সন্দেহ হওয়ায় ফরেনার্স

- নেপালে যাওয়ার পথে পানিট্যাঙ্কি থেকে গ্রেপ্তার দুই তরুণ
- আফগান তরুণের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছিল
- ধৃত বিদেশির কাছ থেকে ভারতীয় নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়
- বাংলাদেশে একাধিকবার যাতায়াত, ফোনে পাকিস্তানের নম্বরে যোগাযোগের প্রমাণও মিলেছে

রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (FRRO)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সেখান থেকে জানানো হয়, লুক আউট সার্কুলার নোটিশ রয়েছে অভিযুক্ত আফগান নাগরিকের বিরুদ্ধে। তড়িঘড়ি দুজনকে আটক করে জেলা পুলিশের আধিকারিকদের খবর দেয় অভিবাসন দপ্তর। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আবদুল্লাদের কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় এনে রাতভর জেরা করেন জেলা পুলিশের আধিকারিক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা।

আবদুল্লার হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ভারতীয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথি ও ড্রাইভিং লাইসেন্স। এই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহার করে তিনি ভারতীয় পাসপোর্টও তৈরি করেছেন। সঙ্গে মিলেছে আফগান পাসপোর্টও। এমনকি আবদুল্লার মোবাইল ফোন থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কয়েকজনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। আফগান তরুণটি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ সফরও করেছেন।

অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ভারতে থাকার সুবাদে টাকার বিনিময়ে ভারতীয় জাল নথিপত্র তৈরি করেন এবং এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন শংকর। জেরায় অভিযুক্ত আফগান তরুণের এও দাবি, তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০১৮ সালে আবদুল্লার ভোটার ও আধার কার্ডগুলি ইস্যু হয়েছে। জন্ম শংসাপত্র কলকাতা পুরনিগম থেকে ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর ইস্যু করা হয়। এদিকে, জিজ্ঞাসাবাদে জানা বাবা আমির খানের মৃত্যুর তারিখের সঙ্গে আবদুল্লার জন্ম তারিখের তফাত অনেকটাই বেশি। এতে আরও সন্দেহ বাড়ে পুলিশের।

এরপর দশের পাতায়

সিঁদুরে মেঘ

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মমতার বয়স হয়েছে, তাঁকে ঘরে থাকার পরামর্শ। সেইসঙ্গে তিনি যাতে বাইরে বেরোতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা করবেন বলেও মন্তব্য করেন। যা ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু।

...যাতে বাইরে বেরোতে না পারেন

যত কথা কম বলুন। বিশ্রাম করুন। অনেক বয়স হয়েছে। আপনাকে রাস্তায় বের হতে হবে না। ফেসবুকে থাকুন বিকেলবেলা। *-শুভেন্দু অধিকারী*

এর অর্থ কী? গৃহবন্দিত্ব? সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কে আপনাকে কারও স্বাধীন চলাফেরা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়েছে? *-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগে সিলমোহর। শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট কথা, 'রাস্তায় যাতে আপনি না বের হতে পারেন, তার ব্যবস্থা আমি করব।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন, তাঁকে মিছিল-মিটিং করার অনুমতি দিচ্ছে না বিজেপি সরকার। ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের অনুমতি এখনও পাননি। সোমবারও ফেসবুক লাইভে তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁকে বানপ্রস্থে পাঠানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।

মমতার এই বক্তব্যের দেড় ঘণ্টার মধ্যে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ছিল সেই সুরই। তাঁর কথায়, 'যত কথা কম বলুন। বিশ্রাম করুন। অনেক বয়স হয়েছে। আপনাকে রাস্তায় বের হতে হবে না। ফেসবুকে থাকুন বিকেলবেলা।' সোমবারও ফেসবুক লাইভ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। যথারীতি বিষোদ্গার করেছেন এই বলে যে, 'বিজেপি নেতারা যদি ভেবে থাকেন, আমাকে মিটিংয়ের অনুমতি না দিলে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব, তাহলে ভুল করছেন।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী নই। মনে রাখবেন, বিজেপিকে সন্ন্যাসে না পাঠানো পর্যন্ত আমাদের লড়াই থামবে না।' বিরোধী শিবিরের নেত্রী হিসেবে পথে নামা, আন্দোলন করা মমতার অধিকারের মধ্যে পড়ে। শুধু মমতা কেন, শাসকের প্রতিপক্ষ যে কোনও নেতার সেই অধিকার আছে। কথা বলতে না দিলে, কিংবা মিছিল-মিটিং করতে না দিলে সেই গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আঘাত করা হয়।

শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে সেকথাই বোঝাতে চেয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁকে বের হতে দেওয়া হবে না বলে সরকারি পদে বসে শুভেন্দুর মন্তব্যকে 'হুমকি' হিসেবে দেখছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'এটা কি আমাদের সংবিধানের স্বপ্নের ভারত?' তাঁর অভিযোগ, সংবিধান মেনে শপথ নেওয়া একজন মুখ্যমন্ত্রী প্রধান বিরোধী দলের চেয়ারপার্সনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্য হুমকি দিচ্ছেন।

মমতা যাতে রাস্তায় না বের হতে পারেন, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, 'এর অর্থ কী? গৃহবন্দিত্ব? হেনস্তা? সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কে আপনাকে কারও স্বাধীন চলাফেরা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়েছে?' তাঁর মতে, 'ভারত এখন বিপজ্জনক কর্তৃত্ববাদী মুহূর্তের সাক্ষী হচ্ছে। বিজেপি এভাবেই ভারতকে তৈরি করতে চায়।'

গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল হেরে যাওয়ার পর তৃণমূল নেত্রী এখনও জেলা সফরে বেরোননি।

এরপর দশের পাতায়

অন্নপূর্ণায় প্রতারণা, তোপ মমতার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিতদের পাশে থাকার বার্তা তৃণমূল নেত্রীর। প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলাদের বঞ্চনা করার অভিযোগে শুভেন্দু সরকারের তীব্র সমালোচনাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। ফেসবুক লাইভে সোমবার অন্নপূর্ণা যোজনায় বিজেপি সরকারের শর্ত আরোপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

তৃণমূল সরকার নির্বাচনের আগে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা দিয়েছে জানিয়ে তাঁর অভিযোগ, সেই সংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশকে ভাতা দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকদের সবাইকে অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপির। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, নির্বাচনের আগে যখন বিজেপির এজেন্সি ও কর্মীরা মা-বোনেদের কাছে গিয়ে ফর্ম পূরণ করিয়েছিলেন, তখন কোনও শর্ত আরোপ করা ছিল না।

মমতার কথায়, 'বিজেপির লোকজন পেলে আমার দুঃখ নেই। যে কেউ পান। কিন্তু আপনারা বলছেন, যোগ্যতা নেই।' এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি কি ঠিক করবে কার যোগ্যতা আছে আর কার নেই? রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অন্নপূর্ণা যোজনায় ভাতা না পেয়ে রাজ্যজুড়ে মহিলাদের বিক্ষোভে তৃণমূলের উসকানি রয়েছে বলে অভিযোগ

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রীকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, প্রতিবাদে ফাটল মাথা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রাতের শিলিগুড়ি আবারও ভয়ংকর।

দশ মাসের একরত্তি শিশু। মা তাকে বুকে জড়িয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। পাশে শাশুড়ি আর বছর দশেকের আরেক সন্তান। স্বামী গাড়িচালকের ভূমিকায়। রবিবার দেবীডাঙ্গা বাজার পেরোনোর সময় আচমকাই পিছন থেকে একটি গাড়ি একটানা হর্ন দিতে শুরু করে। আশপাশ দিয়ে গাড়ি চলাচল করায় ওই তরুণীর স্বামী সাইড দিতে পারছিলেন না। অভিযোগ, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটি বিপজ্জনকভাবে ওভারটেক করে সামনে এসে ব্রেক কষতে থাকে। তবুও তরুণীর স্বামী কোনওমতে পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

অভিযোগ, সেই সময় ব্রেস্টফিডিংয়ের বিষয়টি ওই গাড়িতে থাকা চার তরুণের নজরে আসে। গাড়ির ভিতর থেকেই তারা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করে। এভাবে অসভ্যতা ওই তরুণীর স্বামী মেনে নিতে পারেননি। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি অন্য গাড়িটিকে ওভারটেক করে সেটির সামনে গিয়ে নিজের গাড়িটি দাঁড় করান। এরপরই পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়ে ওঠে। অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় চার তরুণের হাতে ওই তরুণীর স্বামী ব্যাপক মারধরের শিকার হন। ধারালো কিছু দিয়ে

আঘাত করে তাঁর মাথায় দুই জায়গায় ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

স্বামীকে ওভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে ওই তরুণী দুই শিশুকে গাড়িতে বসিয়ে বাইরে এসে প্রতিবাদ করেন। রাস্তায় লোকজনও জড়ো হন। প্রধাননগর থানায় খবর দেওয়া হয়। সমস্যা টের পেয়ে ওই চার তরুণ নিজেদের গাড়ি ফেলে পালায়। পুলিশ ওই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে। তবুও সোমবার রাত পর্যন্ত কাউকে

এরপর দশের পাতায়

রোগী ভর্তির পর ৭২ ঘণ্টা প্রাইভেট প্র্যাকটিস নয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রোগী ভর্তির সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কোনও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না, স্পষ্ট করে দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। দপ্তরের তরফে সোমবার রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কঠোরভাবে এই নির্দেশ মানার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায়

কড়া নিদান স্বাস্থ্য দপ্তরের

চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এমনকি ভিজিলেন্সও বসানো হতে পারে বলে 'হুঁশিয়ারি' দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নির্দেশ ঘিরে চিকিৎসক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ফাঁকিবাজ চিকিৎসকদের কর্মস্থলমুখী করতে রাজ্যের এই পদক্ষেপ অনেকটাই কাজে আসবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

মেডিকেলে অধ্যাপক চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি নিয়ে বহুদিন ধরেই ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। কলকাতার বাইরে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি। এখানকার মেডিকেলগুলির বেশিরভাগ অধ্যাপক চিকিৎসকই কলকাতা বা আশপাশের এলাকার বাসিন্দা। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পুরুষশূন্য বটতলি, মণ্ডপে জীবনের গল্প

মালদার বটতলি গ্রাম এখন পুরুষশূন্য। ঘরে কেবল মহিলা আর শিশুরা। আর পুরুষরা ছড়িয়ে রয়েছেন বাংলার নানা প্রান্তে। দুর্গাপুজোর মণ্ডপ গড়তে। মুসলিম অধ্যুষিত এই গ্রামের কারিগরদের হাতেই তৈরি হচ্ছে বাঙালির সংবৎসরের আনন্দের রসদ।

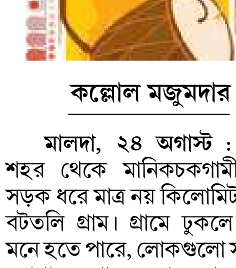

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৪ অগাস্ট : মালদা শহর থেকে মানিকচকগামী রাজ্য সড়ক ধরে মাত্র নয় কিলোমিটার দূরে বটতলি গ্রাম। গ্রামে ঢুকলে প্রথমে মনে হতে পারে, লোকগুলো সব গেল কোথায়? গ্রামের পুরুষরা কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছেন! কাঁচা-পাকা রাস্তার ধারে বাড়ি, উঠোনে খেলায় মেতেছে শিশু, বারান্দায় বসে গল্প করছেন মহিলারা। একটু বড়রা স্কুল থেকে ফিরছে। কিন্তু চোখে পড়ে না কর্মক্ষম কোনও পুরুষ। তাঁরা সব বাইরে গিয়েছেন কাজের খোঁজে। তবে এমন ছবি তো মালদা জেলার গ্রামে গ্রামে। কর্মসংস্থানের অভাবে বাইরে পাড়ি দেওয়ার গল্প তো নতুন কিছু নয়।

তবে বটতলি বাকিদের থেকে আলাদা। সেখানে নিস্তব্ধতার এই ছবির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে দুর্গাপুজোর গন্ধ। বটতলি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম। তবে দুর্গাপুজো এলেই বাংলার নানা প্রান্তের পুজো উদ্যোক্তাদের ভরসা এই গ্রামের হাজারেরও বেশি মানুষ। কারণ, পুজোর মণ্ডপ তৈরিতে বটতলির মুসলিম কারিগরদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বাঁশ, কাঠ, কাপড়, থার্মোকল কিংবা ফাইবার, সবকিছুর ছোঁয়ায় তাঁরা গড়ে তোলেন স্বপ্নের মণ্ডপ। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই তাই গ্রামের পুরুষরা ছড়িয়ে পড়েন মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, এমনকি ভিনরাজ্যেও। তাই এখন গোটা গ্রাম প্রায় পুরুষশূন্য।

ছবি : এআই

গ্রামের বয়স্ক বাসিন্দা সাবির শেখের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন, বটতলির জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। ভোটার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। কর্মক্ষম পুরুষদের অধিকাংশই মণ্ডপশিল্পী। বছরের এই সময়টায় তাঁদের কারও দেখা মেলে না গ্রামে। কারণ, সবাই তখন ব্যস্ত বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরির কাজে। এই কাজই তাঁদের পরিবারের প্রধান জীবিকা। সাবিরের কথায়, 'আমাদের গ্রামে অনেক পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাজ করছে। বাবা যেমন মণ্ডপ বানিয়েছেন, এখন ছেলে সেই কাজ করছে। *এরপর দশের পাতায়*

নতুন মাইলফলক বন্ধন ব্যাংকের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : নিজেদের ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করল বন্ধন ব্যাংক। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের এগমোরে ব্যাংকটি তাদের ২,০০০তম শাখার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছে। নতুন এই শাখা চালুর ফলে দেশজুড়ে বন্ধন ব্যাংকের মোট আউটলেটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬,৪০০-তে। শাখা নেটওয়ার্কের নিরিখে এর মাধ্যমে দেশের শীর্ষ ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের তালিকায় জায়গা করে নিল এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি।

শাখা সম্প্রসারণের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের জন্য 'এমবন্ধন লাইট' নামে একটি নতুন ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ চালু করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি- এই তিন ভাষায় উপলব্ধ অ্যাপটির মাধ্যমে গ্রাহকরা আধারভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন, অ্যাকাউন্টের বিবরণ দেখা, ঋণের কিস্তি জমা এবং স্টেটমেন্ট ডাউনলোডের মতো পরিষেবা সহজে ব্যবহার করতে পারবেন।

ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত জানান, দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং গ্রাহকদের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

অগ্নিদগ্ধদের পাশে দাঁড়াতে 'ফিনিক্স'

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : অগ্নিদগ্ধ রোগীদের হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও মানসিক সহায়তার জন্য পূর্ব ভারতের প্রথম সহায়তা মঞ্চ চালু করল কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতাল। 'ফিনিক্স' নামের এই অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে অগ্নিদগ্ধদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসিক পরামর্শ, শারীরিক পুনর্বাসন, পুষ্টির রূপরেখা এবং ক্ষতের দাগ নিরাময়ের পরিষেবা দেওয়া হবে।

উদ্যোগটির প্রতিষ্ঠাতা তথা হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক মোহিত খরবান্দা জানান, চরম লড়াই করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই রোগীদের আসল সংগ্রাম শুরু হয়। সেই কঠিন লড়াইয়ে পাশে থাকতেই এই মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

হাসপাতালের কর্ণধার সজল দত্ত জানান, পোড়া ক্ষত শুকিয়ে গেলেও শারীরিক ও মানসিক ক্ষত সহজে মেটে না। রোগীদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে এই দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা ভীষণ জরুরি। যে কোনও হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া অগ্নিদগ্ধ রোগীই এখানে বিনামূল্যে যোগ দিতে পারবেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT No.-WB/PWD/AE/SCSD-II/03/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5019692_1. Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid Submission start Date : 24-08-2026 : 17.00 hrs. Bid Submission End Date : 03-09-2026 15.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri. ICA-T16153(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
The West Bengal Small Industries Development Corporation Ltd.
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
"Shilpa Bhavan", 31, Black Burn Lane, Kolkata – 700 012.
NOTICE
WBSIDCL invites e-NIT from eligible bidders vide no. NIET 6 of 2026-27 for the work of "Repairing of the Damaged Internal Roads at Siliguri Industrial Park. (3rd Call)" under The WBSIDCL. For NIET 6 of 2026-27; Sl no. 1:- Last date of submission of Tender is 07/09/2026 upto 01:00 p.m. Tender ID : 2026_MSMET_1038886_1. For details, log on to https://wbtenders.gov.in & https://www.wbsidcl.in Sd/- Executive Engineer, WBSIDCL. ICA-T16129(3)/2026

NIT No. 08/2026-27
dt - 24/08/2026
e-Tender for engagement of Consultancy for making a Detailed Project Report (DPR) for proposed Market Complex-cum-Multipurpose Building (Basement + G + V) at Dakshin Dinajpur Zilla Parishad land near SBI Bank, Balurghat Branch is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad.
Last Date of submission is 31/08/2026.
Details of NIT may be seen in the website www.tenders.wb.gov.in
Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Electronic bids are invited by the Assistant Engineer, Teesta Mechanical Sub Division IV for 01 no. Work from bonafide, resourceful contractor, Abridged e-NIT No : WBIW/AE/TMSDIV/e-NIT-01/26-27 Last date of bid submission : 01-09-2026. Detailed NIT may be seen at www.iwd.wb.gov.in/tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Teesta Mechanical Sub Division IV, I&WD, Islampur, Uttar Dinajpur Pin: 733202. ICA-T16109(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
AE, Mathabhanga Hwy. Sub-Divn , P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of –1. "Consultancy services for preparation of Detailed Project Report for "Mathabhanga – Hazrahat Road from Ch 0.00 kmp to 2.00 kmp widening & from Ch 2.00 kmp to 10.00 kmp widening and strengthening work under Coochbehar Highway Division in the District of Coochbehar". eNIQ No. 02 (AE) of 2026-27 of AE/MTB/HWY/SUB-DIVN,SL NO.1. (i) Bid submission Start date (online): 21.08.2026 from 05:00 PM, (ii)Bid submission closing date (online): 01.09.2026 up to 05:00 PM. Tender ID. 2026_WBPWD_5019665_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, Mathabhanga Highway Sub- Division P.W. (R) Directt. ICA-T16150(3)/2026

ABRIDGE e-N.I.T NOTICE
e-N.I.T. Memo No.3323/KCK-III,Sl.No-01 to 04 Dated-21.08.2026, invited by B.D.O Kaliachak-III Dev. Block. from Bonafide bidder. **Last date of Application on 28.08.2026 upto 6:00 PM.** Details are available in the office notice board.
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III
Development Block
Baishnabnagar,Malda.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Electronic bids are invited by the Executive Engineer, Teesta Mechanical Division for 03 nos. Work from bonafide, resourceful contractor, Abridged e-NIT No : WBIW/EE/TMD/e-NIT-02/2026-27 Last date of bid submission : 02-09-2026. Detailed NIT may be seen at www.iwd.wb.gov.in/tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Teesta Mechanical Division, I&WD, Tinbatti, Siliguri, Pin : 734005. ICA-T16110(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. NIeQ_01 of EE/RD/PHED of 2026-2027 Tender ID :- 2026_PHED_5019851_1. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) :- 11/09/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Supply of different dia. CI/DI Specials under Raiganj Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, P.H.E. Dte. ICA-T16113(3)/2026

এল.সি. গেট নং. এসকে-২১০ এর অপসারণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৪০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২০.০৮.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার সংখ্যা. ১২-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ** ৭০০.০০ এম সংযোগী পথ দ্বারা ১২/৭-৮ কিলোমিটারে স্থিত এল.সি. গেট নং. এসকে-২০৯ পর্যন্ত ১২/১-২ কিলোমিটারে স্থিত এল.সি. গেট নং. এসকে-২১০ এর অপসারণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪,০৫,৯২,২০৯.৭৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮,১১,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের হাসি সেবার লক্ষ্য"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-QUOTATION
Notice Inviting e-Quotation by the E.E./NBDD vide **eNIQ No. 33 of 2026-27, eNIQ No. 34 of 2026-27, eNIQ No. 35 of 2026-27 of the E.E, NBDD.**
Details of works will be seen in the above mentioned eNIQ in the website:- **www.wbtenders.gov.in** & **www.wbnorthbengaldev.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
North Bengal Development Department

Cooch Behar Zilla Parishad Press e-Tender Notice (in Brief)
e-Tender is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad in item-wise rate vide NIT No: **WBZP/70/CZP-PRESS-ET/COB/2025-2026 (3rd Call)** for supply of various items of Plates & Chemicals from bonafide Suppliers Distributors / Dealers. Detailed information may be had from the website **https://tenders.wb.gov.in** Last date & time for bid submission **08/09/2026** at 12.00 Noon. Bidders may call at (03582) 227445/222550.
Sd/-
Addl. Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online percentage rate Tender Notice is invited for 3 (Three) Nos. works for NIT no. 07 of Sr. SE/NHC in the district of Dakshin Dinajpur under Dakshin Dinajpur Highway Division are as follows : 1) Kamarpara Kurmail Chingishpur Road from 0.295 Km to 3.670 Km, 3.820 Km to 5.255 Km, 5.505 Km to 7.640 Km & 7.990 Km to 10.300 Km Strengthening work Rs. 23,17,16,094.00, (Tender ID. 2026_WBPWD_5019741_1), 2) Mahipal Chourangee More-Kantabari Road (VR) from 0.00 kmp to 7.00 kmp, Strengthening work and Construction of Passing Bays (with spacing @ 200 m c/c along the length of the road) Rs. 13,67,13,464.00, (Tender ID. 2026_WBPWD_5019741_2), 3) Daulatpur-Harirampur-Dehaband (MDR) Road from 16.00 Kmp to 20.60 Km, Strenghtening work (Carriageway 5.50 mtr.) including 4 nos culverts Replacement & 400 m PCC Drain Rs. 12,79,01,617.00, (Tender ID. 2026_WBPWD_5019741_3), Last date of bid submission of NIT is 21.09.2026 up to 1:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.wb.gov.in and this office notice board. Sd/- (SANJEEV KUMAR MEHTA), Sr. Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T16168(3)/2026

Govt of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Matiali Block, Jalpaiguri
আগামী ২৫.০৮.২০২৬ ও ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে নিম্নলিখিত সংঘ সমবায়ের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি ও গ্রহণ এবং ২৯.০৮.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র মনোনয়ন পত্র গ্রহণ বেলা ১২টা থেকে ৩টা অবধি সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে (ব্লক অফিসের মিটিং হল) এ অনুষ্ঠিত হইবে।
সংঘের নাম :-
১. ইনডং মাটিয়ালি আজাদ বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ
২. বিধান নগর বিপাশা বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ
৩. মাটিয়ালি হাট ডুয়ার্স কুইন বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ
৪. মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ রচনা বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ
৫. মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ বনশ্রী বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
e-TENDER NOTICE
WBFOR/JWD/NIT-21(e)/26-27- Procurement of Solar Power Fence Materials including installation for creation of Grass Fodder Plantation over 125 Ha at Jaldapara East Range under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. **WBFOR/JWD/NIT-22(e)/26-27**- Procurement of Solar Power Fence Materials including installation for creation of Grass Fodder Plantation over 80 Ha at Jaldapara West Range under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. **WBFOR/JWD/NIT-23(e)/26-27**- Procurement of Solar Power Fence Materials including installation for creation of Grass Fodder Plantation over 40 Ha at Jaldapara North Range under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. **WBFOR/JWD/NIT-24(e)/26-27**- Procurement of Solar Power Fence Materials including installation for creation of Grass Fodder Plantation over 30 Ha at Chilapata Range 20 Ha and Kodalbasti Range 10 Ha under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. **WBFOR/JWD/NIT-25(e)/26-27**- Procurement of Best Quality Organic Manure (neem based) for use in Grass Fodder Plantation over 275 Ha under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. Last date of online submission of bid- 09/09/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/ www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar. ICA-T16130(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy. Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of – 1) Hazrahat Nayarhat road from Ch. 0.00 kmp to ch. 2.00 Kmp (in stretches) Patching & repairing potholes work under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 17 (E) of 2026-27, (Sl No.1) **Estimated Amount : Rs.** 11,38,964.00 Tender ID : 2026_WBPWD_5019804_1. 2) Jamaldah to Ranirhat road from Ch. 0.00 kmp to ch. 5.00 Kmp (in stretches) Patching & repairing potholes work under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 17 (E) of 2026-27, (Sl No.2) **Estimated Amount : Rs.** 17,98,366.00. Tender ID : 2026_WBPWD_5019804_2. 3) Ranirhat Kamat Changrabandha road from 0.00 KM to 2.50 KM (In stretches) patching & repairing potholes work under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 17(E)of 2026-27, (Sl No.3) **Estimated Amount: Rs.** 13,68,388.00 Tender ID : 20026_WBPWD_5019804_3. 4) Sitalkuchi Adabarighat (MDR) road from 5.00 km to 7.00 Km & Adabarighat to Sitai Road from 6.00 km to 8.00 km (in stretches) Patching & repairing potholes work under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar.NIT No. 17 (E) of 2026-27, (Sl No.4) **Estimated Amount : Rs.** 13,59,596.00. Tender ID : 2026_WBPWD_5019804_4. Bid submission Start date (online): 25/08/2026 from 9:00 A.M. Bid submission closing date (online) : 07/09/2026 up to 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https:// tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar. ICA-T16166(3)/2026

Government of West Bengal
ABRIDGE e-TENDER NOTICE

As per Published abridged e-Tender Notice	To be read as abridged e-Tender Notice
ABRIDGE e-TENDER NOTICE e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/e-SNIT-06/2026-27 The **Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda** invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission 2**7-08-2026 & Time upto 12:30 Hrs** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in	**ABRIDGE e-TENDER NOTICE** e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/e-SNIT-06/2026-27 **Tender Id: -** 2026_IWD_5019910_1 to 2026_IWD_5019910_6 The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission **28-08-2026 & Time upto 12:30 Hrs. and Technical Bid opening date 28-08-2026 at 14:00 Hrs.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & www.tenders.wb.gov.in

All terms and condition are remaining unchanged
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW (ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy. Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of – 1) Supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using steel slag road Technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, New Delhi under Cooch Behar Highway Division. P.W. (Roads) Dte. NIT No. NIQ16/E/2026-27/EE/CHD Tender ID : 2026_WBPWD_5019764_1. Bid submission Start date (online) : 25/08/2026 from 9:00A.M. Bid submission closing date (online) : 31/08/2026 up to 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar. ICA-T16167(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Dhupguri Highway sub-Division, P.W.(Roads) Dte, Dhupguri, invites online e-tender for the work of ------- 1) "Supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using steel slag road Technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, New Delhi under Dhupguri Highway Sub Division under Jalpaiguri Highway Division." Estimated Amount : Tender Ref No : WBPWD/AE/DHSD/eNIQ-01/2026-27. Tender ID : 1) 2026_WBPWD_5019765_1. Bid submission start date (online) : 24/08/2026 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 01/09/2026 up to 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PW(R), DHSD, Dhupguri, Govt. of W.B. ICA-T16143(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge Tender Notice of E-NIT
No. 05/MEDICINE/BUDGET/GWLD/2026-27
An e-tender is being invited by the Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for "Supply of Medicine for 32 nos. Departmental Captive Elephants and Elephant Calves" at Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri on as and when required basis for the Financial Year 2026-27. Details of which may be had from this office during the office hours or may be seen on Website: www.wbtenders.gov.in Name of Work : "Supply of Medicine for 32 nos. Departmental Captive Elephants and Elephant Calves" at Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri on as and when required basis for the Financial Year 2026-27. Last Date of Bid Submission : 04.09.2026 up to 14:00 hours. Sd/- Dwijaa Pratim Sen, IFS, Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri. ICA-T16115(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the following works: NIeQ-1 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1] 1. Supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using steel slag road Technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, New Delhi under Mal Highway Sub Division under Jalpaiguri Highway Division NIeQ-1 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID : 2026_WBPWD_5019739_1] 1. Bid submission start date (online):25-08-2026 at 11.00 A.M. 2. Bid submission closing date (online):01-09-2026 at 11.30 A.M. 3.Bid opening date for Technical Evaluation (online):03-09-2026 at 11.30 A.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division P.W.(Roads) Dte. ICA-T16160(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৬ এবং ৯৭, তারিখ ২০.০৮.২০২৬ [সিভিল, পি. ওয়ে অ্যান্ড আদার ওয়ার্কস]। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ৮৮-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল মালদা-তে ওপিডি ব্লক-এর আধুনিকীকরণ ও সংস্কার এবং ডরমিটরি-র ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২০,১৪,৬৭২.৬৫ টাকা। ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ৯০-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে অমৃত ভারত স্কিমের অধীনস্থ মালদা টাউন স্টেশনে সফট আপগ্রেডেশনের পর্যায়-১ -এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,১৩,২৯,২২৬.৪৪ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ৯২-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফরাক্কার অধীনে অমৃত ভারত স্কিমের অধীনস্থ নিউ ফরাক্কা, ধুলিয়ান গঙ্গা এবং জঙ্গীপুর স্টেশনের সফট আপগ্রেডেশনের পর্যায়-১ -এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৫৩,৬১,১০০.০১ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ৯৫-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থান সহ কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর- I -এর অধীনে ভাগলপুর -বারাহাট-এর মধ্যবর্তী শাখায় ২৫টিকেএম আনুপূর্বিক ওয়েল্ড নবীকরণ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর -এর অধীনে ভাগলপুর - দুমকার মধ্যবর্তী শাখায় ঠিকাদারদের মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট -এর দ্বারা কর্মস্থলে নতুন/এসএইচ/এসআর/ এসডব্লুআর রেল ৬০ কেজি/৫২ কেজি/আর-২৬০ (১১ ইউটিএস/৯০ ইউটিএস /৭২ ইউটিএস) -এর ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং পদ্ধতি দ্বারা সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-II এর অ্যাটার ওয়েল্ড করার ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৮৭,০৮,৩৫০.৫০ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৫; টেন্ডার নং ঃ ৯৬-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থান সহ কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-I -এর শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্টেশনে এবং প্লেন ট্র্যাকে বিসিএম দ্বারা ১১ টিকেএম এবং হাতেহাতে ০.৮০ টিকেএম ডিপ স্ক্রিনিং-এর ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৪,০৯,৬৯৩.৬২ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৬; টেন্ডার নং ঃ ৯৭-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থান সহ কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/সাহেবগঞ্জ শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্টেশনে এবং প্লেন ট্র্যাকে বিসিএম দ্বারা ৪৭.৭ টিকেএম এবং হাতেহাতে ০.৭ টিকেএম ডিপ স্ক্রিনিং-এর ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২১,৭৩,১৭২.২৬ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ থেকে ৬-এর জন্য। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড ঃ **www.ireps.gov.in** এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-171/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে বিজ্ঞাপনের বোর্ড (আরডিএন - ডিজিটাল এবং নন-ডিজিটাল), আইপিআইএস, স্লিপিং পড, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যাটারি চালিত গাড়ি, জরুরি ভিত্তিক চিকিৎসা কক্ষ, সেলুন, মোবাইল স্টোর, খুচরো বিপণি, চাহিদানুসারে বেড রোল প্রদান পরিষেবা প্রভৃতির জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই -অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে।
● (ক) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-০৮। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি) রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপন (আরডিএন-নন-ডিজিটাল)
এসইকিউ নং., লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৬-২৬-১, ভাগলপুর। (২) এএ/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৪-২৬-১, ভাগলপুর। (৩) এএ/৩, এডিভিটি- এমএলডিটি- বিজিপি- ওএসএন-২৩৩-২৬-১, ভাগলপুর। (৪) এএ/৪, এডিভিটি- এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২৩২-২৬-১, ভাগলপুর। (৫) এএ/৫, এডিভিটি- এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২৩৭-২৬-১, ভাগলপুর।
● (খ) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমআইএসসি-এমএলডিটি-২৩। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা ডিভিসনে বিবিধ স্থায়ী বিভাগের সম্পদ
এসইকিউ নং., লট নং., বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, এমএসএস- এমএলডিটি-জেএমপি-এসএলপিওডি-৯৮-২৬-২, স্লিপিং পড, জামালপুর। (২) এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ডব্লুএসটিএমজিটি-৮৯-২৬-১, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মালদা টাউন। (৩) এসি/১, এমএসএস- এমএলডিটি-এনএফকে-বিসিএ-৮৮-২৬-১, ব্যাটারি চালিত গাড়ি, নিউ ফরাক্কা। (৪) এডি/১, এমএসএস- এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমইডিএসটিএন-৮২-২৬-১, জরুরিভিত্তিক চিকিৎসা কক্ষ, মালদা টাউন। (৫) এই/১, এমএসএস- এমএলডিটি-কেটিজে-এসএস-৫৯-২৫-১, সেলুন কিয়স্ক, খালতিপুর। (৬) এএফ/১, এমএসএস- এমএলডিটি-কেটিজে-এমওবিএসটিওআরই- ৫৮-২৫-১, মোবাইল এবং আনুষঙ্গিকের কিয়স্ক, খালতিপুর। (৭) এজি/১, এমএসএস- এমএলডিটি-এমএলডিটি- এসটিজিইএন- ৭৬-২৬-২, খুচরো বিপণি, মালদা টাউন।
● (গ) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমআইএসসি-এমওবি-এমএলডিটি-২। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা ডিভিসনে চাহিদানুসারে বেড রোল পরিষেবা
এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এমএমএস-এমওবিজিইএন-২৮৭৪৪৭-১-২৬-১, বিভাগ ঃ চাহিদানুসারে বেড রোল পরিষেবা, স্টেশন ঃ মালদা টাউন।
● (ঘ) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-২৩। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।
মালদা ডিভিসনে বিজ্ঞাপন (আরডিএন-ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল, আইপিআইএস)
এসইকিউ নং., লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-২২৬-২৬-১, মালদা টাউন। (২) এবি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসএন-২৩৮-২৬-২, সাহেবগঞ্জ। (৩) এবি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৩-২৩-১, মালদা টাউন।
সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-172/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

2.25 kata land for sale at Hakimpara. M : 8653214418. (C/122999)

কিডনি চাই

দুস্থ রোগীর জন্য O+ কিডনি চাই, বাড়ি কোচবিহার। দিতে ইচ্ছুক থাকলে অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M. No- 6289865515. (C/123473)

অ্যাফিডেভিট

আমি স্মৃতি লিপ্তু তাং ১৭-০৭-২০২৬ ইসলামপুর কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে ইনায়েত চৌধুরী হয়েছি। (K)

আমি Subhas Chakraborty পিতা Late Dalim Chakraborty পেটকাটি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 31.3.15 তারিখে জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 5768) বলে Subhas Chakraborty ও Guruprasad Chakraborty একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

আমি Mobarak Hussen, পিতা : Fajale Rahaman, ঠিকানা : সুনসুনী বাজার, গোপিমোহন টি জি, পো ও থানা: জয়গাঁও, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার PAN কার্ডে পিতার নাম Fajale Rahaman উল্লেখ আছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (No : WB 6920140915344) পিতার নাম Fajle Rahaman উল্লেখ আছে। তাই গত ১২/০৮/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হলো যে আমার পিতা Fajale Rahaman ও Fajle Rahaman একই ব্যক্তি। (C/123312)

কর্মখালি

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের:- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/-, পর্যন্ত:- 7602379600.

●

রাইসমিলের জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 13,999/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M-86536-09553, 76026-16901. (C/123501)

●

Vacancy : Medical Representative - Siliguri, Maynaguri/M.P/ H.S. Medical Shop experience preferred. 7501560656. (C/113890)

●

আলিপুরদুয়ারে Hotel-এ Room service-এর জন্য Waiter চাই। M :- 9733078227 / 6291712527. (C/123319)

●

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস্ ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 9832009039. (C/123000)

●

Tufanganj College of Education, Tufanganj, Coochbehar. Applications are invited from eligible and qualified candidates for appointment to the following Teaching Posts for B.Ed. & D.El.Ed. programmes : HOD (Education) - 01 I Lecturers in Education-01 I Physics - 01 I Geography - 01 I Mathematics - 01 I English- 01 I Health & Physical Education 01 I Music - 01 I Zoology - 01 I Arts & Drama - 01 I Librarian (D.El. Ed.) 01 I B.Ed. Asst. prof. English Method - 01 Candidates must possess the requisite qualifications as per applicable NCTE norms Preference may be given to experienced candidates. Interested candidates may send their updated CV with copies of relevant testimonials to the College office/email. Email: tufanganjptti@gmail.com (D/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mampi Karmakar D/O Tusta Karmakar আমার ভোটের কার্ড নং - KZC2762094 এতে আমার নামের বানান ভুলবশতঃ Pranita Karmakar উল্লেখ থাকায়, গত 10/06/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. J.M. 1st ক্লাস দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (আমি) Pranita Karmakar থেকে Mampi Karmakar নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। আর আমার সঠিক জন্ম তারিখ 04/04/1985. (C/113889)

●

আমি রবীন্দ্র নাথ রায় গত ২৯/০৭/২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে, পিতা (মৃত) রাজেন্দ্র বর্মন থেকে রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ঘোষিত হল। আজ থেকে রাজেন্দ্র বর্মন, রাজেন্দ্র রায়, রাজেন্দ্র নাথ বর্মন ও রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সিঙ্গিজানি, মাথাভাঙ্গা-২, কোচবিহার। (C/123476)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬২২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬৩১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Dhupguri Highway sub-Division, P.W. (Roads) Dte , Dhupguri, invites online e-tender for the work of ------- 1) "Mayanaguri to Domohani road from 0.00 to 2.50 km, emergency patch maintenance work in different stretchts under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri." 2) "Dhupguri to Falakata road from 13.50 km to 15.27 km, emergency patch maintenance work in different stretchts under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri." Estimated Amount : 1) Rs.487453.14/- 2) Rs. 477120.56/- 3) Tender Ref No : WBPWD/AE/DHSD/NIeT-5 (SLNo.1, 2 & 3) /2026-27. Tender ID : 1) 2026_WBPWD_5019671_1. 2) 2026_WBPWD_5019708_1. Bid submission start date (online) : 24/08/2026 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 07/09/2026 up to 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PW(R), DHSD, Dhupguri, Govt. of W.B. ICA-T16144(3)/2026

আজ টিভিতে

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ প্রথম দেখা, বেলা ১১.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, সন্ধে ৭.৩০ পিতা, রাত ৯.৩৫ শ্বেত পাথরের থালা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ক্লাসরুম, দুপুর ১.১৫ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.১৫ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ আলো, রাত ১০.৩০ মন যে করে উড়ু উড়ু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ মধুর মিলন, দুপুর ১.৩০ বন্ধন, বিকেল ৪.৩০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১১.০০ ফিরিয়ে দাও

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বুকভরা ভালোবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১.১২ অ্যানাকোন্ডা দ্য হান্ট ফর ব্লাড অর্কিড, বিকেল ৩.০১ মাহা, বিকেল ৪.৪৭ আশিকী, সন্ধে ৭.৫৯ সব্যসাচী, রাত ১০.৩৭ কবীর সিং

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৩৭ মকসদ, দুপুর ১.৫২ ঈশ্বর, বিকেল ৪.৪২ ময়দান-ই-জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫০ হম আপকে দিল মে রহেতে হ্যায়, রাত ১০.৫৪ কর্তব্য

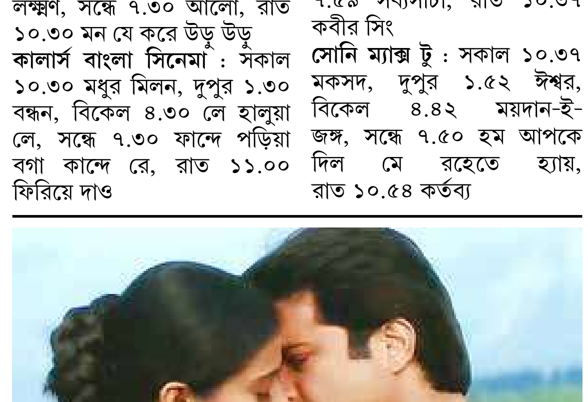

হম আপকে দিল মে রহেতে হ্যায় সন্ধে ৭.৫০ সোনি ম্যাক্স টু

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। বৃষ : বহুদিনের পড়ে থাকা কোনও সম্পদ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মিথুন : শারীরিক কোনও সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্কট : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্বিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে ভাটা পড়বে। কর্মক্ষেত্রে গুপ্তশত্রু থেকে সাবধান। সিংহ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বাইরের খাবার খেয়ে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা। তুলা : সংসারের কোনও ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। ফাটকা বা শেয়ার থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। বৃশ্চিক : পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করবেন না। চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ থাকবে। ধনু : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি খুব ভালো। জমি কেনাবেচায় ভালো টাকা লাভ করতে পারবেন। কুম্ভ : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মীন : পরিবারে কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে চিকিৎসার খরচ বাড়বে। নাক, কান, গলার সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ৩ ভাদ্র, ২৫ অগাস্ট ২০২৬, ৭ ভাদ্র সংবৎ ১২ শ্রাবণ সুদি অধিক, ১১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, দ্বাদশী প্রাতঃ ৫।৫৩। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১১।৩৮। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৯।৩৩। বালবকরণ প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৬।৪২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।৩৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৩৮ গতে একপাদদোষ।যোগিনী- নৈর্ঋতে, প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৬।৫৪ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।৩৮ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে নিষেধ রাত্রি ৩।৫৪ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ১১।৩৮ গতে গর্ভাধান। (অতিরিক্ত বিবাহ – রাত্রি ৮।৫০ গতে ১১।৩৮ মধ্যে মেষ ও বৃষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ পরে শেষরাত্রি ৪।৫০ মধ্যে বৃষ মিথুন কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্ব্বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস (২৫ অগাস্ট)। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ও ৩।১৪ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।৯ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নৌকায় চেপে মায়ের সঙ্গে স্কুলের পথে খুদেরা। সোমবার শিলিগুড়ির নৌকাঘাটে। ছবি : সূত্রধর

কোর কমিটি গড়ে ক্ষমতার রাশ টানতে চাইছে বিজেপি

পঞ্চায়েত দখলের ছক?

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় পালাবদল হলেও বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতই এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। ২০২৬ সালের জুলাই মাসে বিধানসভায় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬ পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানদের আর্থিক ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকার খর্ব করে তা প্রশাসনিক আধিকারিক ও সচিবদের হাতে দেওয়া হয়। এমন আবহে অধিকাংশ পঞ্চায়েতেই তৃণমূলের প্রধান, উপপ্রধানদের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদের এই অনুপস্থিতির কারণে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে সিংহভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতে। তবে তৃণমূল ভাঙিয়ে বা জোড়াতাপ্পির জোট করে এই সব পঞ্চায়েতের দখল নিতে চাইছে না পদ্ম শিবির। কারণ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে তেমনটা করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মহকুমার একটি পঞ্চায়েতে শোকজের মুখে পড়তে হয়েছে সেখানকার নেতাদের। ঠিক এই সময়েই গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক কোর কমিটি তৈরি করতে চলেছে বিজেপি। তবে কি ঘুরপথে পঞ্চায়েতগুলি রাশ নিজেদের হাতে নিতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল? অন্তত এমনই জল্পনা শুরু হয়েছে। ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি নির্জল দে বলছেন, 'কোর কমিটির মাধ্যমে ঘুরিয়ে বিজেপি নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। তবে নাগরিক পরিষেবা থমকে না থাকাটাও জরুরি।'

অবশ্য রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, 'দলীয় পরিকাঠামোয় বেশকিছু বদল আসতে পারে। দলীয় নির্দেশ মেনেই হয়ত পঞ্চায়েতগুলিতে কোর কমিটি হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলাতে ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিজেপির কোর কমিটি গঠন হচ্ছে। আগামীদিনে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ২২টি পঞ্চায়েতেও কোর কমিটি গঠন হবে বলে জানাচ্ছেন নেতারা। রাজনৈতিক মহলের অনেকে মনে করছেন, শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রত্যেক ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর গঠনের ধাঁচেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কোর কমিটি তৈরি হচ্ছে।

■ ৫-৬ সদস্যের কোর কমিটিতে একজন কনভেনারকে রাখা হচ্ছে

■ কোর কমিটিতে থাকছেন একজন করে কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক এবং বাকি ২-৩ জন সদস্য

■ এই কোর কমিটি পঞ্চায়েতের কাজকর্মে নজরদারি চালাবে বলে খবর

> কোর কমিটির মাধ্যমে ঘুরিয়ে বিজেপি নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। তবে নাগরিক পরিষেবা থমকে না থাকাটাও জরুরি।
>
> -নির্জল দে
> ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা

বিজেপি সূত্রে খবর, এই কোর কমিটিগুলিতে একজন কনভেনার থাকবেন। তিনি কার্যত গোটা পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বেসর্বা হবেন। কোর কমিটিতে থাকছেন একজন করে কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক এবং বাকি ২-৩ জন সদস্য। ৫-৬ জনের এই কোর কমিটি পঞ্চায়েতের কাজকর্মে নজরদারি চালাবে বলে খবর। পঞ্চায়েতের রাশ দলের হাতে টানতেই কনভেনার ও কোর কমিটি কাজ করবে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে সরাসরি এমনটা মানতে চাইছে না বিজেপি। বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'দলীয় কমিটির সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার সম্পর্ক নেই। দল তাদের মতো কাজ করবে। প্রশাসন তার মতো করে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবে।'

দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, কোর কমিটি তৈরি করে দলের পরিকাঠামোয় বদল আনা হচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমায় ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাত্র একটিতে বিজেপি তাদের বোর্ড গঠন করেছে। তাতেও শোকজের মুখে পড়তে হয়েছে সেখানকার নেতাদের। বাকি পঞ্চায়েতগুলিতেও দলবদল করে কিংবা আইনের ফাঁক দিয়ে ক্ষমতায় বসতে পারত তারা। কিন্তু নেতৃত্ব চাইছে না সেভাবে ক্ষমতায় বসতে। পঞ্চায়েত ভোট আরও বছরখানেক বাকি। এই বাকি সময়টা তৃণমূলের হাতে ক্ষমতা রাখতে চাইছে না বিজেপির অনেক নেতাই। সেজন্য কিছু পঞ্চায়েতে দল ক্ষমতায় বসলেও বাকিগুলিতে কোর কমিটির মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা কি না, সে ব্যাপারেও জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রাক্তন পুলিশকর্তার বাড়িতে চুরি

বাগডোগরা, ২৪ অগাস্ট : বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েও শেষরক্ষা হল না। বেঙ্গালুরুতে থাকায় গৃহকর্তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রাক্তন পুলিশকর্তার ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালাল চোরের দল। চুরির প্রমাণ মোছাতে ভেঙে ফেলা হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও। মাটিগাড়া থানার শিবমন্দির সারদাপল্লি এলাকার এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

ছেলেকে কলেজে ভর্তি করাতে গত ৬ অগাস্ট পরিবার নিয়ে বেঙ্গালুরু যান প্রাক্তন ডিএসপি হেমন্ত দাস। নিয়মিত উঠোন পরিষ্কার ও গাছে জল দেওয়ার জন্য স্থানীয় এক মহিলাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রবিবার সকালে ওই মহিলা এসে দেখেন বাড়ির গ্রিলের তালা ও ঘরের দরজা ভাঙা। তিনি প্রতিবেশীদের খবর দিলে সকলে এসে দেখেন, আলমারি ভেঙে উধাও সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী। প্রাক্তন ডিএসপি বলেন, 'আগামীকাল শিবমন্দিরে ফিরে চুরি যাওয়া সামগ্রীর তালিকা তৈরি করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

এদিকে এই ঘটনায় সারদাপল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ ঘোষের অভিযোগ, 'এক মাসের মধ্যে পাড়ায় ৩টি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। থানায় স্মারকলিপি দিয়েও লাভ হয়নি, পুলিশ কোনও চুরিরই কিনারা করতে পারেনি।' আরেক বাসিন্দা সবিতা রায় বলছেন, 'বাড়িতে তালা দিয়ে ছেলেকে স্কুলে ছাড়তে যেতেও ভয় করে। এই ফাঁকে যদি চুরি হয়! খুবই ভয়ে রয়েছি। পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয় না।' এ বিষয়ে ফোনে মাটিগাড়া থানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি।

কলেজে ৫০ শতাংশ আসন ফাঁকা

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যে শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলেও এখনও বদল ঘটেনি শিক্ষা ব্যবস্থার ছবির। যে কারণে ভর্তির সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ কলেজে ফাঁকা পড়ে রয়েছে ৫০ শতাংশ আসন। এই পরিস্থিতিতে রয়েছে চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ও। এখানে প্রথম বর্ষে মোট আসন ১,১৭৬টি। কিন্তু এ বছর ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা ৫৬৯ জন। তাহলে কি উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমছে স্থানীয় পড়ুয়াদের? এই আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ কী? চোপড়ার কলেজটির অধ্যক্ষ ডঃ মধুসূদন কর্মকার মনে করেন, 'উচ্চশিক্ষা শেষ করেও চাকরির সুযোগ না থাকায় হতাশার কারণে অনেকেই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পর কলেজমুখী হতে চাইছে না।' তবে গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর সামান্য হলেও ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি বলে দাবি তাঁর।

কলেজ সূত্রে খবর, ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষে ৪৬৭ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছিলেন। এবার তা সামান্য বেড়েছে। তবে এবারও মোট আসনের তুলনায় ভর্তি সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করে মেজর কোর্সগুলিতে ভর্তির হার উদ্বেগজনক। মোট ২০১টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছেন মাত্র ৮৯ জন। যেমন, বাংলায় ৪২টির মধ্যে ভর্তির সংখ্যা ১১ জন, ইংরেজিতে ৩২টির মধ্যে ১৮, উর্দুতে ৪২টির মধ্যে ১৯,

দর্শনে ভর্তি হয়নি একজনও

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৩২টির মধ্যে ২৩ এবং ইতিহাসে ৩২টির মধ্যে ভর্তি হয়েছেন মাত্র ১৮ জন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দর্শনে ২১টি আসনের একটিতেও কেউ ভর্তি হননি।

কলেজের শিক্ষক গোবর্ধন অধিকারীর মতে, "বর্তমান প্রজন্মের পড়ুয়াদের সাধারণ স্নাতক কোর্সের তুলনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেশি। আমাদের কলেজে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি কম হলেও 'উৎকর্ষ বাংলা'র বৃত্তিমূলক কোর্সে পড়ুয়ারা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিচ্ছে।" কলেজের প্রাক্তন টিআইসি আলিমউদ্দিন শাহ অবশ্য বলছেন, 'প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াদের একাংশ পড়াশোনা ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যাচ্ছে।' শিক্ষকদের একাংশের মতে, উচ্চমাধ্যমিকের পর অনেকেই ইসলামপুর সহ শহরের কলেজে ভর্তি হতে চায়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বেশি বিষয় বেছে নেওয়ার সুযোগ এবং শহরমুখী আকর্ষণ এর অন্যতম কারণ।

চোপড়া ব্লক থেকে প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিকে দু'হাজারের বেশি পড়ুয়া পাশ করে। কিন্তু স্থানীয় কলেজে ৫০ শতাংশ আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। কর্মমুখী শিক্ষার চাহিদা, শহরমুখী প্রবণতা নাকি কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা—কোন কারণটি বেশি প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিভাবক ও শিক্ষকদের একাংশ মনে করেন, স্থানীয় কলেজে আরও কর্মমুখী কোর্স, বিষয়ের বৈচিত্র্য ও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে পড়ুয়াদের আরও বেশি করে কলেজমুখী করা যাবে।

সাত দফা দাবি

চোপড়া, ২৪ অগাস্ট : সাত দফা দাবিতে সোমবার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন, ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি মেহবুব আলম প্রমুখ। কংগ্রেসের দাবি, পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত যোগ্য মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা দিতে হবে। পাশাপাশি ভিবি-জি রাম জি প্রকল্প ও আবাস যোজনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া বুথভিত্তিক কোথায় কত টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তার বিস্তারিত হিসাব প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছে হাত শিবির। অভিযোগ, বিভিন্ন প্রকল্পের খরচ ও বিবরণ সংক্রান্ত বোর্ড নেই। ফলে বাসিন্দারা প্রকল্পের খরচ সম্পর্কে জানতে পারছেন না। প্রত্যেক যোগ্য মানুষকে জব কার্ডের সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

চিনির দামে লাগাম টানতে অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : ৪ হাজার কুইন্টাল বা তার বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবেন না ব্যবসায়ীরা। সোমবার শিলিগুড়িতে খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করে এমনই কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশঙ্কর পানিক্কর। একই সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিকদের গোপনে গুদামগুলিতে বিশেষ অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন গুদাম ঘুরে দেখছেন।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'চিনির দামে যাতে কালোবাজারি না হয় সেজন্য অবৈধ মজুত খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। মজুতের অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জেলা খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ইতিমধ্যে শহরের নানা প্রান্তের গুদামগুলি ঘুরে দেখা হয়েছে। চার হাজার কুইন্টালের মতো চিনি কোথাও মেলেনি, তবে বেশ কিছু গুদামে কয়েকশো কুইন্টাল চিনি মজুতের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য আইনি নিয়ম অনুযায়ী কম পরিমাণ মজুত থাকলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় বলেও আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

এদিকে খোলা বাজারে চিনি বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা বা তার থেকে বেশি দামে, যেখানে পাইকারি বাজারে চিনি বিক্রি হচ্ছে ৬৪-৬৫ টাকায়। অভিযোগ, বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরির চক্রান্ত চলছে। ব্যবসায়ীদের অনেকে গুদামে চিনি থাকা সত্ত্বেও তা বাজারে না ছেড়ে বেশি লাভের আশায় পরে বিক্রির উদ্দেশ্যে রেখে দিচ্ছেন, যা দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি করছে। নয়াবাজারের এক চিনি ব্যবসায়ীর দাবি, 'বাজার এলাকার বাইরেও অনেকের বড় গুদাম রয়েছে, যেখানে প্রশাসন পৌঁছাতে পারছে কি না সন্দেহ আছে।' তাঁর আরও সংযোজন, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য থেকেই বেশি দামে চিনি বিক্রি হচ্ছে। সেখানকার কারখানাগুলি এখন আর কম দামে চিনি বিক্রি করতে চাইছে না। তাতেই দাম বাড়ছে।'

চিনির আকাশছোঁয়া দামে মিষ্টি থেকে মিষ্টি দই-সহ হরেক সামগ্রীর দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। চিনির রসে নারকেল ও বাদাম দিয়ে খাবার তৈরি করা ব্যবসায়ী গোকুল দাস বলেন, 'চিনির দাম বৃদ্ধিতে সেই সামগ্রীগুলি বেশি

সর্বোচ্চ ৪ হাজার কুইন্টাল পর্যন্ত মজুতে ছাড়

দামে কিনতে চাইছেন না ক্রেতারা।' বাধ্য হয়ে তিনি বিক্রি বন্ধ করেছেন। র‍্যাশনে দীর্ঘদিন চিনি দেওয়া বন্ধ থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আবার র‍্যাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে চিনি বিলির দাবি উঠছে, যা নিয়ে উচ্চস্তরে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছে খাদ্য দপ্তর।

অন্যদিকে, মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে চম্পাসারি-প্রধাননগর এলাকায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান ও নজরদারি চালানো হয়েছে। দোকানে টাঙানো মূল্যতালিকা ও ক্রেতাদের সঠিক বিল দেওয়া হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। ভবিষ্যতে এই নজরদারি আরও জোরদার করা এবং নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

চম্পাসারি-প্রধাননগর এলাকায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অভিযান।

মুখোশ পরে অতিথি আপ্যায়নে... রায়গঞ্জের ভৈরবী মন্দির প্রাঙ্গণে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

জমি দখল নিয়ে থানায় বিক্ষোভ

চোপড়া, ২৪ অগাস্ট : চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা রয়েছে। সোমবার পুলিশ চারজনকে আটক করলে স্থানীয়দের একাংশ বিজেপির পতাকা হাতে থানার সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়। জমা দেওয়া হয় স্মারকলিপি। তবে পুলিশের আশ্বাসে কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। কাজে বাধা দেওয়ায় ওই চারজনকে আটক করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ২৪ অগাস্ট : শিক্ষকসংকট, পানীয় জলের সমস্যা এবং পর্যাপ্ত শৌচালয়ের অভাব সহ একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে সোমবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনগাছ সিনিয়ার মাদ্রাসা ও নন্দীগাছ হাইস্কুলে পৃথকভাবে স্মারকলিপি দিল এসএফআই-এর চোপড়া লোকাল কমিটি। সংগঠনের অভিযোগ, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ওই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে।

মদ পাচারে ধৃত

চোপড়া, ২৪ অগাস্ট : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেপাগাঁও এলাকায় রবিবার রাতে সাইকেলে মদ পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম রাজা মাহাতো। তিনি লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত মদের আনুমানিক দাম ৫,৮৮০ টাকা।

হান্দ্রুর ফের পুলিশ হেপাজত

খড়িবাড়ি, ২৪ অগাস্ট : পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তদন্তের স্বার্থে ধৃত মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা তৃণমূল শ্রমিক নেতা হান্দ্রু ওরাওঁকে নতুন করে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। গত ৮ অগাস্ট পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক বিজেপির দুর্গা মুর্মু। তদন্তে নেমে পুলিশ গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হান্দ্রুকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার পর গত শনিবার রাতে অন্য দুই তৃণমূল নেতা দিগেন্দ্রনাথ সিংহ ও উত্তম বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদেরও পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত হয়।

পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে সোমবার তৃণমূল শ্রমিক নেতা হান্দ্রুকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে ফের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি মামলার অভিযুক্ত মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বাকি সদস্যরা নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পাশাপাশি, পুলিশি ধরপাকড় শুরু হওয়ায় মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী বহু এজেন্ট ঘরছাড়া রয়েছেন। তাঁদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

৯৭ লক্ষের সামগ্রী চুরি

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : যে সংস্থার ওয়্যারহাউস, তাদের না জানিয়ে অথরাইজড চেনের বাইরে গিয়ে ২৯০০-এরও বেশি কার্টন ভর্তি সামগ্রী বের করে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। বিক্রি করা সামগ্রীর বাজারমূল্য ৯৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৪২ টাকা। মাটিগাড়া থানা এলাকার গোয়েল মোড়ে ওই সংস্থার গোডাউন রয়েছে। ঘটনায় ওই ওয়্যারহাউসের ইনচার্জ সঞ্জয় গুপ্ত, ডিপো ম্যানেজারে সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে সংস্থার তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে বালুরঘাট থেকে ডিপো ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে পুলিশ। ধৃত ওই ম্যানেজারের নাম পুরুষোত্তমলাল মোদি। তিনি বাবুপাড়ার বাসিন্দা।

অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই বালুরঘাটে গিয়ে ওই ব্যক্তি লুকিয়ে ছিলেন বলে মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনায় জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সংস্থার অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই স্টকে ত্রুটির খবর তাদের কাছে

বালুরঘাট থেকে ধৃত এক

আসছিল। এরপর ওয়্যারহাউসের কর্তাদের নিয়েই একটি স্টক অডিট করানো হয়। সেই অডিটে প্রতিটি কার্টন সহ যাবতীয় জিনিস দেখা হয়েছে। যদিও তখন তছরুপ সংক্রান্ত কোনও তথ্য সামনে আসেনি। এরপর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফের তাঁদের কাছে ত্রুটির খবর পৌঁছোতে শুরু করে। এপ্রিল মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখ বাইরে থেকে নিয়ে আসা বিশেষ টিম দিয়ে ওয়্যারহাউসে অডিট করানো হয়। যাবতীয় তছরুপের বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে তারপর। সংস্থার অভিযোগ, ওয়্যারহাউসের ইনচার্জ সঞ্জয় গুপ্ত অনেক সময় ওয়্যারহাউস বন্ধ থাকার দিনেও সেখানে আসতেন।

সংস্থার মতে, অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে তিনি এই স্টক তছরুপের ঘটনা ঘটিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সংস্থার অভ্যন্তরীণ তদন্তে সঞ্জয় ছাড়াও আরও তিনজনের নাম অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে। গত মাসের শেষ দিকে সংস্থার তরফে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অথরাইজড জায়গায় স্টক হিসেবে সামগ্রীভর্তি কার্টন পৌঁছোনোর ফাঁকেই কিছু কার্টন সরিয়ে দেওয়া হত। এরপর সেই কার্টন অভিযুক্তরা নিজস্ব গন্তব্যে পাঠিয়ে দিত। সামগ্রী বোঝাই কার্টন কোথায় পাঠানো হত, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নিয়মই সার, শ্রী ফেরেনি শৈলশহরের

কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পরিকাঠামোর অভাবে অচল দার্জিলিং পুরসভার দূষণ রোধের উদ্যোগ। ডাস্টবিন ও সিসিটিভির আকালে নজরদারি স্তব্ধ, থমকে স্পট ফাইন। অন্যদিকে, তহবিলের দোহাই দিয়ে দায় সারছে প্রশাসন। ফলে সচেতনতা ও কড়াকড়ির অভাবে শৈলশহরে প্লাস্টিক ও জঞ্জালের রাজত্ব অব্যাহত, জমছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ।

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ২৪ অগাস্ট : নিয়ম কার্যকর হয়েছে। কিন্তু নিয়ম মানা হচ্ছে কি না তা দেখার কেউ নেই। এমনই অবস্থা শৈলশহর দার্জিলিংয়ের। এই শহরে প্রকাশ্যে থুতু, আবর্জনা ফেলা, প্লাস্টিকের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কেউ নিয়ম অমান্য করলে জরিমানা করার কথা থাকলেও পরিকাঠামোর অভাবে বাস্তবে সেটাও করতে পারছে না পুরসভা। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে নিয়ম কার্যকর করে লাভ কী হল? এ বিষয়ে দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরী বলছেন, 'সবকিছুই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কঠিন বর্জ্যগুলি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ক্র্যাশার মেশিন দেবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। ইতিমধ্যেই টেন্ডার হয়েছে।' তবে, শহরজুড়ে নজরদারির জন্য সিসিটিভির ব্যবস্থা নেই বলে পুর চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'বরাদ্দ পেলে নিশ্চয়ই শহরের সব ওয়ার্ডেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির ব্যবস্থা করতে পারি। তাহলে এই নিয়ম কার্যকর করার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে।'

১ জুলাই থেকে পাহাড়ের চারটি পুরসভা এলাকায় প্রকাশ্যে জঞ্জাল ফেলা, থুতু ফেলা, প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে নির্দিষ্ট হারে জরিমানা বা স্পট ফাইনের নিদান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দার্জিলিং শহরে এই নিয়ম কার্যকর হওয়ার দেড় মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। শৈলশহরের অবস্থার এতটুকু রদবদল হয়নি। ম্যাল রোড, গান্ধি রোড, রাজভবনের রাস্তা, ম্যালের চৌরাস্তা কোথাও ঘুরে নতুন বসানো একটা ডাস্টবিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। মহাকাল মন্দিরের রাস্তায় পুরোনো যে কয়েকটি ডাস্টবিন বসানো ছিল তার মধ্যে একাধিক ডাস্টবিন ভেঙে পড়ে রয়েছে। সেগুলিতে বাঁদর, বিড়াল মুখ ঢুকিয়ে খাবার খুঁজছে। যথারীতি ম্যালে বসে চা, জল পান করে মানুষ কাপ, বোতলগুলি পিছনের দিকে ঢিল মারছেন অথবা বেঞ্চের নীচে রেখে চলে যাচ্ছেন। চকবাজারেও বেশ কিছু জায়গায় খাবারের প্যাকেট, চিপসের প্যাকেট সহ অন্য র‍্যাপার পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। গোটা শহরে মানুষকে সচেতন করতে একটা ফ্লেক্স, ফেস্টুন পর্যন্ত নেই।

বিকেলে চৌরাস্তায় বসেছিলেন স্থানীয় হরিদাস হাট্টার বাসিন্দা সুমেধা তামাং। তিনি বললেন, 'সরকার তো অনেক কিছু করবে বলল। রাস্তায় আবর্জনা, থুতু ফেলা যাবে না। প্লাস্টিকের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কোথায় কী হল? এখনও তো একই পরিস্থিতি।' তাঁর আরও সংযোজন, ম্যাল, গান্ধি রোড, রাজভবনের আশপাশের এলাকা কিছুটা পরিচ্ছন্ন রাখা হলেও শহরের বাকি ওয়ার্ডগুলি আরও আবর্জনায় ভরা।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান। তাঁর জবাব, 'কোনও পদক্ষেপের জন্য আর্থিক তহবিল প্রয়োজন। আর্থিক বরাদ্দ এলে নিশ্চয়ই সমস্তকিছু করা হবে। ৩২টি ওয়ার্ডেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির ব্যবস্থা করা গেলে নিয়ম কার্যকর করতে সুবিধা হবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থাও এখানে নেই। আমরা এই জন্য একটা ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্যকে পাঠাব।'

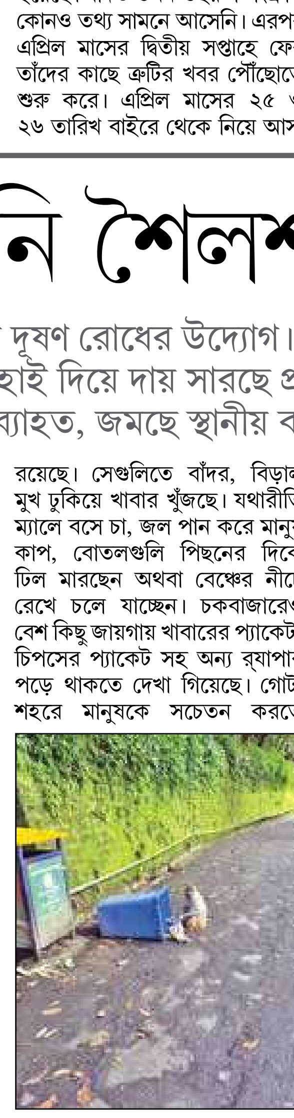

এভাবেই দার্জিলিং শহরে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। -সংবাদচিত্র

মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টল

এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্পের অধীনে

মালদা ডিভিসনের নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে **২৯টি 'এক স্টেশন এক পণ্য' (ওএসওপি)** স্টল বরাদ্দ করার জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা আবেদন আহ্বান করছেন। **ক্র নং, স্টেশন এবং যে তারিখ থেকে ফাঁকা হবে** তার বিবরণ নিম্নরূপ : (১) বড়হরওয়া, ০৮.০৯.২৬ (২) ভাগলপুর, ১৯.০৯.২৬ ও ২৩.০৯.২৬ (৩) ধুলিয়ান গঙ্গা, ২৪.০৮.২৬ (৪) গোড্ডা, ১০.১০.২৬ (৫) হাঁসডিহা, ১৬.১০.২৬ (৬) জামালপুর, ১৫.০৯.২৬ ও ১৭.০৯.২৬ (৭) জঙ্গীপুর রোড, ১০.১০.২৬ (৮) কহলগাঁও, ১৩.১০.২৬ (৯) মালদা টাউন, ০৯.০৯.২৬, ২৪.০৯.২৬ ও ০৭.১০.২৬ (১০) মন্দার হিল, ১১.১০.২৬ (১১) মির্জাচৌকি, ১৩.১০.২৬ (১২) নিউ ফরাক্কা ২৪.০৯.২৬ (১৩) নিমতিতা, ০৬.১০.২৬ (১৪) সবৌর, ১৩.১০.২৬ (১৪) সাহেবগঞ্জ, ০৫.১০.২৬ ও ০৬.১০.২৬ (১৫) শিবনারায়ণপুর, ১৬.১০.২৬ (১৬) সুজনী পাড়া, ২৮.০৮.২৬ (১৭) সুলতানগঞ্জ, ০৮.১০.২৬ (১৮) তিনপাহাড়, ১০.১০.২৬ (১৯) পীরপৈন্তী, ১৫.০৯.২৬ (২০) একচারী, ১০.১০.২৬ (২১) মুঙ্গের, ০১.১০.২৬ এবং (২২) বাঁকা, ১০.১০.২৬। এই এক স্টেশন এক পণ্য (ওএসওপি) স্টলগুলি **০২ মাসের জন্য** বরাদ্দ (অস্থায়ী ভিত্তিতে) করা হবে। একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা স্টেশনের জন্য একাধিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ২০২২-এর সিসি ১২ অনুযায়ী লটারি পদ্ধতির মাধ্যমে স্টল বরাদ্দ করা হবে। **পণ্যের শ্রেণী :** (ক) হস্তশিল্প/কারুশিল্প, (খ) বস্ত্র এবং তাঁত, (গ) ঐতিহ্যবাহী পোশাক, (ঘ) স্থানীয় কৃষিপণ্য/প্রক্রিয়াজাত/অর্ধ-প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। **যোগ্যতার মানদণ্ড :** (ক) ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্রাফ্টস, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডলুম অথবা উপযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা কারিগর/তাঁতি পরিচয়পত্রধারী। (খ) ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিআরআইএফইডি), ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএইচডিসি), খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন (কেভিআইসি) ইত্যাদিতে তালিকাভুক্ত/নথিভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ কারিগর/তাঁতি/ ক্র্যাফ্টসমেন। (গ) পিএমইজিপি (প্রাইম মিনিস্টার'স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম)-তে নথিভুক্ত সেল্ফ হেল্প গ্রুপ (ঘ) সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণি। ইচ্ছুক ও যোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ নথিপত্র (স্বপ্রত্যয়িত) ও যোগাযোগের নম্বর সহ আবেদন সংশ্লিষ্ট স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট/ম্যানেজার অথবা সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদার কার্যালয়ে জমা করতে পারেন। **ডাক ঠিকানা :** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, ঝলঝলিয়া রোড, মালদা টাউন, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০২, ই-মেল : **srdcmmldt@gmail.com**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফুলের বাঁধন।। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

সৈকতের ট্রলি ব্যাগ ঘিরে তুলকালাম

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : পুর বোর্ডের ভবিষ্যৎ যখন কার্যত সুতোয় ঝুলছে, ঠিক সেই চরম অস্থিরতার মধ্যেই চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের একটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে সোমবার উত্তেজনা তৈরি হল জলপাইগুড়ি পুরসভায়। এদিন দুপুরে একটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে সৈকত পুর ভবনে ঢুকতেই শোরগোল পড়ে যায়। অভিযোগ ওঠে, পদ হারানোর আশঙ্কায় পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও গোপন নথি লোপাট করতেই এই তোড়জোড়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুরসভায় পৌঁছে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশবাহিনী। একইসঙ্গে নথি পাচারের প্রতিবাদে পুর ভবন চত্বরে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি বাইরে ছিলাম, সেখান থেকে সরাসরি পুরসভায় এসেছি। ওই ট্রলি ব্যাগটি আমার নয়, আমার ছায়াসঙ্গী পল্টুর ব্যাগ। ট্রলির গায়ে স্পষ্ট করে পল্টুর নাম লেখাও রয়েছে।'

পুরসভার ডামাডোলের মাঝে সবচেয়ে বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে সৈকতের এই রহস্যময় পদক্ষেপ। রাজনৈতিক মহলের জোরালো প্রশ্ন, পুরসভা থেকে মাত্র ঢিল ছোড়া দূরত্বেই সৈকতের বাড়ি। সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িও রয়েছে। ভিনরাজ্য বা বাইরে থেকে ফিরে থাকলে তিনি সেই ট্রলি ব্যাগ সরাসরি নিজের বাড়িতে অথবা গাড়িতে না রেখে সোজা পুর ভবনে নিয়ে ঢুকলেন কেন?

পুরসভার কর্মীদের একাংশ থেকে এই খবর বাইরে আসতেই জলঘোলা শুরু হয়। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বুবাই কর বলেন, 'উনি বাইরে থেকে শহরে ফিরে সোজা পুরসভায় আসতেই পারেন। কিন্তু ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ট্রলি ব্যাগ নিয়ে পুর ভবনে ঢোকার কী প্রয়োজন ছিল? ওঁর সঙ্গে গাড়ি থাকে, ব্যাগটি গাড়িতে বা বাড়িতেও রাখা যেত। পুরসভায় এখন গভীর অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। তার ওপর অবৈধভাবে ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগের দায়ে ওঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। এই অবস্থায় পুরসভার গোপন নথি পাচার করতেই যে এই ট্রলি ব্যাগ আনা হয়নি, তার কী গ্যারান্টি আছে? গোটা পর্বটি পুলিশের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দেখা দরকার।'

- পুরসভায় ট্রলি ব্যাগ নিয়ে চেয়ারম্যানের প্রবেশ ঘিরে নথি লোপাটের আশঙ্কা
- ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও পুর ভবনে বড় ব্যাগ আনার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন
- ঘটনাস্থলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ, কড়া তদন্তের দাবিতে সরব বিরোধী বিজেপি

এদিকে, দলীয় অসন্তোষের ঝাঁঝও আছড়ে পড়েছে পুরসভায়। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় বলেন, 'আর মাত্র দু'দিন পরেই আস্থা ভোটের মিটিং ডাকা হয়েছে। দীর্ঘ সময় গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর হঠাৎ এই সন্ধিক্ষণে চেয়ারম্যানের পুরসভায় আসা এবং সঙ্গে ট্রলি ব্যাগ নিয়ে ঢোকা অত্যন্ত রহস্যজনক ও গভীর সন্দেহের।'

পুরসভা সূত্রের খবর, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা জমা পড়ার পর সৈকত দিনের পর দিন পুরসভায় আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী আস্থা ভোটের বৈঠক ডাকার জন্য চেয়ারম্যানের হাতে থাকা নির্ধারিত ১৫ দিনের সময়সীমা গত ১৪ তারিখেই পার হয়ে গিয়েছে। পরে দলমতনির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সাহস না পেয়ে তিনি বৈঠক ডাকেননি। ভাইস চেয়ারম্যান না থাকায় তাঁর অতিরিক্ত ৭ দিনের মেয়াদও অতিক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় অনাস্থার পক্ষে থাকা তিনজন কাউন্সিলার আগামী বৃহস্পতিবার আস্থা ভোটের আনুষ্ঠানিক সভা ডেকে ইতিমধ্যে সমস্ত কাউন্সিলারকে নোটিশ পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের শোকজ নোটিশেও স্পষ্ট যে পুর ভবনে প্রশাসক বসা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

এমনই চরম কোণঠাসা পরিস্থিতিতে এদিন দুপুরে চেয়ারম্যানের ছায়াসঙ্গী পল্টু সাহাকে বড় ট্রলি ব্যাগ হাতে সৈকতের চেম্বারে ঢুকতে দেখা যায়। অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশ পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। তবে সন্ধ্যায় সৈকত যখন পুরসভা ছেড়ে বের হন, তখন আর ট্রলিটি তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।

ফ্যান চুরি

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ি বাজার পোস্ট অফিসে চুরির অভিযোগ উঠল। টিনের অংশ কেটে ভেতরে ঢুকে দুটি ফ্যান চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে দু'মাসে তিনবার চুরি হল ওই পোস্ট অফিসে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সেখানে দায়িত্বে থাকা মৌসুমি সাহা। তিনি বলেন, 'বারবার এই ধরনের ঘটনা তো ঠিক নয়। পুলিশ ও প্রশাসনের দেখা উচিত।' মৌসুমির কথায়, 'শনিবার কাজ শেষে আমরা সবকিছু বন্ধ করে গিয়েছিলাম। সোমবার সকালে এসে রেকর্ড রুমে ফ্যান চালাতে গিয়ে দেখি, ফ্যান উধাও। পাশের রুমের ফ্যানও চুরি হয়েছে।'

মারধর

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই ব্যক্তির বাইকের সঙ্গে তরুণের বাইকের ধাক্কা লাগে। অভিযোগ, দামি বাইকের কথা বলে তরুণ ব্যক্তিকে মারধর করেন। এর প্রতিবাদ করেন পথচলতি মানুষ। এরপর তাঁদের সঙ্গেও তরুণের তর্কাতর্কি শুরু হয়। এর জেরে জংশন থেকে দার্জিলিং মোড় যাওয়ার রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তরুণ।

অসুস্থ হয়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সোমবার সকালে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মৃতের নাম মানু পাল। তিনি ফালাকাটার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ব্যক্তি বাস ধরার জন্য তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে মারা যান। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হবে বলে প্রধাননগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশের অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : অভিযুক্তদের ধরতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছিল পুলিশ। সেই ঘটনার পর সোমবার অ্যাকশন মুডে নামল শিলিগুড়ি থানা ও খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের যৌথ টিম। টিমে মহিলা পুলিশকর্মীরাও ছিলেন। এদিন পুলিশের টিম কয়লা ডিপোতে গিয়ে ওই দিনের ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলাদের চিহ্নিত করে। একাধিক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পাহাড়ে বিমলকে গুরুদায়িত্ব

দুর্নীতি নিয়ে নবান্নে শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে অজয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : একই দিনে পাহাড়ের দুই নেতা কলকাতায়। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড যখন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছেন, ঠিক তখনই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বললেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। সেখানেই পাহাড়ে শিল্পের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব বিমল গুরুংকে দেন শমীক। সোমবার রাতে সল্টলেকের বাড়িতে কয়েকজন শিল্পপতিকে নিয়ে শমীকের সঙ্গে দেখা করেন বিমল। পরে শমীক বলেন, 'আমি ওঁকে বলেছি, পাহাড়ে শিল্পের পরিবেশ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা আপনাকে দেখতে হবে।' বৈঠকের পর বিমল বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কাজ করছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসকদল বিজেপিও যাতে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করে, সেই দাবি রাজ্য সভাপতির কাছে রাখা হয়েছে।'

এ দিকে, পাহাড়ের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড। সদ্য শিলিগুড়িতে পাহাড় নিয়ে বৈঠক সেরে কলকাতায় ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই অজয়ের সঙ্গে এই বৈঠক ঘিরে পাহাড়ের রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিজেপির জোটসঙ্গী না হলেও অজয় এবং তাঁর পার্টি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত চায়। দার্জিলিংকে বাঁচাতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ চেয়েছেন অজয়। তিনি এদিন বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। তিনি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে শিলিগুড়িতে আসবেন। সেই সময় আবার আলোচনা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।' অন্যদিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এদিন কলকাতায় গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির কাছে নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে বিজেপির জোটসঙ্গীদের নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পাহাড় ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছে। সেদিন বৈঠকে ডাক না পাওয়ায় অজয় বলেছিলেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করতে চাইলে এখানকার সব রাজনৈতিক দলকে নিয়েই বৈঠকে বসতে হবে।'

সেই অজয় এদিন নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে তিনি জিটিএ-তে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ, ত্রাণ বণ্টন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তদন্ত চেয়েছেন। অজয়ের বক্তব্য, 'দার্জিলিং শহরে অবাধে বহুতল তৈরি হচ্ছে। প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত দার্জিলিংয়ে এভাবে বহুতল তৈরি হওয়ায় বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে।' অজয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, দার্জিলিং পুরসভায় তাঁরা ক্ষমতায় থাকাকালীন বহুতল নির্মাণে রাশ টানার চেষ্টা করেছিলেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চক্রান্ত করে তাঁদের বোর্ড থেকে সরিয়ে দিয়ে আবার বহুতল তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সরকার যাতে দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করে, সেই দাবি তুলেছেন অজয়।

এ ছাড়া পাহাড়ে জল জীবন মিশন প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং তার জেরে মানুষের ঘরে যে পানীয় জল পৌঁছায়নি, সেটাও অজয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক পুরসভার সম্পত্তি বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। অজয়ের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটি দাবি ভালোভাবে শুনে প্রাথমিকভাবে জিটিএ-র প্রধান সচিবকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।'

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে অজয় এডওয়ার্ড (উপরে)। সল্টলেকে শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে বিমল গুরুং। সোমবার।

এ নিয়ে অনীত থাপার দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'জিটিএ-তে গত চার বছরে যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে রাজ্য সরকার তদন্ত করে বের করুক।' জল জীবন মিশন প্রকল্পে যেভাবে বরাদ্দ এসেছে, ঠিক ততটুকুই কাজ হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

এ দিনই কালিম্পংয়ে জিটিএ-র প্রাক্তন চিফ এগজিকিউটিভ তথা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা বলেছেন, 'বিজেপি বারবার গোর্খাল্যান্ডের আশ্বাস দিয়ে পাহাড়ের ভোট নিয়েছে। আমি শুনেছি, শনিবারের বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাংলা ভাগ হবে না। তাহলে পাহাড়ে বিজেপির জোটসঙ্গীরাই মানুষের সামনে সত্যিটা বলুন।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরাও গোর্খাল্যান্ড চাই। সেই দাবিতে রাস্তায় নামতে প্রস্তুত।'

সাংবাদিক বৈঠকে অশোক ভট্টাচার্য।

ষষ্ঠ তফশিলের পক্ষে সওয়াল অশোকের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে বিজেপি প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ তুললেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। সোমবার দলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অশোক বলেন, 'বিজেপি পাহাড়ের মানুষের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে। ২০০৯ সাল থেকে একাধিক লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কিছু করেনি।' ষষ্ঠ তফশিলকে ভিত্তি করে একটি অটোনমাস কাউন্সিল তৈরি করাই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলে দাবি অশোকের। প্রসঙ্গত, পাহাড় সমস্যা সমাধানে সিপিএম বরাবর ষষ্ঠ তফশিলের পক্ষে।

> বিজেপি পাহাড়ের মানুষের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে।
>
> **অশোক ভট্টাচার্য**
> প্রাক্তন মন্ত্রী

বাম আমলে ২০০৫ সালে সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে সইও করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু পরবর্তীতে বিমল গুরুংদের উত্থানে সেই ষষ্ঠ তফশিল হিমঘরে চলে যায়।

শনিবার শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি অখণ্ড বাংলার কথা বলে অন্য সমস্ত দাবি মানার পক্ষে মত দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে অংশ নেওয়া দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে, কোন পথে সেই সমাধান হবে তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের উপ-উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অশোকের মতে এটা কোনও প্রশাসনিক কমিটি নয় বরং রাজনৈতিক কমিটি। তিনি বলেন, 'আমরা চাই দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা হোক। শুধু বিজেপি বা তাদের জোটসঙ্গীদের নিয়ে নয়।'

অশোক এদিন পাহাড় সমস্যা মেটাতে সর্বোচ্চ অটোনমির দাবি জানিয়েছেন। স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিল কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে তিনি 'ভারতীয় সংবিধানে স্বশাসন এবং ষষ্ঠ তফশিল' শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর রামকিঙ্কর হলে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই বইয়ের উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন এই বাম নেতা। অশোকের বক্তব্য, 'স্বশাসিত কাউন্সিলের কাজকর্ম দেখা এবং বোঝার জন্য বইটি লেখার আগে আমি গত দু'বছরে প্রায় ১০টি অটোনমাস কাউন্সিল ঘুরে দেখেছি।' এদিনের বৈঠকে তিনি তাঁর নাগাল্যান্ড ভ্রমণের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর সংযোজন, 'অটোনমাস কাউন্সিল অনেক বেশি শক্তিশালী।'

নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পঞ্চায়েত

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক অগ্রগতির মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। ফল জানা বাকি। মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, দেখা যাচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে কর সংগ্রহে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। ফলে নিজস্ব তহবিলে খুব বেশি টাকা জমেনি বহু গ্রাম পঞ্চায়েতেই।

অগ্রগতির মূল্যায়নে বেশ কয়েকটি মাপকাঠির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিবার কর সংগ্রহ বৃদ্ধি করা। কিন্তু তাতে মহকুমার পঞ্চায়েতগুলি পিছিয়ে পড়লে রাজ্যের ক্রমতালিকাতেও তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। তবে ফলাফল বের হলেই পঞ্চায়েতগুলি কোন স্থানে রয়েছে, তা স্পষ্ট হবে। ২০২৫ সালে যে ফল বেরিয়েছিল, তাতে মহকুমার তিনটি পঞ্চায়েত (পাথরঘাটা, চম্পাসারি এবং আঠারোখাই) কর সংগ্রহের নিরিখে রাজ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছিল। তা ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের হিসেব ধরে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তারপর থেকে পঞ্চায়েতগুলিতে অনলাইনে কর সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ায় জটিলতা থাকায় অনেক পঞ্চায়েত অনলাইনে কর সংগ্রহ সঠিক সময়ে চালু করতে পারেনি। ফলে বিগত বছরের তুলনায় নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া স্বাভাবিক। নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়লে বার্ষিক অগ্রগতির মূল্যায়নেও সার্বিক পারফরমেন্স কমে যেতে পারে বলে জানাচ্ছেন আধিকারিকদের অনেকে। তবে মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিক বলেছেন, 'বার্ষিক অগ্রগতির মূল্যায়ন শুধু নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি দিয়েই যাচাই করা হয় না। আরও একাধিক বিষয় দেখা হয় তাতে। সব মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ভালো পারফরমেন্স করতেই পারে।'

বার্ষিক অগ্রগতির মূল্যায়নে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প তৈরি ও তা আপলোড হল কি না, তা দেখা হয়। টাকার খরচ সঠিক সময়ে হয়েছে কি না এবং মোট বরাদ্দের কত শতাংশ খরচ হয়েছে, সেটাও দেখা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের নিরিখে কোনও ত্রুটি থাকলেও তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। তবে এবার রাজ্যে বিধানসভা ভোটে বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল। অনেক নিয়ম

কর সংগ্রহে ধাক্কা

পালনে পিছিয়ে পড়েছিল বেশ কিছু পঞ্চায়েত। সেই প্রভাব অগ্রগতির মূল্যায়নে পড়া স্বাভাবিক।

তবে মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'বেশিরভাগ পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। রাজ্যে পালাবদলের পরে তৃণমূলের প্রধানরা স্ব-ইচ্ছায় কাজ করছেন না। তাতে উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটছে।' তিনি বলছেন, 'পরিস্থিতি অনেকটাই সামাল দিয়েছে প্রশাসন। দ্রুততার সঙ্গে কাজ হচ্ছে। আগামীদিনে নিজস্ব তহবিলও বৃদ্ধি করতে পারবে পঞ্চায়েতগুলি।'

তৃণমূলের তরফে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'নাগরিক পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। তৃণমূলের প্রধানদের কাজ করতে না দেওয়ার কারণেই হয়তো নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি পায়নি।'

মাদক সহ ধৃত তরুণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের যাত্রীবাহী বাসে করে মাদক পাচারের ছক বানচাল করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর মোড়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ আব্দুর রহমান। তিনি মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রের খবর, কালিয়াচক থেকে প্রচুর পরিমাণ মাদক নিয়ে আব্দুর যাত্রীবাহী বাসে চেপে শিলিগুড়ির দিকে আসছে বলে গোপন সূত্রে খবর পৌঁছায়। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘোষপুকুর মোড়ে ওঁত পেতে বসেন এসটিএফ আধিকারিকরা। নির্দিষ্ট বাসটি আসতেই সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালালে ওই মাদক উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

শিলিগুড়িতে চিহ্নিত ২০ হাজার গাড়ি, বাইক

রোড ট্যাক্স উদ্ধারে নোটিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য সরকারের আয় বাড়াতে বকেয়া রোড ট্যাক্সে নজর দিল পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে রাজ্যের সব জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিককে (আরটিও) সংশ্লিষ্ট জেলার আওতায় থাকা গাড়ি ও বাইকগুলোর মধ্য থেকে একটি তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোড ট্যাক্স বকেয়া ফেলা গাড়ি ও বাইকগুলোকে সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। সেই মতো প্রতিটি জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিককে (এআরটিও) তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। সেই তালিকা হিসেবে প্রতিটি গাড়ি ও বাইকচালকের বাড়িতে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, নোটিশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার পরেও কেউ গাড়ি বা বাইকের কর দিতে না পারলে প্রয়োজনে সেই গাড়ি বা বাইক বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় এই

সঠিক সময়ে রোড ট্যাক্স দেওয়ার বার্তা ফ্লেক্সে।

সংক্রান্ত তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি এআরটিও অফিস সূত্রে খবর, প্রাইভেট গাড়ি ও বাইক মিলিয়ে এ ধরনের ২০ হাজার যানবাহন চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই তালিকা আরটিও-র মাধ্যমে পরিবহণ দপ্তরে পাঠানোও হয়েছে। সব মিলিয়ে, বকেয়া রোড ট্যাক্সের অঙ্ক প্রায় কোটি টাকার ওপর বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর। কলকাতা থেকে নোটিশ চলে আসার পর আগামী সপ্তাহ থেকেই পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নোটিশ পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এআরটিও অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই যানবাহনগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকজন অফিসারেরও গাড়ি রয়েছে। অনেকের গাড়ি ও বাইকের ৫ বছর, কোনও ক্ষেত্রে আবার ১০ বছরের রোড ট্যাক্স বকেয়া পড়ে আছে। পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'রোড ট্যাক্সের অঙ্ক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। গাড়ির ভ্যালুয়েশনের সাড়ে ৫ শতাংশ হিসাবে রোড ট্যাক্সের ৫ বছরের অঙ্ক ধার্য করা হয়। লাইফটাইম করলে অবশ্য সেই শতাংশে কিছুটা ছাড় থাকে। একই হিসেব বাইক ও স্কুটারের ক্ষেত্রেও।'

রোড ট্যাক্স সময়মতো না দিলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চড়া ফাইনও যুক্ত হতে থাকে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, দশ বছর ধরে রোড ট্যাক্স দেওয়া হয়নি, এমন অনেক গাড়িতে এখন রোড ট্যাক্স রিনিউয়াল করতে হলে ফাইন মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকার ট্যাক্স দিতে হবে। কিছু কিছু দামি বাইকের ক্ষেত্রেও ফাইনের পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশি হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এত পরিমাণ গাড়ি ও বাইক রোড ট্যাক্স ছাড়া চলছে কীভাবে? পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'আসলে অনেকে রোড ট্যাক্স দেওয়ার ব্যাপারে সেভাবে সচেতনই নন। পুলিশ প্রশাসনের ফাইনের ক্ষেত্রে বিমা ও পলিউশনের বিষয়টাই বেশি করে সামনে আসায় সে ব্যাপারটাই বেশি প্রচার হয়েছে।'

জখম পা নিয়ে ১৪ কিমি পাড়ি দিল দাঁতাল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৪ অগাস্ট : বাঁ পা ফুলে ঢোল। মাথায় আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাগডোগরা জঙ্গল থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে টুকুরিয়া রেঞ্জের ইউসিসি জঙ্গলে পাড়ি দিল এক মাস আগে সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে জখম পূর্ণবয়স্ক মর্দা দাঁতাল।

কার্সিয়াং বন বিভাগ জানিয়েছে, রবিবার রাত থেকে হাতিটি পথচলা শুরু করে। ইউসিসি জঙ্গলে যখন সে পৌঁছায় তখন সোমবার সকাল। যাতায়াতের সময় সাবধানী পায়ে রাস্তা পেরোতে দেখা যায় হাতিটিকে। তার হাঁটা এখনও স্বাভাবিক হয়নি। কষ্ট করে একপ্রকার পা টেনে টেনে সে হাঁটছিল। বোঝাই যাচ্ছিল পায়ে অসহ্য ব্যথা রয়েছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও হাতিটির পায়ে সংক্রমণ রয়েছে। রক্ত পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও কম।'

খাবারের সন্ধানে হাতির কাছে জঙ্গলের মধ্যে প্রতি ২০-২২ কিমি পথ হাঁটা জলভাত ব্যাপার। কিন্তু এই অসুস্থ হাতিটি কেন এত পথ পাড়ি দিল, তা নিয়ে চিন্তায় বন দপ্তর। এখন টুকুরিয়া রেঞ্জ, বাগডোগরা রেঞ্জ এবং এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের কর্মীরা তার ওপর নজর রাখছেন।

টুকুরিয়া রেঞ্জের ইউসিসি জঙ্গলের পথে চলেছে হাতি।

সঠিক চিকিৎসা করে হাতিটিকে সুস্থ করে তোলার দাবি তুলেছে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন।

জঙ্গলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং সঙ্গিনীর মন জয়ে মর্দা হাতিদের মধ্যে লড়াইয়ের ঘটনা প্রকৃতির নিয়ম। সেরকমই গত ২০ জুলাই সঙ্গিনী দখল নিয়ে দুই দাঁতালের মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের সাক্ষী ছিল বাগডোগরা জঙ্গল। ওই জঙ্গলের ট্রি অ্যান্ড পিকনিক স্পট এলাকায় গুরুতর জখম অবস্থায় দাঁতালটি বনকর্মীদের নজরে পড়ে। সুকনা বন্যপ্রাণী বিভাগ ও বাগডোগরা রেঞ্জ ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে হাতিটির নিবিড় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এরপর থেকে দাঁতালটি বাগডোগরা জঙ্গলেই ছিল। খাবারের সন্ধানে অল্পবিস্তর হাঁটাচলা করত। বনকর্মীরা নজরদারি করতেন। আচমকা সংঘর্ষের এক মাস পর সে এক জঙ্গল থেকে একেবারে অন্য জঙ্গলে পাড়ি দিল।

এর আগে গত এপ্রিল মাসে বাগডোগরা জঙ্গলে এক দাঁতাল ও এক মাকনার মধ্যে সঙ্গিনী দখল করা নিয়ে তুমুল লড়াই হয়। দুইদিন ধরে লড়াই চলে। এরপর মাকনা হেরে গিয়ে বাগডোগরা জঙ্গল ছেড়ে কলাবাড়ি জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। গত বছর বাগডোগরা জঙ্গলেও এক দাঁতাল ও এক মাকনার মধ্যে লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত মাকনার মৃত্যু হয়। তাই এই হাতিটির ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবনায় বন দপ্তর।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate & District Collector
District: Dakshin Dinajpur, Balurghat
Email: spl.lao.dd.blg@gmail.com

NOTICE INVITING REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
RFP Notice No: DD/LA-RAIL/BG-LINE/2026/01
Date: August 14th, 2026

The **District Magistrate & Collector, Dakshin Dinajpur** invites sealed **Single-Stage Two-Packet System (Technical & Financial)** electronic proposals from reputed, registered, and specialized technical agencies for providing end-to-end services in **Digital Land Surveys, Boundary Mapping, Comprehensive Land Acquisition Liaison Activities etc.** for the construction of the proposed **Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project.**

1. Disclaimer & Project Overview
The Government of India (Ministry of Railways) has sanctioned the alignment of the **Buniadpur Kaliyaganj New Rail Line Project.** To expedite execution, the District Administration of Dakshin Dinajpur is tasked with acquiring the required land parcels under The Railways Amendment Act, 2008
• **Project Name: Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project**
• **Total Linear Length: 22.385 Kilometres** (within Dakshin Dinajpur district boundaries)
• **Total Target Acquisition Area: 301.041 Acres** (approximate)
• **Geographical Coverage: 31 Mouzas** spanning across designated community development blocks.
• **Time Frame: 15 months.**

2. Schedule of Bidding Process

Event	Date & Time
Date of Issue of RFP Document	August 17th, 2026 at 11am
Last Date & Time for Online Bid Submission	September 7th, 2026 at 3 pm
Opening of Technical Packets (Cover 1)	September 9th, 2026 at 3 pm
Opening of Financial Packets (Cover 2)	To be announced post-technical evaluation
Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD)	10,00,000/- (Ten Lakhs only) via online net banking/NEFT

3. Scope of Work (SOW)
THE SCOPE OF WORK AND DELIVERABLES FOR THE SELECTED AGENCY(AGENCIES)
a. Collection and Preparation of Base Maps
• Collection of hardcopy Land Acquisition Proposal (LAPs) Map from the concerned department.
• Collection of Land Acquisition (LA) case wise relevant data from the concerned department.
• Procurement of corresponding mouza maps (LR) from District Land & Land Reforms Office.
• Superimposing with proper Georeferencing and Digitizing of LOA on corresponding mouza maps (LR) and extraction of proposed acquire area.
• Identification and verification of proposed alignment corridor on available maps.
b. Layout of proposed alignment
• Alignment of LAPs will be lying in proper field as per LAPs map and as per provided Coordinates.
• Demarcation of the alignment by CC pillars at regular interval of 20 m.
• Verification of demarcation jointly with revenue authorities and railway representatives.
• Preparation of alignment strip plans (scale as required, e.g., 1:2000 or 1:4000).
• Submission of soft copies (GIS-ready shapefiles, KML/KMZ, and CAD Dwg, etc.) and hard copies (maps, drawings, tabulations).
c. Preparation of PIR
d. List of plots with ownership details
• Plot to plot survey within the alignment to identify the affected land owners, bargadars and evictees with their respective share of area as per LAPs.
• Collection of necessary documents from the owners, bargadars and evictees.
• Preparation of Plot Index and Land Schedule in form 2C.
• Preparation of Draft Notification u/s 20A in requisite format for 12 mouzas.
e. Cost estimation
• Preparation of Rate report for determination of market value of land as per LA act on the basis of sale deeds collected from concern ADSR.
• Measurement of structures, trees etc. for assessment cost.
• Preparation of Estimate u/s 20F.
f. Preparation of Draft Declaration u/s 20E in requisite format for 21 mouzas.
g. Award
• Preparation of calculation sheet as per approved 20F estimate.
• Preparation of award statement and CC Voucher for disbursement of compensation among the awardee's u/s 20H.
h. Possession
• Preparation of possession certificate.
• Demarcation of acquired land.
• Preparation of final LA Plan.
i. Total Deliverables

Sl. No.	Deliverable Description	Format	Remarks
1	Layout of LAPs	Physical	31 Mouzas
2	PIR	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
3	Plot index, Land schedule and Draft notification	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
4	List of plot to plot affected land owners, bargadars and evictees with their respective share of area	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
5	Rate report and Estimate	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
6	Draft Declaration	Hardcopy/Softcopy	21 Mouzas
7	Calculation sheet, Award statement and CC voucher	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
8	Possession certificate	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
9	Demarcation of acquired land	Physical	31 Mouzas
10	Demarcation Pillar Report Location, GPS coordinates, type, and photo of each demarcation pillar/peg installed	Hardcopy/Softcopy	31 Mouzas
11	Final LA Plan-Alignment Strip Maps - Linear representation of centreline and land acquisition boundary over topographic/cadastral background	Hardcopy (A1) & CAD/PDF	31 Mouzas
12	Digitized Cadastral Maps Geo-referenced and digitized cadastral boundaries (CS/RS/LR)	Shapefile, PDF	31 Mouzas
13	GIS Database Layers: centerline, land acquisition boundary, plots, pillars, features	Shapefile, KML, GDB	31 Mouzas
14	CAD Drawings Alignment and acquisition limits in engineering drawing format	DWG, DXF	31 Mouzas
15	Google Earth Overlay Visual layer for land acquisition corridor (with key attributes)	KML/KMZ	31 Mouzas
16	Final Project Report Consolidated documentation of all technical processes, maps, results, and certifications	Hardcopy & PDF	31 Mouzas

4. Minimum Eligibility Criteria
A scanned copy of following documents must be uploaded at the time of submission of Bid
• Income Tax return of the firm for the last three financial years.
• GST registration certificate of the firm.
• PAN of the firm/company/ proprietor.
• Valid Trade License of the firm.
• Experience in the relevant field e.g. similar alignments or land acquisition facilitation surveys for linear transport corridors (Railways, National Highways, Expressways, or major pipelines) executed satisfactorily during last three Year.
• In case of firms/ company where there is more than one partner, Bid must be signed by each partner or member or by the person holding the legal Power of Attorney on behalf of other partners/members of the firm. In the latter case a copy of the Power of Attorney attested by a Gazetted Officer must be submitted with the Technical Bid.
• The Bidders must submit this Bid documents duly signed by the authorized representative of the Bidders.
• The Bidders shall have to furnish an affidavit on Non-Judicial Stamp paper of proper value duly attested by a Notary Public indicating that he/she has not been debarred blacklisted by any Department/ Board Corporation of Govt. of India or of any Central / State Govt. or any PSU. The affidavit must be prepared issued after the publication of this Bid on portal.
• The Bidders must submit an Address proof of his fully functional registered office.
• The bidders shall have in their full-time engagement experienced technical personnel, of Full Squad for Land Acquisition work with the sufficient knowledge of LOA/Notification/Declaration/Award/Possession, for example with experience equivalent to Addl. LAO (Government service retired) and at least two persons with experience equivalent to Asst. LAO (Government service retired) and at least two persons with experience equivalent to Revenue Inspector (RI) (Government service retired) / Revenue Officer (RO) (Government service retired), Amins & Surveyors (Government service retired). Authenticated documents in respect of qualification and engagement shall be furnished for Technical Evaluation.
5. Submission Protocols
• Bids must be securely uploaded through the official portal of https://tenders.wb.gov.in No physical, hardcopy or emailed packets will be evaluated during the initial opening.
• Packet 1 (Technical Cover): Must include EMD confirmation receipt, registration certificates, audited balance sheets, previous project completion letters, and scanned resumes of mapping experts, end to end planning.
• Packet 2 (Financial Cover): Must contain the completed Bill of Quantities (BOQ) sheet, quoting an all-inclusive cost (per Acre basis) net of relevant central/state taxation structures.

6. Weightage For Technical Evaluation: Total Score: 50

1) Annual Turnover	Maximum 20	
	Turn over more than 2 Crore /Year (for last three years): 20	
	Turn over more than 1-2 Crore/Year (for last three years): 15	
	Turnover 50 lakh to 1 Crore/Year (for last three years): 10	
2) Similar Land Acquisition Experience:	15	
3) Other Survey related Work Experience:	10	
4) Planning for completion of work:	05	

• Bidders securing a minimum 70% Marks in Technical Evaluation will only be considered for Financial Bid evaluation.
7. RIGHT OF THE TENDER INVITING AUTHORITY
i. Right to Accept/reject of the Tender
• The acceptance of the tender will rest with the accepting authority and does not bind the accepting authority to accept the lowest bid.
• The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to accept or reject any bid, and to annul the tender process and reject all bids at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligation to inform the affected bidder or bidders of the grounds for the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project's action.
• The Tender Inviting Authority reserved the right for seeking extension of offer validity from the successful Bidder. Acceptance of such request offer is however optional to the Bidder. The Tender Inviting Authority reserves the right to modify and amend any of the stipulated conditions/criteria depending upon the project priorities vis-a-vis urgent requirements. The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project makes no commitments, explicit or implicit, that this process will result in a business transaction with anyone.
• This RFP does not constitute an offer by the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project. The bidder's participation in this process may result in the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project selecting the bidder to engage in further discussions and negotiations towards execution of a contract. The commencement of such negotiations does not, however, signify a commitment by the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project to execute a contract or to continue negotiations.
• The entire work will be done under the direct supervision of the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project, WB or any officer nominated by the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project. The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project will have the right of inspection of the working facility of the agency and the agency should implement any instructions relating to acquisition process.
ii. Right to Terminate the Contract
The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to terminate the contract in case there is any material breach of contract by the selected bidder.
• In the event of failure to adhere to the delivery job/work schedule, the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project shall have the right to terminate the contract with the selected bidder and get the job done or performed from alternate sources at the risk and cost of the tenderer and the excess expenditure incurred on account of this shall be recovered from performance security bank guarantee and/or pending bills.

iii. Right to distribute the work among multiple vendors
The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to divide the area of interest into more than one zones (considering the strength of the bidder to complete the assignment within the stipulated timeline without compromising on the quality) and assign the same to separate bidders/consortiums at the lowest rate received during the bid process subject to acceptance of the same by the next in-line bidders in the post-evaluation ranking. In such case, individual contracts would be executed between the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project and all such bidders /consortiums.
iv. Right to Negotiate signing
The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to further negotiate the rate with the selected bidder(s) prior to signing of the contract.

By Order of the District Magistrate/Competent Authority for Land Acquisition
(Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project)
District: Dakshin Dinajpur, West Bengal

‘দুধ’ বিতর্কে প্রাক্তন ও বর্তমান

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ফুটপাথে মহিলাকে দুধ গরম করতে দেখে মেজাজ হারিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর ‘মানবিকতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমাজমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় জারি। বিতর্কের আবহে একাধিকবার সাফাই দিতে শোনা গিয়েছে মন্ত্রীকে। এবার এই ঘটনায় অগ্নিমিত্রার অমানবিক আচরণের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জবাবে প্রাক্তনের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

সোমবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে ফেসবুক লাইভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ উগরে বলেন, ‘আগে মানবিক হওয়ার চেষ্টা করুন তারপর দানবিক হবেন। দানবিকতার কোনও ক্ষমা নেই। কী করেছেন আপনারা! একটি ছোট্ট দুধের শিশুর জন্য অসহায় মা দুধ ফোটাচ্ছেন, তাঁর থাকার জায়গা নেই। তা ফেলে দিতে আপনাদের গায়ে লাগে না? গরিব হওয়া তো অপরাধ নয়! দরিদ্র মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে এভাবে ধমক দেওয়া অমানবিক। মনে রাখবেন মায়ের অভিশাপ, বড় অভিশাপ।’ এখানেই থেমে না থেকে অগ্নিমিত্রাকে নাম না করে মানবিকতার পাঠও পড়ান মমতা। ফুটপাথবাসী পরিবারের পাশে থেকে মমতার বার্তা, ‘যদি পরিবারটি মনে করে আমি বা আমার দলের সহকর্মীরা পরিবারটির দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। আমাদেরই কোনও সহকর্মীর বাড়িতে আমি তাঁদের থাকা, শিশুদের পড়াশোনা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।’

এপ্রসঙ্গে পালটা খোঁচা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কটাক্ষ, ‘ওই মহিলাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন। তবে মহিলা রাজী হলে তবে তো।’ মমতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমি তো দেখলাম হালিশহরে তৃণমূল কাউন্সিলারই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন না। আমার সঙ্গে দেখা করে, বিচার চাইলেন। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের ১০ লক্ষ টাকা নিলেন। চাকরির জন্য বায়োডাটা পাঠালেন। ওঁর প্রতি নিজেদের লোকেরাই কনফিডেন্স রাখছেন না।’

লাইভ ভিডিও করে সুর নরম মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

প্রাক্তন ও বর্তমানের এই বাকযুদ্ধের মধ্যে এদিন সকালে ফেসবুকে একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে নিজের কাজের সাফাই দিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘আমার চিৎকার করে বলা হয়তো উচিত হয়নি, আরেকটু নরম করে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল।’ তারপরেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, ‘সবাই রাজনীতির আগুনে রুটি সেঁকেছে।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে?’ একইসঙ্গে মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অগ্নিমিত্রার সাফ কথা, ‘যাঁরা বাংলাকে শেষ করেছে, তাঁদের কাছ থেকে মানবিকতা শিখতে হবে না।’

গুন্ডা দমন আইন কার্যকর

নাগরিক শংসাপত্র দেওয়া শুরু রাজ্যে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ আগস্ট : রাজ্যে হিন্দু শরণার্থীদের সিএএ (পৌরত্ব সংশোধনী আইন) শংসাপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর রুখতে কড়া ‘গুন্ডাদমন আইন’ এর একটা অংশ কার্যকর হল বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের হাতে শংসাপত্র হস্তান্তরের ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা স্বয়ং সেই গেজেট বিজ্ঞপ্তির কপি তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই দ্রুত সিএএ বাস্তবায়ন হবে। আজ সেই প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করলাম।’ তিনি যোগ করেন, এর আগে রাজ্য থেকে ২৩ হাজার হিন্দু শরণার্থী ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এই শংসাপত্র পেয়েছেন। এখন কেন্দ্র থেকে পূর্ণ অধিকার মেলায় শুনানির মাধ্যমে শীঘ্রই আরও ২ লক্ষ ৭ হাজার আবেদনকারীকে এই শংসাপত্র তুলে দেবে রাজ্য সরকার।

নাগরিকত্ব বার্তার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নয়া প্রশাসনিক রুল জারির ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার থেকেই রাজ্যে গুন্ডাদমন আইনের একটি অংশ কার্যকর হল। নবান্ন থেকে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। কার্যকর হওয়া ‘গুন্ডাদমন আইনে’র নতুন রুল অনুযায়ী, এখন থেকে আন্দোলন বা বিক্ষোভের নামে সরকারি সম্পত্তি, থানা কিংবা পরিবহণ মাধ্যমে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হলে হামলাকারীদের কাছ থেকে সুদে-আসলে ৩ গুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

সাম্প্রতিককালে ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জ, মোথাবাড়ি ও সাঁতরাগাছির বাসে অগ্নিসংযোগ ও অশান্তির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী সতর্কবার্তা দেন, ‘সরকারি সম্পদের কোনও ক্ষতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি পয়সা অভিযুক্তদের থেকে উসুল করা হবে।’ এই আইনের আওতায় আগাম ১২ মাসের ‘প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট’ বা প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারের বিধান থাকা দ্বিতীয় অংশটি আপাতত রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন।

ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোলি শস্য ডায়মন্ড হারবারে। সোমবার। -পিটিআই

অ্যাকাউন্ট ফিরে পেলেন অভিষেক

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : বিদেশ যাত্রার আগে নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফিরে পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফের চালু করে দেওয়া হয়েছে। ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড সক্রিয় করা হয়েছে। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এই ধরনের পদক্ষেপে সতর্ক করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তিনি বলেন, ‘শুধু অভিষেক নন, যে কোনও গ্রাহকের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আগে জানানো উচিত। আগে বলা উচিত, কেওয়াসি করুন না হলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। সরাসরি ফ্রিজ করে দেওয়া কোনও সমাধান নয়।’

এদিন অভিষেকের আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, অভিষেকের ছবিই তোলা হয়নি। আরবিআইয়ের গাইডলাইন মেনে কাজ করল না কেন ব্যাংক। এই হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপদস্ত করতে চায়নি ব্যাংক।

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে কতগুলি এফআইআর এখনও পর্যন্ত করা হয়েছে, তা জানতে চেয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তকে রিপোর্ট দিয়ে এই বিষয়ে জানাতে হবে আদালতে। জমি দুর্নীতিতে সুমিতের আগাম জামিন সংক্রান্ত মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ৩১ অগাস্ট শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এফআইআর খারিজ নিয়ে মামলা ১০ সেপ্টেম্বর শুনবে হাইকোর্ট। ততদিন পর্যন্ত সুমিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ।

দাবি খারিজ

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : বাংলার বহু স্কুলে শিক্ষক থাকলেও নেই পড়ুয়া। কেন্দ্রের ইডিআইএসই প্লাস পোর্টালে সম্প্রতি ধরা পড়েছে সেই ছবি। যদিও সোমবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই দাবি খারিজ করলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। তাঁর দাবি বেশ কিছু বেসরকারি স্কুল প্রয়োজনীয় তথ্য পোর্টালে আপলোড না করায় তথ্যগত অসংগতি তৈরি হয়েছে। মন্ত্রীর বক্তব্য, ‘সরকারি স্কুলগুলির জন্য এই তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক। তবে বেসরকারি স্কুলগুলি তথ্য আপলোড না করায় এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। আমরা চাইছি স্কুলগুলি দ্রুত তাদের বিস্তারিত তথ্য আপলোড করুক, যাতে বাংলার ছবিটা সামগ্রিকভাবে ভালো দেখায়।’

যাদবপুর কাণ্ডে গ্রেপ্তার শূন্য

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : যাদবপুর কাণ্ডের ৫ দিন পরেও গ্রেপ্তারি শূন্য। বরং যাঁরা ভাঙচুর করল, আগুন জ্বালাল, প্রতীক ভাঙল, তাঁদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করলেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তা এড়িয়ে টেনে আনলেন ‘কিষেনজি’ প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ‘যাদবপুরের আর্টস হস্টেলে কিষেনজিকে রেড স্যালুট দেওয়া হচ্ছে।’ এদিন সেই দাবির সমর্থনে ভিডিও ক্লিপিংস নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘রাষ্ট্রবাদ বিরোধী এই ধরনের কার্যকলাপ চলবে না।’ এই ব্যাপারে উপাচার্যের কাছে এই ভিডিও ক্লিপিংস পাঠিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পালটা সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘কিষেনজি চেয়েছিলেন মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে। সেই তৃণমূলেরই নেতা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। উনি বরদাস্ত করার কে?’ সংঘর্ষের বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘যাদবপুরে কিছু হয়নি। সব স্বাভাবিক রয়েছে।’ কিন্তু ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ স্লোগান তুললেই কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি যাঁরা বলছে, তাদের মুখ সেলাই করার দায়িত্বটা আমাদের।’

আর্জি শুনল না কোর্ট

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : নদিয়ার সার্কিট হাউস ছাড়ার নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও এখনই অস্বস্তি কাটল না কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন খারিজ করেছে শীর্ষ আদালত। মহুয়ার অভিযোগ, ঘটনাটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিষয় জড়িত রয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়। তাই নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক।

যদিও এদিন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে স্বস্তি পেয়েছেন মহুয়া। সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল মহুয়ার বিরুদ্ধে। আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা অমান্য করায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

মউ-এর প্রস্তুতি

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার ভোলবদল করতে এনসিইআরটি-র সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করবে রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তর। সেইসঙ্গে ২০২৮ সালে নতুন পাঠক্রমের জন্য বই তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যাবে এনসিইআরটি-কে। সোমবার নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশনে সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে আয়োজিত এক ওয়ার্কশপে একথা জানিয়েছেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। এই কাজে এনসিইআরটি অনুমোদিত ‘ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক’-কেই(এনসিএফ) সামনে রেখে এগোনোর কথা জানান তিনি।

এদিন বিভিন্ন জেলার ডিআই ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের জন্য একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে শিক্ষানীতি প্রণয়নে তাঁদের ভূমিকা কী হবে, সেই বিষয়ে তাঁদের ওয়াকিবহল করা হয়। মন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, ‘জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। আমরা এনসিইআরটির সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে তারা আমাদের এই কাজে সবরকম নির্দেশনা দেবে। এনসিএফের আদলে তৈরি হবে ২০২৮-এর নতুন বই।’

মেট্রোর কাজ শুরুর নির্দেশ

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ধর্মতলা বিধানচন্দ্র রায় মার্কেট এলাকায় মেট্রোর কাজ শুরুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, সাতদিনের মধ্যে জোকা-বিবাদিবাগ মেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। আপাতত ওই এলাকা থেকে অস্থায়ীভাবে দোকানদারদের অন্য জায়গায় সরানো যাবে। কাজ শেষে দোকানদারদের পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে বলে লিখিতভাবে জানাবে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। দোকানদারদের যেখানে সরানো হবে সেখানে ন্যূনতম পরিষেবা, নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বন্দোবস্ত থাকতে হবে।

লিখিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া সরিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দোকানদাররা। তাঁদের দাবি, বর্তমানে এটি গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি বাজার। এইভাবে পদক্ষেপ করা যায় না। জানা গিয়েছে, ওই দোকানদারদের আপাতত মাউন্টেড পুলিশ প্যাডক এলাকায় সরানো হবে।

ভুল চিকিৎসায় ছাত্রের মৃত্যু

রামপুরহাট, ২৪ অগাস্ট : ভুল ইনজেকশনের জেরে ১১ বছরের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বীরভূমের রামপুরহাটে। মৃত ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া প্রিয়জিৎ মাল (১১), বাড়ি রামপুরহাট থানার বেলে নারায়ণপুর গ্রামে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পেটে ব্যথা নিয়ে ছেলেকে রামপুরহাট শহরের চিকিৎসক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে নিয়ে আসেন বাবা বুদ্ধদেব। অভিযোগ, চিকিৎসক দুটি ইনজেকশন লিখে দেন। এরপর চেম্বারের ল্যাবে থাকা এক কর্মী ওই ইনজেকশন দুটি প্রয়োগ করেন। পরিবারের অভিযোগ, ইনজেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছটফট করতে শুরু করে প্রিয়জিৎ। অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত তাকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবারের দাবি, ভুল ইনজেকশনের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই বালকের। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন। তাঁরা মৃতদেহ ওই চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও ওই চিকিৎসকের দাবি, ‘ছেলেটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল। দুদিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। সোমবার সকালে আমার চেম্বারে আসে। ছেলেটা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তাই আমি তাকে আগে চিকিৎসা করি। পেটের ব্যথা কমাতে দুটো ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম। ওই ইনজেকশন সাধারণত সবসময় দিয়ে থাকি। কয়েকটা টেস্ট লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই ছটফট করে মারা গেল। এক্ষেত্রে এমন কেন হল বুঝতে পারছি না।’

ফের আদালতে দুই তৃণমূল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে চেয়ে সোমবার ফের হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আর্জি গ্রহণ করেছেন বিচারপতি। মঙ্গলবারই মামলা শুনবে আদালত। যদিও ঋতব্রত তৃণমূলের তরফে নতুন করে আবেদন করা হয়েছে। তাতে ঋতব্রত শিবিরের ছাত্র নেতার দাবি, তারাই আসল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তাই কালীঘাট শিবিরের আর্জি খারিজ করা হোক।

আদানির হাসপাতাল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ঘোষণার মাঝেই রাজ্যের শিল্প ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে জোড়া সুখবর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে ২০০০ শয্যার একটি আন্তর্জাতিক মানের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি হতে চলেছে। গৌতম আদানি এ বিষয়ে ইতিমধ্যে সম্মতিপত্র পাঠিয়েছেন এবং তাঁর পুত্র করণ আদানি নবান্নে এসে বিশদ আলোচনা করেছেন। ২ হাজার শয্যার মধ্যে ১ হাজার শয্যা থাকবে সাধারণ ও দরিদ্র রোগীদের নিখরচায় চিকিৎসার জন্য, আর বাকি ১ হাজার শয্যা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হবে। এই প্রকল্পে শত শতাংশ বিনিয়োগই করবে আদানি গ্রুপ। এছাড়া ২৭ সেপ্টেম্বর সিলিকন ভ্যালিতে ‘লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো’-র একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের সূচনা হবে এবং আগামী ১৪ অক্টোবর হলদিয়ায় ‘চ্যাটার্জি গ্রুপ’-এর তরফে পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে ৬ হাজার কোটি টাকার পেট্রোকেমিক্যালের মেগা বিনিয়োগের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে চলেছে।

সাপের ছোবল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ফের কলকাতার স্কুলে সাপের আতঙ্ক। সোমবার ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া দৃপ্ত পালকে সাপে কামড়ায় সেখানে। টিফিনের সময় খেলতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। দৃপ্তকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, পড়ুয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৯৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ ভাদ্র ১৪৩৩

বিভ্রান্তিকর ভূমিকা

শাসকের সংজ্ঞা গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজিতে Governance শব্দের অর্থ শাসন। এই শব্দের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। অনেক গভীর তার ব্যঞ্জনা। ক্ষমতা মানে ধমক-চমকের এক্তিয়ার নয়। ক্ষমতা মানে বিরোধী মতকে দাবিয়ে রাখা নয়। শাসক শুধু তার অনুগামীদের হয় না। প্রকৃত শাসক তিনিই হন, যিনি বিরোধী নির্বিশেষে সকলের হিতে কাজ করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসকের ভূমিকা আরও বহুবিধ। যেখানে সংকীর্ণতার ঠাঁই থাকার কথা নয়।

বিরোধিতারও নির্দিষ্ট অভিধান আছে। শুধু শাসকের খুঁত ধরা বা অহেতুক সমালোচনা বিরোধীদের কাজ হতে পারে না। বরং এক অর্থে শাসকের সহযোগী হয়ে ওঠা বিরোধীদের কাজ। সেই সহযোগিতা তৈরি হয় সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতি, খামতি ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। গণতন্ত্রে বিরোধীরা তাই শাসকের পরিপূরকও বটে। শুধু বিরোধীদের দমনপীড়ন যেমন শাসকের কাজ নয়, তেমনই অহেতুক শাসককে উত্ত্যক্ত করা ক্ষমতাসীনদের ভূমিকা হতে পারে না।

এই সত্যের আলোকে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে, বাংলায় উভয়পক্ষই সেই ভূমিকার কথা বিস্মৃত হয়েছে। সহযোগী হয়ে ওঠার বদলে পরস্পরের মধ্যে হিংস্র ঘৃণার মনোভাব তৈরি হচ্ছে। ক্ষমতার দম্ভ ইতিমধ্যে বাংলার নতুন শাসকের পদক্ষেপ ও কথাবার্তায় ফুটে উঠছে। চড়া সুরে কথা বলাই হয়ে উঠছে শাসকদলের মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতাদের দস্তুর। ফুটপাথবাসী এক প্রৌঢ়াকে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ধমক সেই প্রবণতার অন্যতম উদাহরণ।

বিরোধীদের তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা অবশ্য নতুন নয়। 'আমরা ২৩৫, ওঁরা ৩০'- বলে বাম রাজত্বের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দম্ভোক্তির চরম পর্যায়। সম্প্রতি সেই একই দম্ভ চুইয়ে পড়েছে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। ব্যাপক সংখ্যায় আসন জিতিয়ে জনগণ তাঁদের সরকারে পাঠিয়েছে জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন, রাস্তায় চিৎকার করুন আর গড়াগড়ি খান, কোনও লাভ হবে না। এই সরকার মাথা নীচু করার সরকার নয়।

আন্দোলনের অধিকারের প্রতি, প্রতিবাদের অধিকারের প্রতি এর চেয়ে বড় কটাক্ষ আর কিছু হতে পারে না। বিরুদ্ধ মতকে আমল না দেওয়ার মনোবৃত্তি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গলায় স্পষ্ট। তিনি যেভাবে গলা চড়িয়ে প্রতি পদে বিধানসভায় পর্যন্ত বিরোধীদের তাচ্ছিল্য করেন, তাতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বারোটা বাজে। শুভেন্দুর গলায় আমরা ২০৭টিতে জিতেছি যেন বুদ্ধদেবের আমরা ২৩৫-এর প্রতিধ্বনি। এ ভূমিকা কখনও শাসকের হতে পারে না।

শুধু বিরোধী নয়, সাধারণ মানুষের প্রতি একই মনোভাব দেখা যাচ্ছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যাঁরা তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা কোনওদিন দেন না। বোঝাতে চেয়েছেন, না দিলেও কিছু আসে যায় না। অথচ তিনি শুধু বিজেপি নন, অন্য দলের সমর্থক তো বটেই, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিও। সবাইকে নিয়ে চলা, বিরোধী স্বর যদি সাধারণ মানুষের হয়, তা মন দিয়ে শোনা ইত্যাদির ধারেকাছে নেই শাসক।

বিরোধীরাও নেই বিরোধী ভূমিকায়। সরকারের সমালোচনায় সবসময় যুক্তি-বুদ্ধির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। সত্য ও তথ্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বিতর্কের পরিবেশের বদলে বিধানসভা হয়ে উঠছে খেউড়ের আসর। গঠনমূলক সমালোচনার ধারেকাছে নেই বিরোধীরা। সহযোগিতার বদলে বিরোধীদের হাতিয়ার হল সব ব্যাপারে সরকারকে উত্ত্যক্ত করা। শাসক ও বিরোধী- উভয় শিবিরই আস্ফালন নাটকের কুশীলব হয়ে উঠেছে।

দুই পক্ষই নিজের নির্ধারিত ভূমিকার ধারেকাছে নেই। তার ওপর বিরোধীদের একাংশ, যাঁরা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোষ্ঠী তৈরি করেছেন, তাঁরা আদতে বিরোধী নন। বরং শাসকের তল্পিবাহক। প্রতি পদে সরকারের কার্যকলাপের সমর্থনে করতাল বাজানো যাঁদের একমাত্র কাজ। অন্য পক্ষ- মমতাপন্থী শিবিরের কার্যকলাপ যেন শুধু সংবাদমাধ্যমের সামনে কুণাল ঘোষের জ্বালাময়ী কথাবার্তায় থমকে থাকছে। গঠনমূলক বিরোধিতাও বাংলা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। পথ হারিয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তারেকের ঢাকায় এর্দোগানের ছায়া

বাংলাদেশের তারেক রহমানের সরকারের সঙ্গে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও মতাদর্শগত আঁতাত কি নিছকই অস্ত্র বেচাকেনার চুক্তি, নাকি ভারতের পূর্ব সীমান্তে এক বিপজ্জনক প্রভাব বলয় তৈরির গোপন ছক?

ধৃতিমান সরকার

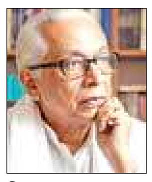

আন্তর্জাতিক কূটনীতির দাবা খেলায় চালগুলো সব সময় প্রকাশ্যে দেওয়া হয় না। অনেক সময় আসল চালটা চালা হয় লোকচক্ষুর আড়ালে, একেবারে নিঃশব্দে। গত কয়েক বছরে ভারতের পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে পটপরিবর্তন হয়েছে, তার দিকে দিল্লির কড়া নজর ছিল শুরু থেকেই। তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, ঢাকার ওপর হয়তো বেজিংয়ের অর্থনৈতিক প্রভাব আরও বাড়বে। কিন্তু কূটনীতির অঙ্ক সব সময় সোজা পথে হাঁটে না। বেজিং নয়, বর্তমানে সাউথ ব্লকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে সুদূর আঙ্কারা। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এর্দোগানের নতুন ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের ছায়া যে এত দ্রুত বঙ্গোপসাগরের তীরে এসে পড়বে, তা হয়তো সাউথ ব্লকও পুরোপুরি আঁচ করতে পারেনি।

তারেক রহমান বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরপরই অত্যন্ত নিঃশব্দে ঢাকা ঘুরে গিয়েছেন এর্দোগানের পুত্র বিলাল এর্দোগান। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তুরস্কের হয়ে খেলা বিশ্বখ্যাত ফুটবলার মেসুত ওজিল। সাধারণ চোখে এটি একটি সৌজন্যমূলক সফর বলে মনে হলেও, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের মতে, এই সফরটি ছিল ঢাকা ও আঙ্কারার মধ্যে এক নতুন এবং সুগভীর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বোঝাপড়ার অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রথম পদক্ষেপ। বিলালের এই সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান তিনদিনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফরে ঢাকা পৌঁছান এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পরই বাংলাদেশ ও তুরস্ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি নিয়ে একটি যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি বা '২+২ মেকানিজম' গঠন করবে। প্রতি বছর দুই দেশের বিদেশ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা এই কৌশলগত বোঝাপড়া নিয়ে নিয়মিত আলোচনায় বসবেন। ভারতের প্রতিবেশী কোনও দেশের সঙ্গে তুরস্কের এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের কৌশলগত ও সামরিক প্রাতিষ্ঠানিক বোঝাপড়া দিল্লির কাছে নিঃসন্দেহে এক প্রবল অশনিসংকেত।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে একটি প্রশ্ন জাগতেই পারে—বাংলাদেশ তো চিনের কাছ থেকেও প্রচুর অস্ত্র কেনে। সাবমেরিন থেকে শুরু করে যুদ্ধবিমান—ঢাকার সামরিক ভাণ্ডারের একটা বড় অংশই বেজিংয়ের দেওয়া। তাহলে তুরস্কের এই নয়া প্রবেশ নিয়ে ভারতের এত মাথাব্যথা কেন?

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চিন মূলত পরিকাঠামো নির্মাণ এবং বিপুল অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। ভারত খুব ভালো করেই জানে কীভাবে বেজিংয়ের এই 'চেক-বুক ডিপ্লোম্যাসি' বা আর্থিক কূটনীতির মোকাবিলা করতে হয়। কিন্তু তুরস্কের উদ্দেশ্য নিছক অস্ত্র বেচে মুনাফা লোটায় সীমাবদ্ধ নেই। প্রেসিডেন্ট এর্দোগানের আঙ্কারা দীর্ঘদিন ধরেই বৃহত্তর ইসলামি দুনিয়ার স্বঘোষিত নেতা হওয়ার দৌড়ে রয়েছে। আর সেই লক্ষ্য পূরণে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার এবং তাদের রাজনৈতিক শরিকদের সঙ্গে আঙ্কারার এক সুকৌশলী বোঝাপড়া গড়ে উঠছে।

একান্তে।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান।-ফাইল চিত্র

সোজা কথায়, তুরস্ক কেবল সমরাস্ত্রের ডিলার হিসেবে ঢাকায় পা রাখছে না। এর্দোগানের প্রভাব বলয় বিস্তারের স্বপ্নের সঙ্গে ঢাকার বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণের এক অদ্ভুত সাযুজ্য তৈরি হয়েছে। আর দুই দেশের এই ভূরাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মেলবন্ধন ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এক সুগভীর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর 'ফোর্সেস গোল ২০৩০'-এর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় তুরস্ক এখন এক প্রধান শরিক হয়ে উঠেছে। আঙ্কারা থেকে ঢাকা এখন শুধু গতানুগতিক অস্ত্র কিনছে না, তারা সামরিক সরঞ্জাম যৌথভাবে উৎপাদনের পথে হাঁটছে। তুরস্কের উন্নত 'আনকা' এবং 'বায়রাখতার টিবি২' ড্রোন থেকে শুরু করে টি-১২৯ 'আটাক' কমব্যাট হেলিকপ্টার কেনার জন্য ঢাকা ও আঙ্কারার মধ্যে চূড়ান্ত স্তরের আলোচনা চলছে। এর পাশাপাশি তুরস্কের সর্বাধুনিক 'সিপের' দূরপাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার চুক্তিও প্রায় পাকা করে ফেলেছে ঢাকা। শুধু তা-ই নয়, এই সামরিক যান ও অত্যাধুনিক ড্রোনগুলো বাংলাদেশেই যৌথভাবে তৈরি করার বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। তুরস্কের এই 'কোপ্রোডাকশন' মডেল প্রমাণ করে যে, আঙ্কারা ঢাকাকে কেবল একটি খরিদ্দার দেশ হিসেবে নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও সামরিক অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। যখন কোনও দেশ অপর কোনও দেশের সঙ্গে মিলে এমন আধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করে, তখন আগামী কয়েক দশকের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ, আপগ্রেড এবং প্রশিক্ষণের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, যা চাইলেই রাতারাতি ছিন্ন করা যায় না।

ভারতের দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ হল এই অস্ত্রগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রয়োগক্ষমতা। ভারতের পূর্ব সীমান্ত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর অত্যন্ত কাছাকাছি তুরস্কের তৈরি এই ঘাতক ড্রোন বা আনকা সিস্টেমের উপস্থিতি ভারতের সামরিক অঙ্ককে মারাত্মকভাবে জটিল করে তুলেছে। শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেনস নেক'-এর মতো ভারতের অত্যন্ত সংবেদনশীল ভৌগোলিক এলাকার কাছে যদি এমন আধুনিক ড্রোন ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন থাকে, তবে তা যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য এক বড় সামরিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদিও ঢাকা দাবি করে যে এই ড্রোনগুলো কেবল রুটিন নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হয়, তবুও দিল্লির সাউথ ব্লক বিষয়টিকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না।

এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে পাকিস্তান-তুরস্ক-বাংলাদেশ এক নয়া অক্ষ তৈরির জল্পনা। কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোগান বারবার প্রকাশ্যে পাকিস্তানের হয়ে সুর চড়িয়েছেন এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করেছেন। এখন সেই একই তুরস্ক যদি ভারতের পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে নিজেদের সামরিক ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে, তবে ভারতের দুই দিকেই এক চরম বৈরী শক্তির বলয় তৈরি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তুরস্কের বিভিন্ন এনজিও ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নানা অংশে বিপুল অর্থ ঢালছে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিষ্কারভাবে মনে করছে, এই আর্থিক সাহায্যের আড়ালে তথাকথিত 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বা বৃহত্তর বাংলাদেশ তৈরির মতো বিপজ্জনক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী জিগিরকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। এই কাল্পনিক 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর মানচিত্রে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশকে দেখানো হয়, যা সরাসরি ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত।

কূটনীতির ভাষায় তুরস্ক তাদের এই নতুন আগ্রাসী নীতিকে বলছে 'এশিয়া অ্যা-নিউ' বা নতুন করে এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের কৌশল। আর এই সুদূরপ্রসারী কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ঢাকাকে। তুরস্ক খুব ভালো করেই জানে, ভারতের মতো একটি বিশাল সামরিক শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তে এক অদৃশ্য অথচ তীক্ষ্ণ চাপ তৈরির খেলা শুরু করেছে।

তারেক রহমানের সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার কথা মুখে বললেও, তুরস্কের সঙ্গে এই ক্রমবর্ধমান মাখামাখি প্রমাণ করে যে ঢাকা আসলে পর্দার আড়ালে এক নতুন ভূরাজনৈতিক জোটের দিকে ঝুঁকছে। এই জোট শুধু কিছু যুদ্ধাস্ত্রের নয়, এটি এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও কৌশলগত জোট। ভারতের সাউথ ব্লককে এখন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। শুধুমাত্র পুরোনো প্রথাগত কূটনীতি দিয়ে তুরস্কের এই আগ্রাসী ও বহুমুখী চাল আটকানো সম্ভব নয়। সীমান্ত নজরদারি বাড়ানো, নিজেদের সামরিক পরিকাঠামো আরও উন্নত করা এবং পূর্ব সীমান্তের এই নতুন সমীকরণ রুখতে শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী কৌশল গড়ে তোলা এখন ভারতের জন্য শুধু সময়ের অপেক্ষা নয়, বরং অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আকাশ থেকে ধেয়ে আসা ড্রোনের মোকাবিলা হয়তো আধুনিক রাডার বা মিসাইল দিয়ে করা সম্ভব, কিন্তু ভূরাজনৈতিক আঁতাতের যে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি হচ্ছে, তা ভাঙতে সাউথ ব্লককে কূটনীতির নতুন অস্ত্র শানাতেই হবে।

(লেখক সাংবাদিক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশারদ)

আজ

২০২৫

অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৬২

বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ফেসবুকে থাকুন বিকেলবেলা। আপনাকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) রাস্তায় বের হতে হবে না। রাস্তায় যাতে আপনি না বের হতে পারেন, তার ব্যবস্থা আমি করব। আপনি বারুইপুর নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন, গোল খেয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আপনি হালিশহর নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, ডাবল গোল খেয়ে এসেছেন। যত কথা কম বলুন। বিশ্রাম করুন। অনেক বয়স হয়েছে। ওঁর লোকেরাই আর ওঁকে বিশ্বাস করছেন না। হালিশহরে ওঁর দলের কাউন্সিলার ওঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

ভিক্ষা করে চলত কর্ণাটকের মান্ডিয়ার ৬৮ বছরের বৃদ্ধার। তাঁর মৃত্যুর পর ঘরে রাখা বস্তাগুলি খুলতেই প্রতিবেশীদের চোখ চড়কগাছ। ৩০টি বস্তায় ১০,২০ ও ৫০ টাকার নোট-কয়েনের পাহাড়। ৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা মিলেছে।

ভাইরাল/২

ফিতা কাটছে রোবট! মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে এক স্যান্ডউইচ দোকানের উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হয়ে এসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল একটি হিউম্যানয়েড রোবট। তাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অতিথিদের সঙ্গে নাচতেও দেখা যায় যন্ত্রমানবকে।

জনমন

জনমত

গ্রামীণ ভারতের রূঢ় বাস্তব

১৫ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা তোমার আমার সবার' শীর্ষক আলোকচিত্রটি গ্রামীণ ভারতবর্ষের এক জীবন্ত প্রতীক। সেখানে একজন মা তাঁর দেশকে সম্মান জানাতে পতাকা উত্তোলন করছেন। গ্রামীণ মহিলারা আজ অনেকটাই সচেতন, যা আশার আলো জাগায়। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও গ্রামীণ সভ্যতা আজও দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি ও কুসংস্কারের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

ডিজিটাল যুগে বড় শহরগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসাব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মানুষ আজও তা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। আজ প্রায় প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ, সদর হাসপাতাল ও নার্সিংহোম গড়ে উঠেছে। অথচ ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো আধুনিক সুবিধার অভাবে বছরের পর বছর ধরে ধুঁকছে। কোথাও চিকিৎসক আছেন তো নার্স নেই, আবার কোথাও নার্স থাকলেও ওষুধ নেই। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলগুলোরও একই হাল। কোথাও পড়ুয়া আছে তো শিক্ষক নেই, আবার শিক্ষক থাকলে পড়ুয়া নেই। ভারতকে বিকশিত করতে হলে শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিকাঠামোরও উন্নতি প্রয়োজন।

গ্রামের সাধারণ পড়ুয়াদের মধ্যে পড়াশোনার প্রবল আগ্রহ থাকলেও দারিদ্র্য তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের এক প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আক্ষেপ করে বলছিলেন, তাঁদের স্কুলের এক গরিব ছাত্রের হাতের লেখা যেন ছাপানো অক্ষর, আর এক ছাত্রী বিজ্ঞানে ৯০ শতাংশ নম্বর পায়। ভেবেছিলেন তারা পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বাড়িতে গাইড করার কেউ নেই, বাবা-মা দিনমজুর। অভাবের তাড়নায় ছেলেটি আজ পরিযায়ী শ্রমিক আর মেয়েটির অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ যেন দারিদ্র্যের এক নির্মম পরিহাস।

গ্রামের এক বয়স্ক মহিলাকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করায় তিনিও আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'বাবা, শরীর ভালো নেই, মাথা ঘোরে, পেট ব্যথা করে। হাসপাতাল তো অনেক দূর, কে নিয়ে যাবে, কেই বা ওষুধ এনে দেবে!' বৃদ্ধার কথায় সেদিন মাথা নত হয়ে এসেছিল।

ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলুক। প্রকৃত গরিব মানুষজনের জন্য পুষ্টিকর খাবারের জোগান ও সুচিকিৎসার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠুক। প্রত্যেক তরুণ যেন সঠিক কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় এবং আমরা যেন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন পাই - এটাই হোক আগামী স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প। যে গ্রামীণ মা দরমার বেড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তাঁকে স্যালুট জানাই।

বাবলা রায়
বড়কামাত, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আঞ্চলিকতার সীমা পেরিয়ে অন্য অধ্যায়

সুমিত সরকারের প্রয়াণ আমাদের ইতিহাসচর্চায় আঞ্চলিকতা ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার সম্পর্কও ভাবায়।

পার্থসারথি চৌধুরী

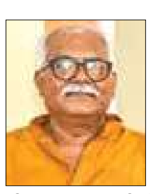

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন অধ্যাপক সুমিত সরকার। তাঁর লেখা 'দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮', 'মডার্ন ইন্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৪৭', 'রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি', 'বিয়ন্ড ন্যাশনালিস্ট ফ্রেমস' কিংবা 'মডার্ন টাইমস : ইন্ডিয়া ১৮৮০ টু ১৯৫০', এই বইগুলি ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের ইতিহাসচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর প্রয়াণের পর শোকের পাশাপাশি মনে প্রশ্নও জাগে। সুমিত সরকারের মতো একজন ইতিহাসবিদের মৃত্যু কি আমাদের ইতিহাসচর্চার পরিসরে সেই মাত্রার বৌদ্ধিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যা প্রত্যাশিত ছিল? বিশেষত উত্তরবঙ্গের ইতিহাসচর্চার জগতে তাঁর প্রয়াণকে ঘিরে যে নীরবতা লক্ষ করেছি, তা বিস্ময়কর। হয়তো কিছু প্রতিক্রিয়া নজর এড়িয়ে গিয়েছে, কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো উচিত নয়। তবু প্রশ্নটি থেকেই যায়, একজন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদের চলে যাওয়া যদি আমাদের বৌদ্ধিক পরিসরকে আলোড়িত না করে, তবে আমাদের ইতিহাসচেতনার চরিত্র কী?

রাষ্ট্রের ইতিহাস কেবল রাজধানী, শাসক কিংবা জাতীয় নেতৃত্বের ইতিহাস নয়; অঞ্চল, ভাষা, জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী, কৃষক, শ্রমিক, নারী ও প্রান্তিক মানুষেরও নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ইতিহাস লেখা অত্যন্ত জরুরি। উত্তরবঙ্গ কলকাতার ইতিহাসের পরিশিষ্ট নয়। এখানকার চা বাগান, শ্রমিকসমাজ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, উদ্বাস্তু, সীমান্ত, ভাষা, জাতিসত্তা, কৃষক আন্দোলন, পরিবেশ এবং পাহাড়-সমতলের সম্পর্ক, সবকিছুর স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চাকে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু একটি কেন্দ্রের আধিপত্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে আর একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র নির্মাণ করলে সমস্যা তৈরি হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক ইতিহাস ভাঙতে গিয়ে উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক ইতিহাস নির্মাণও প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ নয়; তা কেবল কেন্দ্রের স্থানান্তর।

এই জায়গাতেই সুমিত সরকার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিক অবস্থান মেনে নেওয়া নয়। বরং ইতিহাসচর্চার প্রাণ হল মতপার্থক্য ও বিতর্ক। 'দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮' স্বদেশি আন্দোলনকে নিছক মহান নেতাদের বীরত্বগাথায় সীমাবদ্ধ রাখেনি; তার সামাজিক ভিত্তি, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে অনুসন্ধান করেছে। 'মডার্ন ইন্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৪৭' আধুনিক ভারতের ইতিহাস বোঝার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হয়ে থেকেছে। 'মডার্ন টাইমস'-এ তিনি নিজের পূর্বতন ইতিহাসচিন্তাকেও নতুন আলোয় পুনর্বিবেচনা করেছেন। বড় ইতিহাসবিদের বৈশিষ্ট্য এখানেই, তিনি শুধু অন্যের ব্যাখ্যাকে প্রশ্ন করেন না, নিজের পূর্ববর্তী অবস্থানকেও সংশোধন করতে পারেন।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পরবর্তীকালে সেই ধারার পরিবর্তিত প্রবণতার তিনি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক হয়ে ওঠেন। 'দ্য ডিক্লাইন অব দ্য সাবঅলটার্ন ইন সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সেই আত্মসমালোচনামূলক অবস্থানের পরিচায়ক। ফলে তাঁকে শুধু 'মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ' পরিচয়ের মধ্যে বন্দি করলে তাঁর ইতিহাসচিন্তার বিবর্তনকে বোঝা যাবে না। তাঁর স্বাধীন ও সমালোচনামূলক বৌদ্ধিকতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম পর্বের প্রতিবাদে রবীন্দ্র পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া। ২০০৪ সালে 'রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি'-এর জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইতিহাস যখন প্রবল মতাদর্শগত টানাপোড়েনের ক্ষেত্র, তখন এই স্বাধীন বৌদ্ধিকতার প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস লিখতে হবে। আর্কাইভ নির্মাণ, মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ, চা বাগানের শ্রমিক থেকে আদিবাসী সমাজ, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু থেকে সীমান্ত এবং পাহাড়ি জাতিসত্তা, সবকিছুকে ইতিহাসের পরিসরে আনতে হবে। বৃহত্তর বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসচর্চার চিন্তকদের উপেক্ষা করে তা সম্ভব নয়। ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য নিজের অঞ্চলকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা নয়; বরং মানব অভিজ্ঞতার মধ্যে তার যথাযথ স্থান নির্ধারণ করা। একজন বড় ইতিহাসবিদকে শ্রদ্ধা করার অর্থ তাঁকে পুজো করা নয়, তাঁকে পড়া, তর্ক করা এবং তাঁর তোলা প্রশ্নগুলিকে জীবিত রাখা। অধ্যাপক সুমিত সরকারের প্রয়াণ আমাদের সামনে গভীর প্রশ্ন রেখে যায়, আমরা কি আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা করছি, নাকি আঞ্চলিক আত্মমুগ্ধতার মধ্যে নিজেদের বৌদ্ধিক পরিসরকেই সংকুচিত করছি? প্রান্তের স্বীকৃতি মানে নতুন ক্ষুদ্র কেন্দ্র নির্মাণ নয়। ইতিহাসের প্রকৃত শক্তি বহু অঞ্চল, বহু কণ্ঠ এবং বহু মতের মধ্যে সংলাপে।

(লেখক ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৩২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কামিজ বা কুর্তা ৩। মিষ্টির পাক তৈরি ৫। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ৬। অংশীদার বা উত্তরাধিকারী হিসেবে যার দাবি আছে ৭। কমপক্ষে একশো ৯। সময়ের পারম্পর্য মেনে অর্থাৎ ক্রম অনুসারে ১২। সৌন্দর্য, মাধুর্য, শোভা বা কান্তি ১৩। পদাধিকারী নয় সাধারণ সরকারি কর্মচারী।

উপর-নীচ : ১। সব সময়, দিনে এবং রাতেও ২। মাটির কলসির ভাঙা টুকরো ৩। হঠাৎ জ্ঞান হারানো ৪। উদাহরণ বা আগের কোনও ঘটনা ৫। ফুলও হতে পারে অথবা পাখিও হতে পারে ৭। যে জাতি শকাব্দের প্রচলন করে ৮। টাকা পয়সা ৯। দিন হাজিরার শ্রমিক ১০। আলোর ঝলকানি ১১। যে মিশতে পারে।

সমাধান ■ ৪৫৩১

পাশাপাশি : ১। পলকা ৪। জড়ুল ৫। হামা ৭। শলল ৮। সৎভাই ৯। জিঘাংসা ১১। নাপিত ১৩। পিসি ১৪। মেকুর ১৫। দঙ্গল।

উপর-নীচ : ১। পলাশ ২। কাজল ৩। মলমাস ৬। মালাই ৯। জিলিপি ১০। সারমেয় ১১। নারদ ১২। তরল।

সরকারি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে মিছিল

দিল্লিতে ফের পথে ককরোচ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ২৫ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি, এই অভিযোগে ফের আন্দোলনের পথে ককরোচ জনতা পার্টি। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া গেট থেকে দিল্লি পুলিশ সদর দপ্তর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সোমবার সিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দলের দাবি, মিছিলে নিহত নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবার, ২০ জুলাই পুলিশের নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা, ছাত্রছাত্রী, যুব সংগঠন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণরা অংশ নেবেন।

সোমবার দুপুর ২টোয় অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে মূলত ২৫ জুলাই সরকার ও যুবসমাজের মধ্যে তৈরি হওয়া প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি কতদূর, তা পর্যালোচনা করা হয়। সিজেপির অভিযোগ, দেশজুড়ে যুব আন্দোলন প্রত্যাহারের এক মাস পরেও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলার মতো কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বিশেষ করে আন্দোলনকারী পড়ুয়া ও প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার বা খারিজ এবং নিট সংক্রান্ত ঘটনায় মৃত পড়ুয়াদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের মতো বিষয়গুলি এখনও বাস্তবায়িতও হয়নি বলে তাদের অভিযোগ।

সিজেপির আরও অভিযোগ, সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার বদলে 'প্রযুক্তিগত জটিলতা'র আড়ালে সময় নষ্ট করছে এবং স্পষ্ট অবস্থান এড়িয়ে যাচ্ছে। ১৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্ট

- ২৫ জুলাইয়ের সরকারি প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে
- আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহার করতে হবে
- নিহত নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
- দাবি আদায়ে ৫ সেপ্টেম্বর শান্তিপূর্ণ মিছিল করা হবে

কেন্দ্রকে দেশজুড়ে নথিভুক্ত এফআইআরগুলির তালিকা দিতে একাধিকবার বলেছিল, যাতে আদালত চাইলে সেগুলি একসঙ্গে খারিজ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। সিজেপির দাবি, এরপরও কেন্দ্র এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এমনকি তাদের কাছে সরকারের যে লিখিত আশ্বাস দেওয়ার কথা ছিল, সেটিও এখনও বকেয়া রয়েছে।

সিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বক্তব্য, তাদের 'ধৈর্যকে দুর্বলতা' এবং 'সদিচ্ছাকে সুযোগ' হিসাবে দেখা উচিত নয়। দলের বিবৃতি, ২৫ জুলাইয়ের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ্যে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রেখেই দেশব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এখন সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরকার সরে এলে তা গোটা তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

দলের সহ-সমন্বয়ক সৌরভ দাস এবং আইনি বিষয়ক প্রধান রত্না সিংহও অভিযোগ করেছেন, আন্দোলন প্রত্যাহার করানোর পর সরকার তরুণ প্রজন্মকে 'প্রতারণা' করার চেষ্টা করছে। সিজেপির দাবি, দিল্লির যন্তরমন্তরে ৩৭ দিন ধরে চলা আন্দোলনের পর ২৫ জুলাই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন এবং সরকার ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ ও নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মৃত পড়ুয়াদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সিজেপি জানিয়েছে, ৫ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক থাকবে। নিহতদের পরিবারের সদস্য এবং পুলিশের নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা মিছিলের সামনে থাকবেন। দলের আহ্বান, ভারতের তরুণ, ছাত্রছাত্রী এবং যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলি ইন্ডিয়া গেটে জমায়েত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল এগোবে। এদিনের বৈঠকের পর সিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, সরকারের কাছে তাদের একটাই দাবি, ২৫ জুলাই দেওয়া প্রতিশ্রুতি 'অক্ষরে অক্ষরে' পালন করতে হবে।

কুকি-নাগা সংঘর্ষে জ্বলল মণিপুর, জখম জওয়ান

ইম্ফল, ২৪ অগাস্ট : মণিপুরের সেনাপতি এবং কাংপোকপি জেলায় সোমবার ভোর থেকে নতুন করে ছড়িয়ে পড়া গোষ্ঠীহিংসায় জখম হলেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলাকালীন একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উগ্রপন্থীরা। উসকে ওঠে দু'পক্ষের গুলির লড়াই।

রবিবার গভীর রাতে কাংপোকপির তাফৌ কুকি গ্রামে প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন

লাগানো হয়। এরপর ভোর চারটে নাগাদ পড়শি জেলা সেনাপতির নাগা তাফৌ এলাকায় আরও কয়েকটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির একটি কুকি ও অপরটি নাগা সম্প্রদায়ের। সকাল সওয়া ন'টা নাগাদ নাগা তাফৌ এলাকায় দু'পক্ষের গুলির লড়াই শুরু হলে মাঝে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন সিআরপিএফ-এর ৩৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান প্রদীপ সিং। বাঁ-পায়ে বুলেট নিয়ে তিনি সেনাপতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তবে বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শী ডি দিগাবৌ জানান, 'ভোর পৌনে তিনটে নাগাদ আমরা গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। আচমকাই আগুন জ্বলে ওঠে। আমরা পুলিশ ও দমকলকে খবর দিই।'

হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে তাফৌ কুকি ভিলেজ অথরিটি। অন্যদিকে নাগা তাফৌ এলাকার ঘটনার জেরে ডিমাপুর ও ইম্ফল সংযোগকারী ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার ও কাঠ পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গোটা এলাকা অতিরিক্ত বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

ভারতের 'নো প্রেস' আর্জিতে প্রশ্ন ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ১৭ জুন ফ্রান্সে জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই বৈঠকের পর কোনও সাংবাদিক বৈঠক না করার আগাম অনুরোধ জানিয়েছিলেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে দাবি করেন, জুনের বৈঠকের আগে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, সংবাদমাধ্যম ও ক্যামেরার উপস্থিতি থাকলেও কোনও পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রশ্নোত্তর পর্ব যেন না রাখা হয়। রাষ্ট্রদূত বিষয়টি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে জানালে তিনিও তাতে সায় দেন। তবে মোদি ও ট্রাম্পের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পরই ট্রাম্প সাংবাদিকদের দিকে ঘুরে বলে ওঠেন, 'কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' এরপর প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এই বক্তব্যের পর কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা না হলেও, বিষয়টির সঙ্গে ওয়াকিবহাল সূত্রগুলি জানাচ্ছে, এই ধরনের ভিভিআইপি সফরের আগে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কাঠামো ও গণমাধ্যমের উপস্থিতি নিয়ে কথা হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্রের দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ইউক্রেনের মতো দেশের প্রধানদের সঙ্গে

মুখ খুললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

ট্রাম্পের অতীত টানাপোড়েনের কথা মাথায় রেখেই ভারতের এই সাবধানি পদক্ষেপ। মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'অপ্রত্যাশিত আচরণ'-এর জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলগুলি তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় কিছুটা সতর্ক থাকে। তাই সফর বা বৈঠকের সূচি ও কার্যপ্রণালী নিয়ে স্পষ্টতা বজায় রাখতেই আগেভাগে কথা বলে নেওয়া হয়েছিল।

এই বৈঠকের কিছুদিন আগেই হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন সামরিক অভিযানে বাণিজ্যিক জাহাজে কর্মরত তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়। বৈঠকে মোদি সরাসরি সেই ঘটনার উল্লেখ না করলেও, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্য পথের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোর আরও জানান, ট্রাম্প মোদিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং দু-দেশের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তবে রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক দাবিতে ট্রাম্প-মোদি বৈঠকের নেপথ্য সমীকরণ নতুন করে চর্চায় উঠে এল।

মার্কিন ভিসা নীতি নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেছেন গোর। রাষ্ট্রদূত সাফ জানান, আমেরিকাবিরোধী মনোভাব বা সমাজমাধ্যমে 'ডেথ টু আমেরিকা'র মতো স্লোগান দেওয়া ব্যক্তিরা মার্কিন ভিসা পাবেন না। তাঁর কথায়, 'কাকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে তা ঠিক করার পূর্ণ অধিকার আমেরিকার রয়েছে।'

বাসমতী নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ধাক্কা ভারতের

ক্যানবেরা, ২৪ অগাস্ট : অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাসমতী চালের একচ্ছত্র স্বত্ব পাওয়ার জন্য ভারতের আবেদন খারিজ করল সেদেশের ফেডারেল কোর্ট। এর ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের অস্ট্রেলীয় বাজারে পাকিস্তানি চালের সঙ্গে জোরদার লড়াই করতে হবে। বাসমতীর ভৌগোলিক স্বীকৃতি বা জিআই দাবি করে ২০১৯ সালে একচেটিয়া ট্রেডমার্ক চেয়েছিল ভারতের রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এপিইডিএ।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সেদেশের ট্রেডমার্ক অফিস এই আবেদন নাকচ করার পর ফেডারেল কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। কিন্তু আদালত জানায়, অস্ট্রেলিয়ায় জিআই তকমা কেবল 'শ্যাম্পেন'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে, হিমালয়ের পাদদেশে ভারত ও পাকিস্তান— উভয় দেশেই বাসমতী উৎপন্ন হয়। বাসমতী রপ্তানিকারক সমিতির সহ-সভাপতি রঞ্জিত সিং জোসান বলেন, 'আদালতের এই রায় অবশ্যই বড় চ্যালেঞ্জ, তবে মূল নজর দিতে হবে চাষিদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায়।'

এদেশের মোট বাসমতী রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশই যায় পঞ্জাব থেকে। ২০২৫-এর জুন থেকে ২০২৬-এর মে মাসের মধ্যে ভারত সেখানে প্রায় ৭৩৫ কোটি টাকার চাল রপ্তানি করেছে। কেনিয়া ও নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার এই সিদ্ধান্তেও ভারতীয় রপ্তানিকারকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

ব্যাপক বৃষ্টিতে জলবন্দি দিল্লি। মাঝরাস্তায় আটকে স্কুলবাস। পাশে জল ঠেলে যাতায়াত পথচারীদের। সোমবার।

নিজ্জর হত্যার দায় স্বীকার গোল্ডি ব্রারের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়। সমাজমাধ্যমে ফাঁস হওয়া একটি অডিও ক্লিপে এই খুনের দায় স্বীকার করেছে পলাতক গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার। অপর খালিস্তানি জঙ্গি পরমজিৎ সিং পাম্মার সঙ্গে ব্রারের এই কথোপকথন সত্য কি না, তা অবশ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

২০২৩ সালের ১৮ জুন কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারেতে একটি গুরুদোয়ারার পার্কিং লটে গুলি করে খুন করা হয় ৪৫ বছরের নিজ্জরকে। মাদক কারবারে নাবালকদের ব্যবহার ও ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে নিজ্জরকে খুন করা হয়েছে বলে ব্রার অডিওতে দাবি করেছে। গোল্ডি ব্রার বলে, 'এই কারণেই আমায় ও আমার দলকে নিজ্জরকে হত্যা করতে হয়েছিল। প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করতে হয়।'

নিজ্জর হত্যাকাণ্ড ঘিরে ভারত ও কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কে তীব্র টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই খুনে ভারতীয় এজেন্টদের যোগসাজশের অভিযোগ তুললেও দিল্লি তা সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয়। সম্প্রতি কানাডার পুলিশ জানায়, ভারতীয় আধিকারিকদের জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি।

ইসিআই-কে তোপ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন প্রবীণ কূটনীতিক নবদীপ সুরি। পঞ্জাবে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তিনটি দেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পর তাঁকেই নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বাড়তি নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুরি।

অমৃতসরের বাসিন্দা নবদীপ সুরি জানিয়েছেন, বুথ লেভেল অফিসারকে (বিএলও) ভোটার ও অন্য পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার পর প্রথমে সব ঠিক আছে বলা হলেও, পরে জানানো হয় যে ২০০৩ সালের তথ্যের সঙ্গে তাঁর বর্তমান বিবরণ মিলছে না। ২০০৩ সালে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকায় তিনি নিজের পাসপোর্ট জমা দিতে বাধ্য হন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ উদ্বেগ প্রকাশ করে সুরি লিখেছেন, 'তিনটি দেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পরও যদি আমার নাগরিকত্ব প্রমাণে সমস্যায় পড়তে

এসআইআর

হয়, তবে সাধারণ মানুষের কী পরিণতি হবে? এটাই কি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন?' পরে সমস্যাটি মেটানো হয়েছে জানালেও সুরি প্রশ্ন তোলেন, 'আমার কাছে নিজেকে প্রমাণের নানা নথি রয়েছে। কিন্তু যাঁদের কাছে তা নেই, তাঁদের প্রশাসনিক হেনস্তার জবাব কী?' তিনি সাধারণ নাগরিকের সুবিধার জন্য পুরো ব্যবস্থাটিকে সরল করার আবেদন জানান।

শ্রাবণ-শেষে সোমবারে মহাদেব মন্দিরে ভক্তরা। প্রয়াগরাজে।

বিনামূল্যে ৩ সিলিন্ডার

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : তামিলনাড়ুতে আড়াই লক্ষ টাকা কিংবা তার কম আয়সম্পন্ন পরিবার বছরে তিনটি সিলিন্ডার বিনামূল্যে পাবে। সোমবার বিধানসভায় একথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। অন্নপূর্ণী সুপার সিক্স স্কিম নামে এই প্রকল্প কার্যকর হবে ২০২৭-এর ১৪ জানুয়ারি পোঙ্গল উৎসবের সময় থেকে। ডিএমকে সরকারের আমল থেকেই মহিলারা নিখরচায় বাসে যেতেন। এবার তার পরিধি বাড়ানো হল। শুধু মহিলারাই নন, রূপান্তরকামীরাও সরকারি বাসে মুফতে যাতায়াত করতে পারবেন। চলতি বছরের ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী থেকে শহর, মফসসল এবং জেলায় তা চালু হবে। তবে মহিলা ও রূপান্তরকামী কেউই এই সুবিধা পাবেন না এসি সরকারি বাস, দূরপাল্লার প্রিমিয়াম ও লাক্সারি বাসে।

জয়শংকর ও পুতিনের বৈঠক

মস্কো, ২৪ অগাস্ট : দু-দিনের মস্কো সফরে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে হাই-প্রোফাইল বৈঠকে বসলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ বার্তা পুতিনের হাতে তুলে দেন তিনি। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, শক্তিক্ষেত্র, রাসায়নিক সার সরবরাহ ও পারমাণবিক শক্তিতে সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়। জয়শংকর জানান, জটিল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও ভারত-রাশিয়া অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈঠকে পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে শুভেচ্ছা জানান। ভারতে সারের রপ্তানি আরও বাড়ানোর আশ্বাস দেন।

'রাত বাড়লেই বাড়ে চিৎকার!'

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ভারতীয় নিউজ চ্যানেলগুলির প্রাইম টাইম টক শো-র ধরন নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ভারতীয় টিভির নৈশ বিতর্ক অনুষ্ঠানগুলিকে 'উদ্ভট', 'বিভ্রান্তিকর' ও 'বিরক্তিকর' বলে অভিহিত করেন।

তিনি রসিকতা করে বলেন, 'ভারতীয় নিউজ চ্যানেলগুলিতে রাত যত বাড়ে, অনুষ্ঠানগুলি ততই অদ্ভুত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা ৬টায় প্যানেলে আটজন তর্ক করলেও রাত ১০টায় একসঙ্গে ১২ জন চেঁচামেচি শুরু করেন, কারও কথাই ঠিকমতো শোনা যায় না।'

রাষ্ট্রদূত আরও জানান, তিনি আগে ভাবতেন আমেরিকায় ভুয়ো খবরের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। তবে ভারতীয় সংবাদ চ্যানেলগুলিতে ভুয়ো খবর দেখার পর তাঁর সেই ভুল ধারণা ভেঙেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এই স্পষ্টভাষী মন্তব্য কূটনৈতিকমহল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক চর্চার জন্ম দিয়েছে।

এক দেশ, এক ভোট নিয়ে তোপ চিদম্বরমের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : 'এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে সংসদীয় যৌথ কমিটির বৈঠকে সরব হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। সূত্রের খবর, সোমবার কমিটির মুখোমুখি হয়ে এই প্রস্তাবটিকে তিনি 'ভয়াবহ', 'অসাংবিধানিক' এবং 'ভাবনাহীন' বলে উল্লেখ করেন। চিদম্বরমের অভিযোগ, নির্বাচিত বিধানসভা ও লোকসভার নির্ধারিত পাঁচ বছরের মেয়াদ সংকুচিত করে ভোট একসঙ্গে করার এই প্রক্রিয়া সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সম্পূর্ণ বিরোধী। সংসদে এই বিল পাশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, তাঁর বিবেক বিলটিকে সমর্থনের অনুমতি দেয় না। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সাগরিকা ঘোষও প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করে এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের হাতে অবাধ ক্ষমতা চলে যাওয়ার তীব্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সংবিধান (১২৯ তম সংশোধনী) বিল এবং কেন্দ্রশাসিত

একসুর তৃণমূলের

অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিলের ওপর আয়োজিত বৈঠকে বিজেপির সংসদীয় কমিটির প্রধান পিপি চৌধুরী অবশ্য জানিয়েছেন, আলোচনার অংশ নেওয়া প্রায় ৯৯ শতাংশ অংশীদারই একইসঙ্গে নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি হলে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি এক দেশ এক ভোট প্রস্তাবের পক্ষে নির্বাচনজনিত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক খরচ কমানোর যুক্তি দেওয়া হলেও বিরোধীরা রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে ২০২৫ ও ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, তামিলনাড়ু ও কেরলে নির্বাচন হওয়ায় ২০২৯ সালের মধ্যে গোটা দেশে একসঙ্গে ভোট করাতে গেলে একাধিক রাজ্য বিধানসভার মেয়াদ অকালে শেষ করার প্রশ্ন উঠবে, যা বাস্তবায়িত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৫ উড়ানের দিকবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : সোমবার বৃষ্টি, বাজপড়া ও ঝড়ের জেরে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন্তত ১৫টি উড়ানের দিকবদল করা হয়। তার মধ্যে ১২টি উড়ানকে জয়পুরে, দু'টি চণ্ডীগড়ে এবং একটি লখনউয়ে পাঠানো হয়। জয়পুরে সরানো ১২টি উড়ানের মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বহু উড়ান দেরিতে চলেছে। বাতিল হয়েছে কয়েকটি। বিমান ট্র্যাকিং ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার এই বিমানবন্দরে ২৮০টিরও বেশি উড়ান দেরিতে চলেছে এবং ২০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিদিন ১,৩০০টিরও বেশি বিমান চলাচল করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনার কথা ছিল। রাজধানীর কয়েকটি অংশে লাল সতর্কতা জারি করে মৌসম ভবন।

স্ট্যালিনের তোপ

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : পারান্দুর বিমানবন্দর প্রকল্প বাতিল করার তামিলনাড়ু সরকারের সিদ্ধান্তকে রাজ্যের উন্নতির জন্য 'অপূরণীয় ক্ষতি' বলে তোপ দাগলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের নেতৃত্বাধীন টিভিকে সরকার কাঞ্চিপুরমের পারান্দুরে প্রস্তাবিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্পটি বাতিলের কথা ঘোষণা করার পরেই প্রতিক্রিয়া দেন স্ট্যালিন। তিনি জানান, এটি কোনও পরিবর্তন নয়, তামিলনাড়ুর বিকাশে বড় ধাক্কা।

জঞ্জালে চাপা পড়ে মৃত ৩১

কোনাক্রি (গিনি), ২৪ অগাস্ট : বিপুল আবর্জনার স্তূপ চাপা পড়ে মৃত্যু হল অন্তত ৩১ জনের। আহত হয়েছেন ২২ জন। রবিবার আফ্রিকা মহাদেশের গিনির রাজধানী কোনাক্রির দার-এস-সালামে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, দার-এস-সালামে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনা এনে ফেলা হয়।

স্কুলের উন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ

জয়পুর, ২৪ অগাস্ট : আসন্ন পুরভোটের মুখে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ও কংগ্রেসের জোড়া চাপে পড়ে রাজস্থানের সরকারি স্কুলের ভোল বদল করতে আগামী তিন বছরের জন্য ১২,৫০০ কোটি টাকার কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করল ভজনলাল শর্মার সরকার।

আরশোলা আতঙ্কে রাজস্থান

এই বিপুল প্যাকেজের আওতায় ২,৪৮৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,৫৮৭টি নতুন স্কুল ভবন এবং ৮,৩৭৮.৩০ কোটি টাকা খরচে ৮৩,৭৮৩টি নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হবে। এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণে ১,১২৯.৫০ কোটি এবং ১৩ হাজার নতুন শৌচাগার নির্মাণে ৩৪০.৪০ কোটি টাকা খরচ হবে।

সম্প্রতি জয়পুরের রামপুরা কানওয়ারপুরা গ্রামে গোয়ালঘরে চলা সরকারি স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে সমাজবিরোধীদের হামলার মুখে পড়েন সিজেপি-র প্রতিনিধিরা। তাঁদের দুই কর্মী সঞ্জু বর্মা ও সলমন গুরুতর জখম হন। আসল দোষীদের আড়াল করে সিজেপি-র যুগ্ম আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা সহ ৫০-৬০ জন কর্মীর বিরুদ্ধেই পুলিশ তপশিলি জাতি ও জনজাতি আইনে এফআইআর দায়ের করায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

এরই মাঝে দেশের সব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের চিঠি পাঠিয়েছেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে। সরকারি স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, 'এই অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক পরিবেশে বাচ্চারা কীভাবে পড়াশোনা করবে? ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পশুর চেয়েও অধম আচরণ করা হচ্ছে!'

অযোধ্যায় মেছো বিতর্কে বিজেপি, কংগ্রেস

অযোধ্যা, ২৪ অগাস্ট : পবিত্র শ্রাবণ মাসে অযোধ্যায় উত্তরপ্রদেশ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাইয়ের সংবর্ধনাসভায় মাছের তরকারি রান্নার অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। নিষাদ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সংবর্ধনাসভায় মাছ রান্নার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সুর চড়িয়েছে শাসকদল বিজেপি। হনুমানগড়ী ও রাম মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর অজয় রাইয়ের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিয়ে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেসের পাল্টা দাবি, বিজেপি আসল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই এই মিথ্যে বিতর্ক তৈরি করছে।

সোমবার রায়বেরেলির এক জনসভা থেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির আচরণ আপনারা দেখেছেন। তিনি হনুমানগড়ীতে পুজো দিতে যান, অথচ বাইরে এসে মাছের ভোজ উপভোগ করেন। অযোধ্যা ছাড়া অন্য যে কোনও জায়গায় তিনি যা খুশি খেতে পারতেন।' কংগ্রেসের 'দ্বিচারিতা'কে আক্রমণ করে তাঁর বক্তব্য,

'গিরগিটিও এদের দেখে লজ্জিত হবে। তারা ভাববে এরা কেমন মানুষ, যারা মন্দিরের ভিতরে 'রাম-রাম' জপ করে এবং বাইরে পা রাখতেই মাছের ভোজে অংশ নেয়!' এই বিষয়ে সুর মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওম প্রকাশ রাজভর কটাক্ষ করে বলেন, 'শ্রাবণ মাসে মাছের ভোজ সত্যিই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি।' অজয় রাইয়ের অতীত টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, নিজের ভাইয়ের হত্যাকারী এক মাফিয়া ডনের সামনে এই ব্যক্তি মাথা নত করেছিলেন।

কংগ্রেস অবশ্য বিজেপির অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে। নিজে নিরামিষাশী দাবি করে অজয় মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি কোনও ছবি আছে? তিনি যদি এমন কোনও ছবি দেখাতে পারেন, তবে আমি অবিলম্বে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত।'

কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র পবন খেরা বিজেপির এই আক্রমণকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও রাম মন্দিরের অনুদান চুরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টা বলে দাবি করেছেন। বিজেপিকে তোপ দেগে খেরা প্রশ্ন তুলেছেন, 'মাছ-ভাত' কি মানুষকে অযোধ্যায় অনুদান চুরির কথা ভুলিয়ে দিতে পারে?' অন্যদিকে, অনুষ্ঠানের আয়োজক রাম নিহাল নিষাদের যুক্তি, নিষাদ সম্প্রদায়ের কাছে নদী থেকে মাছ ধরা ও মাছ খাওয়া তাদের ঐতিহ্য এবং দেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে নিজের পছন্দমতো খাবার খাওয়ার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

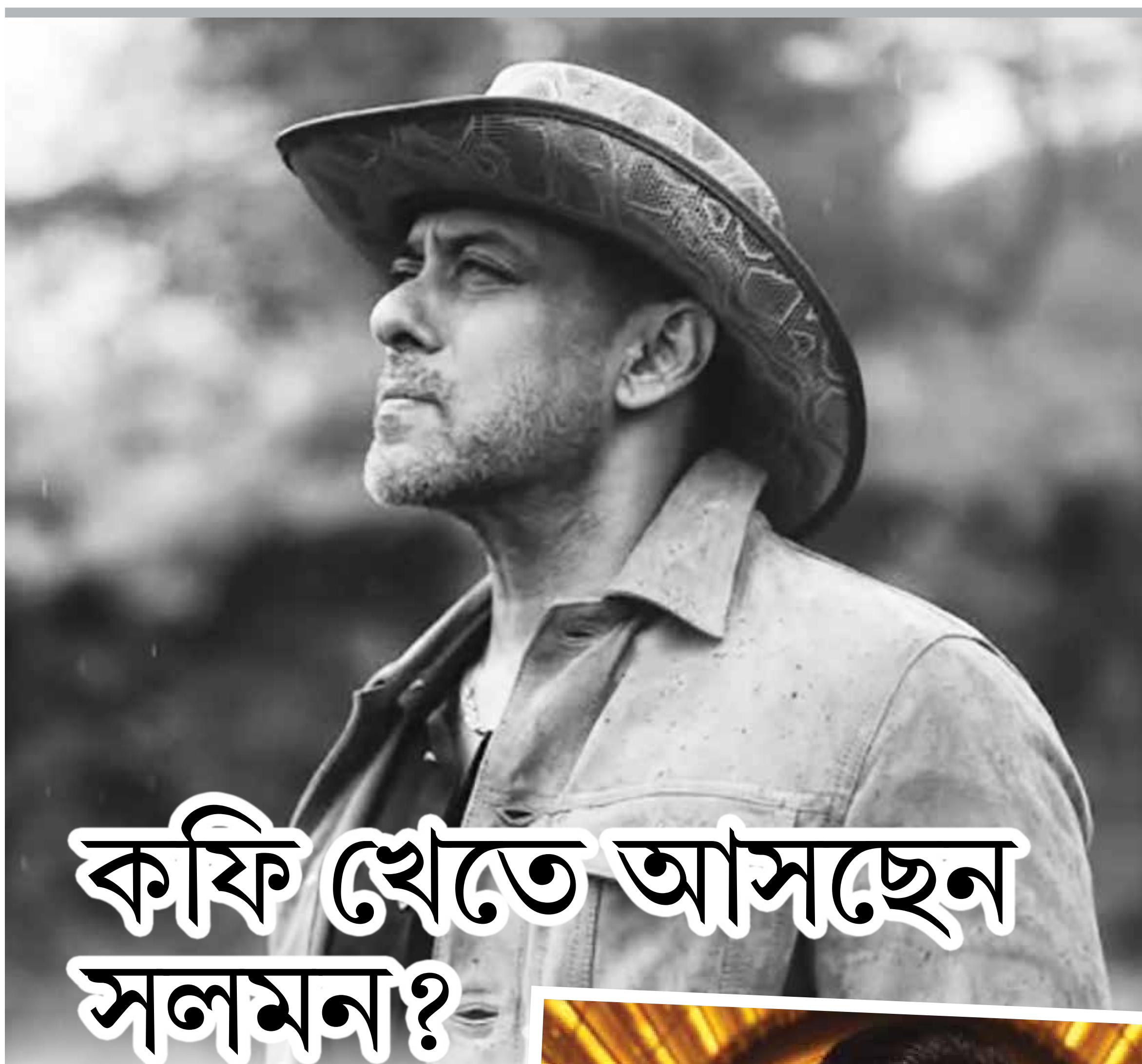

কফি খেতে আসছেন সলমন?

কফি উইথ করণ-এর নবম সিজনে আসছেন সলমন খান! সিজন শুরুর আগে এই ঘোষণাটিই সিজনের জনপ্রিয়তার পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণত দীপাবলির প্রেক্ষাপটে এই সিজন শুরু হবে। তবে সলমন খান হয়তো সিজনের প্রথম পর্বেই থাকবেন। না, তাঁর সঙ্গে আর কেউ থাকবেন না। ভাইজান একাই আসছেন।

আর কাদের দেখা যেতে পারে 'কফি উইথ করণ সিজন ৯-এ? আমির খান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, সইফ আলি খান, ভিকি কৌশল, অক্ষয় খান্না প্রমুখের নাম উঠে আসছে। জানা যাচ্ছে তারকা জুটি হিসেবে এবার বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানাকে দেখা যেতে পারে।

বর্তমান সময়ের পডকাস্ট ঝড়ে কম-বেশি সমস্ত তারকাই নিজেদের মতো করে টক শো বা পডকাস্ট করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এতদিন বাদেও করণ জোহারের 'কফি উইথ করণ' শো নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। তাই এই শোয়ের কথা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আগ্রহও বেড়ে গেছে অনেকগুণ।

সামুক-এর কাজ শুরু করলেন অক্ষয়

অক্ষয় কুমার শুরু করলেন সাই-ফাই ফিল্ম সামুক-এর শুটিং। প্রায় দু-বছর ধরে প্রস্তুতির নেওয়ার পর কাজে হাত দিলেন তিনি। সূত্রের খবর, ছবির সিংহভাগ শুটিং হবে লন্ডনে, কিছুটা মুম্বইয়ে। নির্মাতারা কোনও বিরতি না রেখে টানা শুটিং করতে চাইছেন। ছবিতে এলিয়েনের পৃথিবীর পরিবেশ রচনার দায়িত্বে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের টিম। নেতৃত্বে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত জীবজন্তুর জগত নির্মাণের অন্যতম সেরা শিল্পী অ্যালেক গিলিস। তাঁর ঝুলিতে আছে অ্যালিয়েন, প্রিডেটর-এর মতো ছবি। সামুক-এর মধ্যমণি অ্যালিয়েনকে তৈরি করেছেন তিনি। ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের ডিজাইন করেছেন ব্রিটিশ অ্যাকশন ডিরেক্টর লিউক টামবার। ছবিকে আন্তর্জাতিক মাপের বানানোর জন্যই তাঁর নির্বাচন হয়েছে এবং সেই আন্তর্জাতিক মাপেরই নির্মাণ কৌশল নেওয়া হচ্ছে ছবির নির্মাণে। অক্ষয়ের কেরিয়ারে সামুক এক বিশেষ ছবি হতে চলেছে নিঃসন্দেহে।

মণিরত্নমের ছবিতে বেলাকোবার দুর্বার

মফসসলের বেলাকোবা। সেখান থেকেই তাঁর উড়ান। মণিরত্নমের ছবিতে অভিনয়। একইসঙ্গে কাজ করেছেন বাংলার দুই সুপারস্টারের সঙ্গেও। অভিনয়ের পাশাপাশি লেখালেখিতেও তাঁর কলম ক্ষুরধার। সে নিয়ে চর্চাও কম নয়। তিনি দুর্বার শর্মা। তুখোড় আড্ডায় **সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়**

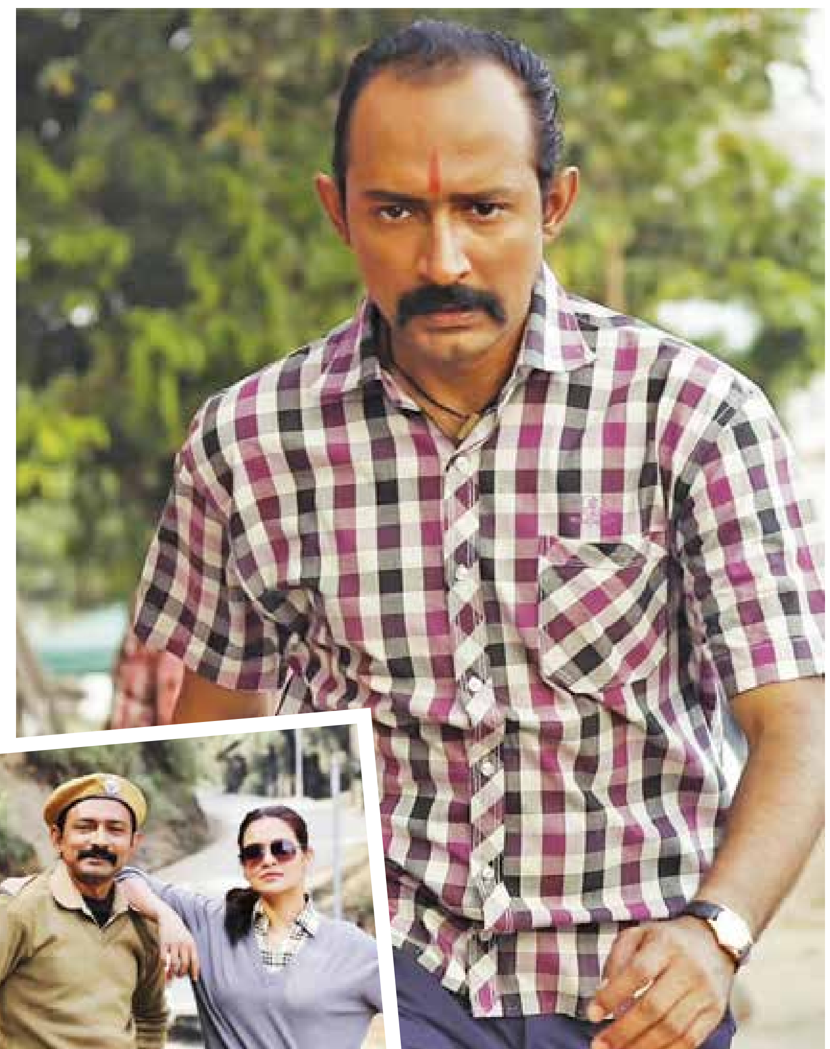

প্রশ্ন: সদ্য আপনার নতুন সিনেমা 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' মুক্তি পেয়েছে, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কেমন?

দুর্বার: দর্শকদের এই ছবি ভালো লাগছে। তাঁরা বেশ উচ্ছ্বসিত। অনেকে এই ছবির বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখালেখিও করেছেন। ছবির 'ওয়ার্ড অফ মাউথ'ও বেশ স্ট্রং। এত বড় স্কেলের ছবি তো বাংলাতে খুব একটা হয় না। দর্শকরা যদি উৎসাহ দেন, এই ছবি যদি ভালো ব্যবসা করে, তাহলে সেটা ইন্ডাস্ট্রির জন্যও খুব ভালো।

প্রশ্ন: এই ছবিতে আপনার চরিত্রটি কেমন?

দুর্বার: ছবিতে আমি ব্রজেশ্বর রায়। ব্রজেশ্বর একজন রূপটান শিল্পী, মানে মেকআপ আর্টিস্ট। চরিত্রটি খানিক সত্যি, খানিক কাল্পনিক। আলোছায়া বলতে পারেন। চরিত্রের জন্য আমাদের ছবির মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুন্ডুর থেকে অনেক টিপস পেয়েছি। ডিরেক্টর পথিকৃৎ বসুর পরামর্শ পেয়েছি। আর জিৎদা যেভাবে সহশিল্পীদের সাহায্য করেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমি ছবির নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রশ্ন: আপনার কেরিয়ার সবে শুরু হয়েছে। এরমধ্যেই আপনি বাংলার দুই সুপারস্টার দেব এবং জিৎ-এর সঙ্গে কাজ করে ফেলেছেন। দুই সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?

দুর্বার: দুজনেই নিজেদের ক্রাফট এবং ছবি নিয়ে অসম্ভব যত্নশীল। দুজনেই অসম্ভব পেশাদার। আর সবচেয়ে বড় কথা, দুজনেই অসম্ভব ভালো মানুষ। আমার মতো একজন নবাগতকে দেবদা এবং জিৎদা যেভাবে কাছে টেনে নিয়েছেন, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁদের সঙ্গে কাজ করে খুব আরাম হয়েছে।

প্রশ্ন: বেলাকোবার বুবুন (দুর্বারের ডাকনাম) আজ একজন তারকা। 'অবাক জলপান' দিয়ে আপনার অভিনয় শুরু। নিজের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে অবাক লাগে? কী বলবেন আপনার জীবনের 'আর্ক' নিয়ে?

দুর্বার: অবাক তো লাগেই। কিন্তু আমি তো একটু অন্যভাবে জীবনটাকে দেখি। আমি পেশার ক্ষেত্রে কোনওদিন কোনও গোল সেট করিনি। আজ আমি যেখানে পৌঁছেছি সেটা পরপর ঘটে যাওয়া বেশকিছু ঘটনার ফলশ্রুতি। আমার জায়গায় অন্য কেউও থাকতে পারত।

অভিনয়ের প্রতি আমার প্রেম তো সেই ছোটবেলা থেকেই। আমি তো কোনও ফিল্ম স্কুল থেকে পাশ করিনি। থিয়েটার করে ও বড় বড় অভিনেতাদের অভিনয় দেখেই আমার অভিনয় শেখা। আজ এখানে আসতে পেরে আমি খুশি। কিন্তু আমি কোথায় কাজ পেলাম, কোথায় পেলাম না তা নিয়ে ভাবি না। যেখানে সুযোগ পাই সেখানে মন দিয়ে, নিষ্ঠা সহকারে অভিনয় করি।

প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গে বড় হওয়াটা কী আপনাকে 'তালমার রোমিও জুলিয়েট' লিখতে সাহায্য করেছে?

দুর্বার: অবশ্যই। এই জায়গা আমার চেনা। ছোট থেকে আমি এই ধরনের লোকদের সামনে থেকে দেখেছি। আপনি খেয়াল করে দেখবেন ওই সিরিজে এমন কিছু চরিত্র আছে যেগুলো অরিজিনাল টেক্সটে নেই। শেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট'-এর সোলটাকে নিয়ে আমি সেটা উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিতে ফেলেছি। এটা আসলে মফসসলের জেন জেডদের গল্প। বিভিন্ন বয়সের রোমিও-জুলিয়েটদের গল্প। 'তালমার' আসলে সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া প্রেম এবং ট্র্যাজেডির গল্প।

প্রশ্ন: আপনার প্রথম বই 'গভীর অসুখের দিনগুলোয়'। কীভাবে এল এই লেখা? এই নামই বা কেন?

দুর্বার: এটা একটা দীর্ঘ সময়ের যন্ত্রণা এবং মনের কোণে প্রতিনিয়ত জমতে থাকা অবসাদের বহিঃপ্রকাশ। আমি আমার যন্ত্রণা এবং অবসাদগুলোকে দুই মলাটের ভেতর সাদা পাতায়, কালো অক্ষরে লিখে রেখেছি। এটা ফেলে আসা সময়, আমার চারপাশ এবং নিজেকে খুঁড়ে দেখার লেখা। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি বেশ কিছু জায়গায় বলেছেন, আমার লেখা আর আমি আলাদা নই। গভীর অসুখের দিনগুলোয় দুর্বারও তাই আলাদা নয়। একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি তো অনির্বাণ ভট্টাচার্যর খুব বড় ফ্যান। তাঁর সঙ্গে অনেক কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা কেমন?

দুর্বার: অনির্বাণদার সঙ্গে আমার জুড়ে যাওয়া ব্যোমকেশ এবং পিঁজরাপোলের সময় থেকে। তারপর তো একে একে অনেকগুলো কাজ হয়ে গেল। অন্য কাউকে ছোট না করেই বলছি, আমি অনির্বাণদার বড় ভক্ত। কারুবাসনায় অনির্বাণদার অভিনয় দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল এই অভিনয় করতে না পারলে আর কী করলাম। এখন অনির্বাণদার থেকে রোজ শিখতে পারি।

প্রশ্ন: বেলাকোবা থেকে উঠে এসে মণিরত্নমের ছবিতে কাজ। বিজয় সেতুপতি, সাই পল্লবীর সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ। কী বলবেন?

দুর্বার: এ বিষয়ে আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। মণিরত্নম আমার অভিনয় মনিটরে দেখছেন, কী করতে হবে বলে দিচ্ছেন। ভাবতে গেলে স্বপ্নের মতো মনে হয়। শুটিংয়ের ফাঁকে একদিন বিজয় সেতুপতির সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় অভিনয় নিয়ে কথা হয়েছিল। ওটা আমার সারাজীবনের সঞ্চয়।

প্রশ্ন:কুইন্স সিরিজে আপনার চরিত্র ভোলা বলেছিল, 'সময়কে সময় দিলে সময় বদলায় যায়'। যন্তরমন্তরে জেন জেড আন্দোলন কি আপনাকে সময় বদলানোর আশা দিল?

দুর্বার: দেখুন আমরা তো পোস্ট ট্রুথ-এর যুগে বসবাস করছি। আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন এটাই হওয়ার ছিল। কিন্তু এটাও সত্যি যে নাগরিকরাই শুধুমাত্র এই পরিস্থিতি বদল করতে পারেন।

প্রশ্ন:আপনার পরবর্তী কাজ?

দুর্বার: কথা চলছে, ঠিক সময়ে জানাব (হাসি)।

কবীরের সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন কৃতি

কবীর বাহিয়ার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে আরও জল-হাওয়া দিলেন কৃতি শ্যানন। ইন্সটায় তিনি একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেছেন—কোথাও জলের ধারে বসে আছেন। কোথাও পড়ন্ত সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতের আঙুলের মুদ্রায় ভিক্টরির ইঙ্গিত এবং অন্য ছবিতে তিনি আছেন কবীরের সঙ্গে, তাঁর খুব কাছে। আরও সাধারণ মুহূর্তের ছবি আছে, সঙ্গে ক্যাপশন, 'কিছু মুহূর্ত ধরা পড়ল, তার থেকেও বেশি বুঝলাম মুহূর্তগুলোয় বাঁচা কাকে বলে।'

ছবি দেখার পরেই ৭০০,০০০ লাইক পড়েছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই সক্রিয়, পেশা ও নেশার নানা ছবি, ভিডিও শেয়ার করেন। সেখান থেকে কবীর আর তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে মানুষ জেনেছে, আবার একবার সম্পর্কে পরোক্ষে তিনি শিলমোহর দিলেন।

তরুণদের জন্যে ফেস্টিভাল, এই প্রথম

জেন জি-দের জন্যে এবার বড় সুখবর। কলকাতার নন্দনে শুরু হতে চলেছে 'বেঙ্গল ইউথ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। আগামী ২৮ অগাস্ট থেকে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। শর্ট ফিল্ম থেকে শুরু করে তথ্যচিত্র, সবকিছুই জায়গা করে নেবে এই নন্দনে। নতুন প্রজন্মের হাত ধরে উঠে আসবে নতুন নতুন ছবি। শর্ট ফিল্ম থেকে শুরু করে তথ্যচিত্র, নতুন প্রজন্মের ক্যামেরার চোখে ফুটে ওঠা নানা গল্প এবার জায়গা করে নেবে নন্দনের পর্দায়।

এই অভিনব উদ্যোগের পেছনে একজোট হয়েছেন বিনোদন ও রাজনীতির চেনা মুখেরা। উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে রয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন টলিউডের 'ইন্ডাস্ট্রি' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং জেনারেল সেক্রেটারি পদে রয়েছেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। উৎসবের অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় প্রীতম সরকার।

পুরো উৎসবটি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, তরুণ পরিচালকদের কাজকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করবেন, তাদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে এই অনুষ্ঠানে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, শহরে বা শহরের বাইরে যারা নিজেদের তাগিদে ছবি তৈরি করার চিন্তাভাবনা করছেন বা ছবি তৈরি করছেন, তাঁদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ।

নতুনদের জায়গা করে দিতেই এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে টলিপাড়া। নন্দনের পর্দায় নতুন প্রজন্মের ভাবনার লড়াই এবার কতটা নজর কাড়ে, সেদিকেই তাকিয়ে সিনেপ্রেমীরা।

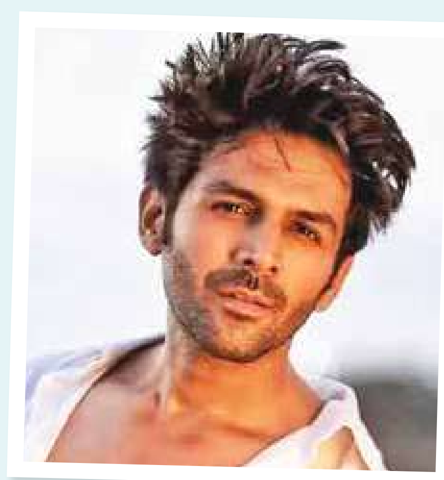

হাঁটুর অপারেশনের পর বিশ্রামে কার্তিক

কবীর খানের নাম না হওয়া স্পোর্টস ড্রামায় শুটিং করতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পান কার্তিক আরিয়ান। অপারেশন হয়েছে রবিবার। তারপর থেকে তিনি বিশ্রামে। পায়ে নি-ব্রেস পরা ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, হাঁটু এখন ছুটিতে। চোটের দায় মজা করে চাপিয়েছেন কবীরের ওপর। কার্তিক লিখেছেন, পরিচালক বলেছিলেন পা ভাঙতে হবে... তাঁর কমেন্ট বক্সে মজার মন্তব্যও আসছে। প্রসঙ্গত, তিনি কাশ্মীরের কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন তাজমুল ইসমালের বায়োপিকে অভিনয় করছেন নাম ভূমিকায়। এর আগে কবীরের চান্দু চ্যাম্পিয়নে তিনি ছিলেন।

ঝুলনে রূপ বদলেছে শৈশবের

একসময় মাটি ও খেলনা দিয়ে ঝুলন সাজানো শিশুদের অন্যতম প্রধান আনন্দ ছিল। তবে বর্তমানে শহরের ফ্ল্যাট কালচার ও স্মার্টফোনের যুগে সেই ঐতিহ্য ক্রমশ ম্লান। এখনকার শিশুরা ঝুলনের বদলে ডিজিটাল গেম এবং স্কুলের প্রোজেক্টেই তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

আগে
মাটি, কাঠ ও প্লাস্টিকের মিনিয়েচারে তৈরি হত কাল্পনিক সমাজ

এখন
স্কুল প্রোজেক্টের ক্লে-মডেলিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃজনশীলতার বিকাশ হচ্ছে

ইতিবাচক দিক
আধুনিক চিন্তাধারার উন্মেষ এবং গঠনমূলক কাজে মনোযোগ বাড়ছে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : বাড়ির ছাদে বা উঠোনে মাটি দিয়ে পাহাড়, পুকুর বানিয়ে তা হাতে তৈরি পুতুল দিয়ে সাজিয়ে একসময় ঝুলন করা হত। রাস্তা বানিয়ে ছোট ছোট গাছ লাগিয়ে তৈরি করা হত কাল্পনিক এক সমাজ। ধীরে ধীরে তার জায়গা নেয় প্লাস্টিকের খেলনা। ছোট ছোট খেলনা দিয়ে সাজানো হত ঝুলন। দোলনায় রাধা-কৃষ্ণকে রেখে রাখিপূর্ণিমার এক সপ্তাহ আগে থেকে আয়োজন করা হত ঝুলনের। কীভাবে সাজিয়ে তোলা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হত।

ফ্ল্যাট কালচারে অচেনা উৎসব

তবে এই প্রজন্মের ছোটদের মধ্যে এই ঝুলন নিয়ে সেভাবে কোনও আগ্রহ নেই। অনেকে আবার ঝুলন কী, সেটাই জানে না। তাদের ভাবনা 'ক্লে' দিয়ে স্কুলের বিভিন্ন প্রোজেক্ট তৈরি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আগে বাড়ি বাড়ি ঝুলন দেখা গেলেও শহরের ফ্ল্যাট কালচারে এখন তার দেখা পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

স্মৃতিতে প্রতিযোগিতা, তলানিতে বাজার

সময়ের সঙ্গে বদলেছে উৎসবের ধরনও। একসময় এ ধরনের উৎসব ঘিরে আয়োজনের কমতি ছিল না। বাজারে বিক্রি হত প্লাস্টিকের ছোট প্রাণী, গাছ, গাড়ি। যার উপলক্ষ্য ছিল ঝুলন উৎসব। রাধা-কৃষ্ণের পুজো করে আবির দিয়ে সাজিয়ে সাতদিন ধরে এই উৎসবে মেতে উঠত বাড়ির ছোটরা। সেই ঝুলন এখন আর চোখে পড়ে কোথায়? স্মৃতির পাতা ঘেঁটে ঝুলনের দিনগুলো মনে করে বছর সত্তরের শোভা চৌধুরী বলেন, 'ঝুলন উৎসবের আকারে পালন করা হত। আমরা যখন ছোট ছিলাম, বন্ধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত কার বাড়ির ঝুলন সবচেয়ে সুন্দর তৈরি হয়েছে। ছোট ভাইবোনদের রাধা-কৃষ্ণ সাজিয়ে বিকেলে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়া হত।'

তবে সেই সব দিনগুলো এখন আর নেই। বাজারগুলোতেও এখন ঝুলনকে কেন্দ্র করে সেভাবে বিক্রিবাটা দেখা যায় না। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সমরেশ রায় জানান, একসময় ঝুলনের জন্য বিভিন্ন পশুর প্লাস্টিক মিনিয়েচার বিক্রি হত। এক প্যাকেটের দাম ৩০ টাকা থেকে শুরু হত। বাচ্চারা ঝুলন সাজিয়ে তুলতে এগুলো কিনত। তবে এখন সেই চাহিদা তলানিতে।

স্মার্টফোন ও ডিজিটাল শৈশব

স্মার্টফোনের যুগে এখন বাচ্চাদের কাছে ডিজিটাল আনন্দই সবচেয়ে বেশি। পড়াশোনার পর ফাঁকা সময়ে পরিবারের সঙ্গে গল্প বা খেলাধুলোর চেয়ে মোবাইলে গেম খেলা, পছন্দের ভিডিও দেখতে তারা বেশি পছন্দ করে। অনেক বাবা-মা আবার বাচ্চাদের ত্বকের কথা ভেবে ঘাস, মাটি ঘাঁটতে দেন না। শৈশবে একসময় নিজে ঝুলন বানিয়ে একেক দিন একেক রকম ডেকোরেশন করতেন বছর চল্লিশের উজ্জ্বল চৌধুরী। তবে কাজের চাপে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়া দেব চৌধুরীকে এখন আর ঝুলন বানিয়ে দিতে পারেন না তিনি। দেব জানায়, সে কোনওদিন ঝুলন বানায়নি। এমনকি তার বন্ধুরাও ঝুলন নিয়ে আগ্রহী নয়। পাঠভবন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র শ্রেয়ান দে-কে ঝুলন নিয়ে প্রশ্ন করতেই সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এ ধরনের কিছু হয় নাকি।

মঠ-মন্দিরেই সীমাবদ্ধ

বাড়ি বাড়ি ঝুলনের সেই ক্রেজ যে এখনকার বাচ্চাদের মধ্যে নেই, তা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরলেই বোঝা যাবে। এখন ইসকন মন্দির ও গৌড়ীয় মঠগুলোর মধ্যেই এই ঝুলন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

> আমরা যখন ছোট ছিলাম, বন্ধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত কার বাড়ির ঝুলন সবচেয়ে সুন্দর তৈরি হয়েছে। সেই সব দিনগুলো এখন আর নেই।
> **শোভা চৌধুরী**, *সত্তরোর্ধ্ব বাসিন্দা*

> বাচ্চারা ঝুলন সাজাতে প্লাস্টিকের মিনিয়েচার কিনত। এখন সেই চাহিদা একেবারে তলানিতে।
> **সমরেশ রায়**, *বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী*

- পুতুল দিয়ে ঝুলন সাজানোর পুরোনো রেওয়াজ শহরের ফ্ল্যাট কালচারে আজ বিলুপ্ত
- এই প্রজন্মের শিশুরা ঝুলন উৎসব সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের আগ্রহ মোবাইলে
- একসময় ঝুলনের মিনিয়েচার খেলনার চাহিদা থাকলেও, এখন তার বাজার তলানিতে
- বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনেক অভিভাবকই এখন তাদের মাটি ঘাঁটতে দেন না

এনজেপির আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ। -সংবাদচিত্র

হকারি বন্ধ, এনজেপি-তে বিক্ষোভ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : আমরা হকার, চোর-ডাকাত নই। এনজেপি জংশন চত্বরে হকারির দাবিতে আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে সোমবার এভাবেই বিক্ষোভ চলল। হকারদের অভিযোগ, প্রায় ২৫ দিন ধরে এনজেপি জংশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ৬০০ টাকার বদলে প্রায় দু'হাজার টাকা জরিমানা নেওয়া হচ্ছে বলেও তাঁরা অভিযোগ করেছেন। পুজোর আগে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ৫০০-রও বেশি হকার বিপাকে।

রাষ্ট্রবাদী রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন (নিউ জলপাইগুড়ি)-এর ব্যানারে এদিন মিছিল করে হকাররা আরপিএফ অফিসে পৌঁছান। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে সেখানে হকারি করার বৈধতা দাবি করে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। সেখান থেকে সদুত্তর না পেয়ে সন্ধ্যায় একাংশ হকার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। তাঁরা নিজেদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেন। বিধায়ক পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিক্ষোভকারী হকার দিলীপ ঠাকুর বলেন, 'প্রায় ৪০ বছর ধরে ট্রেনে হকারি করছি। হঠাৎ করে জরিমানা দু'হাজার করে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে হকারিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো চোর-ডাকাত নই। আমরা বৈধভাবে কাজ করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমাদের লাইসেন্স দেওয়া হোক।' আরেক হকার সুধন দাস বললেন, 'মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। পুনরায় হকারি করার সুযোগ না দেওয়া হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না।' সংগঠনের ইনচার্জ বিন্দু দাসের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরেই হকারি বন্ধ রয়েছে। স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় প্রশাসনকে কোনও দোষ দিচ্ছি না। তবে কেন্দ্রের সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে কেন এভাবে বাধা দিচ্ছে। ঘুরপথে আমাদের সরে যেতে বলছে। তবে বিধায়ক আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন।'

বিধায়ক বলেন, 'নিয়ম কারও জন্য আলাদা নয়। তবে আমরা হকারদের পাশে রয়েছি। চেষ্টা করছি কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।' যদিও রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

হকারদের বক্তব্য, কেন্দ্রের সরকার মুখ ফিরিয়ে নিলে তাঁদের সামনে আত্মহত্যা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না। তাঁরা বৈধতার পক্ষে সওয়াল করে ফের হকারি করার সুযোগ চান। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতীয় মজদুর সংঘের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক মিহিরবরণ হালদার বলেন, 'কেন্দ্র সরকার কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চাইছে। তবে পুজোর মরশুমে হকারদের কথা ভেবে তা কিছুটা শিথিল করলে ভালো হয়।'

- এনজেপিতে ২৫ দিন হকারি বন্ধ, বিপাকে পাঁচ শতাধিক হকার পরিবার
- জরিমানা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে অভিযোগ, বৈধভাবে কাজের সুযোগ চান হকাররা
- বিধায়কের আশ্বাসেও সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

আদালতে কর্মবিরতি

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : আদালতে বিচারপ্রার্থীদের ভিড়, আইনজীবীদের ব্যস্ততা—তার মধ্যেই দাবিদাওয়া নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসলেন আদালতের কর্মীরা। শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ, শেঠি কমিশনের সুপারিশ কার্যকর, পদোন্নতির সুযোগ নিশ্চিত করা এবং কর্মীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তার দাবিতে সোমবার থেকে রাজ্যের সঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতেও শুরু হল কর্মবিরতি। মঙ্গলবারও চলবে।

আদালত কর্মচারী সমিতির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সীমিত জনবল, বিপুল শূন্যপদ, অতিরিক্ত কাজের চাপ, পদোন্নতির সুযোগের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে কর্মীদের। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে প্রায় ৫০ জন কর্মী থাকলেও তাঁদের দিয়ে পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি সংগঠনের। এদিন আদালত চত্বরে অবস্থান-বিক্ষোভের পাশাপাশি ছোট মিছিলও করেন কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির দার্জিলিং জেলা আদালত ইউনিট ও শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশনাল কোর্ট ইউনিটের সম্পাদক মহম্মদ সজিবউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের কর্মবিরতির জেরে আদালতের কাজকর্মে প্রভাব হলেও আমাদের কিছু করার ছিল না।' নতুন ও অতিরিক্ত আদালতে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সময়মতো পদোন্নতির দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

চুরি গয়না-টাকা

ইসলামপুর, ২৪ অগাস্ট : দিনদুপুরে চুরি ইসলামপুর শহরে। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে সোনার গয়না ও টাকা চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সোমবার এই চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইসলামপুরের নেতাজিপল্লির মাঠপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢোকে। এরপর আলমারির লকার ভেঙে গয়না ও নগদ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকল এবং চুরির ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাড়ির মালিক কবিতা দত্ত বিশ্বাস জানান, প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে। পরিবারের দাবি, দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে চুরি যাওয়া সামগ্রী ফিরে পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ২৪ অগাস্ট : ভোটার তালিকায় নাম তোলার দাবিতে স্মারকলিপি দিল এসইউসিআই। এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করার দাবিতে এদিন দলের পক্ষ থেকে ইসলামপুরে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। প্রথমে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে একটি সমাবেশ করা হয়। তারপর সেখান থেকে শহরজুড়ে মিছিল করে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান। দলের ইসলামপুর মহকুমার আহ্বায়ক সুজনকৃষ্ণ পাল জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যেসব ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম পুনরায় তুলতে হবে। পাশাপাশি, শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে নয়, অফলাইনেও ট্রাইবিউনালের ব্যবস্থা সহ একাধিক বিষয়ে এদিন মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পাক চরবৃত্তি

প্রদীপ্তকে নিয়ে তল্লাশি ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : পাক চরবৃত্তির অভিযোগে দিল্লির বাঙালিপট্টি থেকে ধৃত শিলিগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপ্ত বসুকে নিয়ে শিলিগুড়ি এসটিএফ সোমবার দিনভর বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাল। এদিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তদন্তকারীরা প্রথমে প্রদীপ্তর দেশবন্ধুপাড়ার বাড়িতে যান। পরে ফুলবাড়ি সীমান্তে গিয়ে প্রদীপ্তের বাবার মানি এক্সচেঞ্জের দোকানেও তল্লাশি চালানো হয়। সীমান্তের একাধিক জায়গাতেও প্রদীপ্তকে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, তল্লাশিতে বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রদীপ্তের বাবা প্রশান্ত বসু আগেই অভিযোগ করেছিলেন, ফুলবাড়ি সীমান্তে মানি এক্সচেঞ্জের দোকান সামলানোর সময় প্রদীপ্তের সঙ্গে এক 'কাকু'র পরিচয় হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, 'সেই কাকুর সংস্পর্শে এসেই প্রদীপ্ত পরবর্তীতে দিল্লিতে চলে যায়।' ওই ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের পরই প্রদীপ্তের মাথায় 'মেডিকেল ট্যুরিজম'-এর ব্যবসার কথা আসে বলে প্রশান্তর দাবি। এসটিএফের তল্লাশিতে ওই দোকান এবং সীমান্ত এলাকা গুরুত্ব পাওয়ায় বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এসটিএফের অনুমান, বাবার দোকানে কাজ করার সময় থেকেই প্রদীপ্ত মোবাইল সিমের কারবার শুরু করেন। ওই 'কাকু'র সম্পর্কেও খোঁজখবর শুরু হয়েছে। এসটিএফ এদিন দেশবন্ধুপাড়ার বাড়িতে প্রদীপ্তের বাবা-মাকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে। বাড়িতে প্রদীপ্ত কিছু রেখে গিয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখতেও তল্লাশি চালানো হয়। প্রসঙ্গত, প্রদীপ্ত চলতি মাসের শুরুতে পাঁচদিনের জন্য শিলিগুড়ির বাড়িতে এসেছিলেন।

শহরে পথবাতি বিকলে ভোগান্তি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ির বেশকিছু ওয়ার্ডে পথবাতি দীর্ঘদিন বিকল। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বরো অফিসে জানানো হলেও সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। রাতে পথ চলতে আমজনতার সমস্যা হচ্ছে। এনিয়ে বাসিন্দাদের একাংশের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছে।

সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর কথা, 'এতদিন সাধারণ মানুষ এসব সমস্যার কথা কাউন্সিলারদের জানাতেন। চটজলদি সমাধান হয়ে যেত। তবে এখন সেই সুযোগ নেই।' তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কুন্তল রায় বলেছেন, 'একজন প্রশাসক আর কমিশনার কখনোই গোটা শহরের দেখভাল করতে পারেন না। প্রথম থেকেই আমরা সেকথা বলে আসছি।' যদিও পুর প্রশাসক আর বিমলার আশ্বাস, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

অভিযোগ, এক নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চানন কলোনি, ডিজেল কলোনি, রেল হাসপাতাল কলোনি সহ বেশ কিছু এলাকার পথবাতি দীর্ঘদিন বিকল। সাত নম্বর ওয়ার্ডের খালপাড়া, বিদ্যাসাগরপল্লি ও বিবেকানন্দনগরের পাশাপাশি ১৮, ১৯, ২০, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকায় পথবাতি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সবিতা দাস বললেন, 'ফুলেশ্বরী উন্নয়ন কলোনিতে প্রায় ১০ দিন ধরে পথবাতি খারাপ হয়ে আছে। কাউন্সিলার না থাকায় বরো অফিসে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তবে তারপরও সমস্যার সমাধান হয়নি। বাচ্চারা সন্ধ্যার পর টিউশনে যেতে সমস্যায় পড়ে।' অন্যদিকে, জেলখানা সংলগ্ন এলাকার রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন অলোক মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'কয়েক দিন ধরে দেখছি, এই পথে বেশ কয়েকটি লাইট বিকল হয়ে রয়েছে। মেরামতের কোনও উদ্যোগ নজরে পড়ছে না।' কোনও এলাকায় পাঁচদিন, কোনও এলাকায় দশদিন কিংবা তারও বেশি সময় ধরে এমন পরিস্থিতি। তারপরও কারও কোনও হেলদেল নেই বলে অভিযোগ।

১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলছেন, 'জোর করে পুরনিগমের দায়িত্ব প্রশাসকের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসক বোর্ড সবদিকে নজর দিতে পারছে না। ফলে পথবাতি বিকল হয়ে থাকলেও তা মেরামত হচ্ছে না।' ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরার বক্তব্য, 'প্রায় ১৫টি পথবাতি বিকল।' তবে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন বিজেপি নেতা অমিত জৈন। তাঁর কথা, 'ইতিমধ্যে মেরামত শুরু হয়েছে। শীঘ্রই সমাধান হয়ে যাবে।'

অফিস দখলের অভিযোগ

ইসলামপুর, ২৪ অগাস্ট : তৃণমূলের এক কাউন্সিলার ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে সোমবার ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি সহ সভাপতি শিউলি চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, এদিন ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস ও তাঁর স্বামী তৃণমূল নেতা বিক্রম দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। রবিবার সন্ধ্যায় ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লি সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয় দখলে নেন প্রাক্তন কাউন্সিলার নীলকমল দাসের মেয়ে নবনীতা দাস সহ স্থানীয়রা। কার্যালয়ের নাম বদলে নীলকমল স্মৃতি ভবন রাখা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার-পোস্টার সরিয়ে কার্যালয়ের বাইরে লাগিয়ে দেওয়া হয় নতুন নামের পোস্টার।

এ নিয়ে এলাকার বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলার ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় নবনীতাদের। ডিম ছোড়া হয় কাউন্সিলারের স্বামী বিক্রম দাসের গায়ে। সে সময় বিক্রম অভিযোগ করেছিলেন, 'বিজেপির মদতে এসব হচ্ছে। বিজেপির লোকেরাই অলিখিতভাবে পার্টি অফিস দখল করছে।' রাতের ঘটনায় বিজেপির বেশ কিছু কর্মী-সমর্থককে সেখানে দেখা গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

তবে এদিন জেলা বিজেপির সহ সভাপতি শিউলি চক্রবর্তী জানান, জোর করে বিজেপিকে রবিবারের মিলনপল্লি এলাকায় তৃণমূল পার্টি অফিস দখলের বিষয়ে জড়ানো হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনার সময় বিজেপির কোনও নেতা-কর্মী সেখানে ছিলেন না। আমরা বিজেপির নামকে কালিমালিপ্ত করতে দেব না। তাই ইসলামপুরের তৃণমূল কাউন্সিলার এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলাম।'

এবিভিপির বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২৪ আগস্ট : ইসলামপুর কলেজের মূল গেটের সামনে সোমবার এবিভিপির সমর্থকরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত ১৯ অগাস্ট রাতে বামপন্থী ছাত্ররা তাঁদের সদস্যদের উপর আক্রমণ চালায়। বিক্ষোভকারীরা জানায়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানো শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এদিনের প্রতিবাদ।

এক শয্যায় একাধিক প্রসূতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : শয্যার তুলনায় রোগীর সংখ্যা এতটাই বেশি যে একটি শয্যায় দুজন, কখনও তিনজনকে রেখে চিকিৎসা করতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের এমন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, হাসপাতালের এই পরিস্থিতির জেরে রোগীরা সুস্থভাবে শুয়ে বা বসে থাকতে পারছেন না। এমনকি রোগী পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে। যদিও সমস্যার কথা অস্বীকার করছে না প্রসূতি বিভাগ। এক চিকিৎসকের কথায়, 'ওয়ার্ডে কিছু সংস্কারের কাজ চলছে। সেই জন্য শয্যার সংখ্যা কমেছে। সংস্কারের কাজ শেষ হলে সমস্যা অনেকটাই দূর হবে।' হাসপাতাল সুপার ডঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'সমস্যা হলেও কিছু করার নেই, কেননা এই বিষয়গুলি পূর্ত দপ্তর দেখে। আর্থিক বরাদ্দ এলে নতুন ঘর তৈরি হবে, শয্যাও বাড়বে।'

মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের অবস্টেট্রিকস ইউনিটে ৩০টি শয্যা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের স্ত্রীরোগ নিয়ে প্রচুর মহিলা অন্তর্বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু দিন-দিন যেভাবে রোগীর চাপ বাড়ছে, সেই অনুপাতে শয্যার ব্যবস্থা নেই। ফলে একটি শয্যায় দু'-তিনজন রোগীকে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির ঘোগোমালির বাসিন্দা নয়ন সরকার নামে এক ব্যক্তির পরিবারের সদস্য অবস্টেট্রিকস বিভাগে চিকিৎসাধীন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় এবং পুরোনো মেডিকেলেই এক শয্যায় দু'-তিনজন রোগীকে রেখে চিকিৎসা চলছে। আমি এই ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছি। ওয়ার্ডের চিকিৎসক, নার্সদিদিরা বলছেন, এভাবেই এখানে চিকিৎসা করতে হয়।'

প্রশ্ন উঠছে, একটা শয্যায় কীভাবে দু'-তিনজনকে রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব? চিকিৎসকদের বক্তব্য, তিনজনকে খুব কমই রাখা হয়। তবে দুজন করে রাখতেই হয়। শয্যার দু'দিকে দুজন রোগী মাথা দিয়ে শুয়ে থাকেন। তিনজন রোগী এক শয্যায় দিলে অবশ্য তাঁরা বসে থাকতে বাধ্য হন। এক চিকিৎসকের কথায়, 'এখানে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব তৈরির প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। বহুবার তা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে দরবার করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা মেডিকেল পরিদর্শনে এলে তাঁদের কাছে এই দাবি রাখা হয়েছে। কিন্তু আজও সেই পৃথক ওয়ার্ড চালু হয়নি।'

প্রসূতি অন্তর্বিভাগের বাইরে দাঁড়িয়ে ইসলামপুরের তিনপুলের বাসিন্দা মহম্মদ হামিদ বলছিলেন, '১০-১২ দিন ধরে স্ত্রী প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কোনও দিনই একটা শয্যায় স্ত্রী একা থাকতে পারেনি। বেশিরভাগ দিনই দুজন করে এক শয্যায় থাকতে হচ্ছে। ওইটুকু শয্যায় দুজন রোগী পাশাপাশি শুয়ে রাতে ভালোভাবে ঘুমোতে পারে না।' সন্তান প্রসবের পরেও একই শয্যায় একাধিক রোগীকে সদ্যোজাতকে নিয়ে থাকতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, রোগী পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবে কোনও মহিলা সন্তানের জন্ম দিলে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখে তারপর ছুটি দিতে হবে। সিজার করা হলে পরবর্তীতে অন্তত সাতদিন হাসপাতালে ভর্তি রাখতেই হবে। সাতদিন পরে শরীরে কোনও সমস্যা না থাকলে রোগীকে ছুটি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রোগীর চাপ সামাল দিতে সরকারি নিয়ম ভেঙে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রোগীকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে।

দক্ষিণ ভারতের রামনগরমের ধাঁচে সাজবে কোকুন মার্কেট

রেশমগুটির ই-নিলামের ভাবনা কালিয়াচকে

কর্ণাটকের রামনগরমকে বলা হয় ভারতের রেশমশহর। বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে এই শহরের সরকারি কোকুন মার্কেট এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ রেশমের গুটির বাজার। প্রতিদিন ৪০-৫০ হাজার কেজি কোকুন এখানে বিক্রি হয়। ধারে ও ভারে তার কাছাকাছি না হলেও কালিয়াচকের কোকুন মার্কেটের সুখ্যাতিও কম নয়। এবার কালিয়াচকের সেই বাজারের পরিকাঠামো রামনগরমের ধাঁচে করার উদ্যোগ।

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৪ অগাস্ট : রেশমগুটি নিয়ে হাটে এসেছেন চাষি। একদিকে বিক্রির তাগিদ, অন্যদিকে বাজারদর নিয়ে অনিশ্চয়তা। গুটি বিক্রির পর বড় অঙ্কের টাকা লেনদেন হলেও নেই সরাসরি ব্যাংকিংয়ের সুবিধা। নেই পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার, পরিস্রুত পানীয় জল, বৈদ্যুতিন ওজনযন্ত্র কিংবা গুটি পরীক্ষার পরিকাঠামো। কালিয়াচকের কোকুন মার্কেটে দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলি এবার মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কর্ণাটকের রামনগরমের বিখ্যাত রেশমগুটি হাটের ধাঁচে কালিয়াচক কোকুন মার্কেটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোমবার কালিয়াচক কোকুন মার্কেট সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কেন্দ্র ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ এস গান্ধি ডস, রাজ্য রেশম দপ্তরের মালদার উপ-অধিকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বাগমারা অফিসের বৈজ্ঞানিক তন্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিদর্শনের পর মার্কেটের পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত রিপোর্ট তৈরির কথা বলেন আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ এস গান্ধি ডস বলেন, 'রামনগরমের ধাঁচে কালিয়াচক কোকুন মার্কেটের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানে বসেই চাষিরা কম্পিউটার স্ক্রিনে সারা ভারতের রেশমগুটির বর্তমান বাজারদর জানতে পারবেন। ফলে গুটির ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়বে।'

কোকুন মার্কেট পরিদর্শন করছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সোমবার।

- সরেজমিনে কোকুন মার্কেট পরিদর্শন কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিনিধিদল
- কম্পিউটার স্ক্রিনে সারা ভারতের বাজারদর, ই-নিলামের ব্যবস্থা, সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও থাকার সুবিধা
- উপকৃত হতে পারেন মালদার প্রায় ৬৬ হাজার রেশমচাষি পরিবার, দাবি সংশ্লিষ্টদের

গুটি বিক্রির পদ্ধতিতেও বদল আসতে চলেছে। প্রতিটি লট ওজন করে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা চাষিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে সরাসরি ব্যাংক পরিষেবাও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মালদার এই কোকুন মার্কেট প্রায় দুই একর জমির উপর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল। জেলার পাশাপাশি নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চাষিরা এখানে গুটি বিক্রি করতে আসেন। বর্তমানে বছরে পাঁচ দফায় রেশমগুটি উৎপাদন হওয়ায় প্রায় পাঁচ মাস বাজার জমজমাট থাকে। আধুনিকীকরণের পর সারাবছর গুটি ও রেশম সুতো কেনাবেচার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারের এই উদ্যোগে মালদার প্রায় ৬৬ হাজার রেশমচাষি পরিবার এবং তিন হাজারের বেশি ক্ষুদ্র রেশম রিলিং ইউনিট উপকৃত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। পার্শ্ববর্তী জেলা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা চাষিরাও এর সুবিধা পাবেন। রেশমচাষি লুৎফর রহমান বলেন, 'গুটি বিক্রির পর লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়। এখানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা হয়। পরিস্রুত পানীয় জল, বৈদ্যুতিন ওজনযন্ত্র, বিশ্রামাগার, পর্যাপ্ত শৌচাগার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নেই। গুটি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই।' তাঁর আশা, রামনগরমের আদলে কালিয়াচক মার্কেট আধুনিক হলে চাষিদের সমস্যা কমবে। একইসঙ্গে সারাবছর বাজার চালু থাকলে রেশম চাষে আগ্রহও বাড়বে।

বাঘ ছাড়ার এনক্লোজারের সামনে বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ।

বিহার থেকে বক্সায় আসছে বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : বক্সা টাইগার রিজার্ভে যে বাঘ আনা হচ্ছে, তা জানা গিয়েছিল আগেই। তবে বিহার না অসম থেকে বাঘ আনা হবে সেই নিয়ে চর্চা ছিল। তবে শেষপর্যন্ত ঠিক হয়েছে- বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকেই একটি বাঘিনী আসছে। সোমবার এই খবর জানান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। এদিন টাইগার রিজার্ভে তৈরি এনক্লোজার পরিদর্শন করেন বনমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল সহ দুই ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর দেবাশিস শর্মা এবং হরিকৃষ্ণন পিজে। পরিদর্শনের পর বনমন্ত্রী বলেন, '২ অক্টোবর বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়েছে এদিন। প্রস্তুতি প্রায় শেষ। বিহার থেকেই বাঘ আসবে। তাকে কীভাবে আনা হবে, তা নিয়ে বনকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' দুটি বাঘ ছাড়ার যে চর্চা চলছিল, সেটি নিয়েও খুশির খবর দেন মনোজ। তিনি জানান, একটি বাঘ ছাড়ার কিছুদিন পর আরেকটি বাঘ ছাড়া হবে বক্সার জঙ্গলে।

চলতি সপ্তাহে ন্যাশানাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির আধিকারিকদের বক্সায় আসার কথা। এই বাঘ আনার প্রকল্পে তারাই শেষ কথা। সুতরাং ওই দলের সামনে সবটা সঠিকভাবে তুলে ধরা বড় কাজ রাজ্য বন দপ্তরের। বনমন্ত্রী তাই আগেই সবটা খতিয়ে দেখলেন। এদিন বনমন্ত্রী সোজা এনক্লোজার পরিদর্শনে যান। যেখানে বাঘ এনে তিন-চার মাস রাখা হবে সেই জায়গা ঘুরে দেখেন। হরিণের জন্য তৈরি ঘাসবাগান, বাঘের জলের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। নিরাপত্তার কী কী ব্যবস্থা রয়েছে সেটাও দেখা হয়।

পরিদর্শন শেষে রাজাভাতখাওয়ায় একটি বৈঠকও হয়। সেখানে বনমন্ত্রী ও বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্তাদের সঙ্গে যোগ দেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, রাজ্যের আরেক মন্ত্রী বিশাল লামা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের আধিকারিকরা। সেখানে বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার সঙ্গে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার শহরে যে গন্ডার দিবসের অনুষ্ঠান করা হবে সেটার প্রস্তুতি বৈঠকও হয়। ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন যৌথভাবে করবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ।

সংঘের সঙ্গে দূরত্ব, চর্চায় বিজেপি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : আরএসএসের নিয়ন্ত্রণ বিজেপি আর মানতে চাইছে না। রাজ্য থেকে জেলায় পাঠানো পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান সংক্রান্ত পুস্তিকায় দলের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'আরএসএস-কে বিজেপি কখনোই একমাত্র নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হিসেবে মানে না। আরএসএস বাদে বিজেপি সহ অন্য সংগঠনগুলি কেবলমাত্র রিলে স্টেশন, এই কথাও বিজেপি স্বীকার করে না। বিজেপি, আরএসএস সহ অন্য সমস্ত সংগঠনই স্বশাসিত, স্বাধীন ও স্বনির্ভর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংগঠনই নিজস্ব স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যপদ্ধতি ও পরিভাষা গড়ে তুলেছে।'

রাজ্য সহ গোটা দেশেই আরএসএস-বিজেপির নীতিগত সংঘাত চর্চার বিষয়। ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন থেকে রাজ্যে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই বিরোধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবার বিজেপির অবস্থান সেই দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে এনেছে। প্রশিক্ষণ পুস্তিকাটি অভ্যন্তরীণ নোট হিসেবেও বাছাই করা নেতা-কর্মীদের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মনোজ টিগ্গাকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সংঘের সমালোচনা নিয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় মন্তব্য করতে চাননি।

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী অবশ্য বলেন, 'বিজেপি তার নীতি আদর্শ নিয়ে চলে। সমস্ত জেলাতেই দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। কর্মীদের সার্বিকভাবে বিজেপির আদর্শে গড়ে তোলাই দলের প্রধান লক্ষ্য।' অন্যদিকে, আরএসএসের উত্তরবঙ্গের এক সংগঠকের কথায়, 'আমরা রাজনৈতিক দল নই। আমাদের কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। ইস্যুভিত্তিক বিষয়ে একসঙ্গে আওয়াজ উঠতেই পারে। তাই বলে একে অপরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

আরএসএসের তৃণমূল স্তরের জনসংযোগ বিজেপিকে রাজ্যে

- আরএসএস ও বিজেপির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল পদ্ম শিবির
- প্রশিক্ষণে পারস্পরিক সম্পর্ক, জনসংযোগ ও সামাজিক দায়িত্বের পাঠ
- বুথ স্তরে দলের বার্তা পৌঁছে দেবেন প্রশিক্ষিত নেতা-কর্মীরা

ক্ষমতায় এনেছে বলে ধারণা প্রচলিত। সম্প্রতি আরএসএস, ভারতীয় মজদুর সংঘ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সংগঠনে বিভিন্ন পেশার মানুষের ভিড় দেখা গেলেও সংঘের নীতি বুঝে অনেকে পরে সরে গিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে মজদুর সংঘের সম্মেলনে মজদুর সংঘ ও আরএসএস কর্তারা নিজেদের অরাজনৈতিক বলে জানান। রাজগঞ্জ কলেজে বিধায়ক দীনেশ সরকার কয়েকজন বিজেপি নেতাকে নিয়ে গেলে এবিভিপির বিক্ষোভের মুখে পড়েন। স্কুল প্রাঙ্গণ রাজনৈতিক নেতাদের জন্য নয় বলে এবিভিপি প্রতিবাদ করে।

এসব ঘটনার প্রেক্ষিতেই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সংঘের সংগঠনগুলির সম্পর্ক কী হবে, তা প্রশিক্ষণে বোঝানো হচ্ছে। পুস্তিকায় কর্মীদের বলা হয়েছে, আরএসএস বা অন্য অরাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে বিজেপির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্বাস, পারিবারিক আত্মীয়তার অনুভূতি, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধাবোধ এবং খোলামেলা ও নির্ভেজাল সংলাপের উপর দাঁড়িয়ে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ পরিবার হিসেবে কাজ করতে হবে। তবে প্রত্যেক সংগঠনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। সম্পর্ক পরিচালনায় করণীয় ও বর্জনীয় নির্দেশিকাও মেনে চলতে হবে। দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

প্রশিক্ষণে অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদের মতো বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে যোগ্যদের সুবিধা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। রাজ্যের ঘোষিত প্রকল্প নিয়েও প্রচারে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুরে হয়েছে। চলতি মাসে বাকি জেলাগুলিতে শুরু হবে। দুইদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি, মণ্ডল সভাপতি, শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী ও রাজ্য কমিটির প্রতিনিধিরা থাকবেন। প্রশিক্ষিতরা বুথ ও ব্লক স্তরে দলের বার্তা পৌঁছে দেবেন।

হামলায় জখম আট, স্কুলে কলঙ্ক

প্রথম পাতার পর

কয়েকজন পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলাকারীদের মধ্যে বহিরাগতরাও ছিল। জখমদের উদ্ধার করে স্কুলের অ্যাম্বুল্যান্সে করেই চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মার খাওয়া পড়ুয়া আসিফ রাজা, মাহফুজ রেজাদের কথায়, হঠাৎই আমাদের মারধর করতে শুরু করে কয়েকজন। কেন মারা হল, কিছুই বুঝতে পারিনি। প্রশ্ন উঠেছে, বেলা ১১টার পর স্কুলে মেইন গেট বন্ধ থাকার কথা। সেক্ষেত্রে বহিরাগতদের গেট খুলে স্কুলে ঢোকালেন কে? স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে পড়ুয়াদের মারধর করার সময় শিক্ষকরা কোথায় ছিলেন?

এদিনের ঘটনাপ্রসঙ্গে এক অভিভাবক নীরেন অধিকারী বলেন, 'আমার ছেলে স্কুলে এসে মার খেয়েছে। শিক্ষকরা থাকতেও, এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল? খবর পেয়ে স্কুলে আসার পর দেখা করতে দেওয়া হয়নি।' আরেক অভিভাবক নতিয়া সিংহর দাবি, তাঁর ছেলেকে মারধর করা হয়েছে। স্কুল প্রাঙ্গণে এমন কেন ঘটবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এক আংশিক সময়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠায় কাজ থেকে সরিয়ে দেন প্রধান শিক্ষক। এর পর থেকেই ওই স্কুলের পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদে স্কুলের পড়ুয়াদের একাংশ রাস্তায় নামে। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দিয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখানো হয়। অভিযোগ, স্কুল-শিক্ষক-অভিভাবকদের গণ্ডির বাইরে থেকে রাজনৈতিক ইন্ধন জোগানো হচ্ছে অশান্তিতে। স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা-কর্মী নাক গলাচ্ছেন স্কুলের বিষয়ে।

এদিন ঘটনার খবর চাউর হতেই স্কুলের প্রধান গেটের বাইরে অভিভাবকরা জড়ো হন। চলতে থাকে দফায় দফায় বিক্ষোভ। অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। সেইসঙ্গে পদত্যাগের দাবি ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। উত্তেজিত অভিভাবকদের রোষের মুখে পড়তে হয় পুলিশকেও। শেষপর্যন্ত ঘোষপুকুর, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, মিরিক- সমস্ত জায়গা থেকে পুলিশ আনা হয়। মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

খবর পেয়ে বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ঘটনাস্থলে পৌঁছান। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ডিআই কানাইলাল দে, বিধাননগর সার্কেলের এসআই সাধন বিশ্বাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অনিন্দ্যসুন্দর ভট্টাচার্য, এসডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায় সহ অন্যদের নিয়ে বিধায়ক বৈঠকে বসেন। এরই মধ্যে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিধায়ক জানিয়েছেন, বৈঠক থেকে সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে প্রধান শিক্ষক ছাড়াও একলাখ হুসেন, জিয়ারুল কাদরি- এই তিন শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। সেইসঙ্গে, রবিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে স্কুলের পঠনপাঠন। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, স্কুল চালাতে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

দুর্গা মুর্মু বলেন, 'স্কুলে কী ঘটেছে তা নিরপেক্ষ তদন্তের আগে কিছুই বলা সম্ভব নয়। পুলিশ এবং শিক্ষা দপ্তর তদন্ত করবে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীকেও চিঠি দেওয়া হবে। এর মাঝে কোনও অভিভাবকের নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা থানায় জমা করতে বলা হয়েছে।'

সূত্রের খবর, এভাবে প্রধান শিক্ষককে ছুটিতে পাঠানোর বিরোধিতা করেছিলেন ডিআই। তবে, শেষপর্যন্ত বিধায়কের কথাতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিধায়ক বলেন, 'নিয়মকানুনের জায়গা থেকে ডিআই নিজে থেকে এভাবে ছুটি দিতে পারেন না। সেই কারণেই তিনি এমনটা বলেছিলেন। কিন্তু, কী ঘটেছে স্কুলে সেটা জানা দরকার। সরকারি স্কুলে ডোনেশন এবং ইচ্ছেমতো যদি ফি চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেটা কাম্য নয়। তদন্ত হলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

যে প্রধান শিক্ষকের হাতে স্কুল রাজ্যসেরা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে, রাতারাতি তিনি এত অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ায় অনেকেই রাজনৈতির অভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছেন। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না।

কোচবিহারে চুরি, গ্রেপ্তার শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কোচবিহারের এক চিকিৎসকের বাড়ি থেকে সোনা চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে শিলিগুড়ির আশিঘর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সুমন মণ্ডল, তিনি নরেশ মোড় এলাকার একটি গয়নার দোকানের মালিকের ছেলে। সম্প্রতি ওই চিকিৎসকের বাড়ি থেকে গয়না চুরি গিয়েছিল। কোচবিহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশের দাবি, সুমন চোরাই গয়না মজুত করে পরবর্তীতে তা বিক্রির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। কোচবিহার থানার পুলিশ আশিঘর ফাঁড়ির সহযোগিতায় সোমবার অভিযান চালায়। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হতে পারে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গয়না কার হাত ধরে কোথায় বিক্রি হয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে।

চিনির দাম নিয়ে আশ্বাস

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যে চিনির দাম বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠেছে আমজনতার। এদিন চিনির দাম কমানো নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্য সরকার কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে। এদিন ফুড ইনস্পেকটরদের নিয়ে এবং ক্রেতা সুরক্ষা সপ্তাহ যা পয়লা থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। হঠাৎ করে চিনির দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা আটকাতে সরকারের টাস্কফোর্সকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে এই ব্যাপারে আরও শক্তিশালী করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি, আসানসোল সহ ৭২টি সাব-ডিভিশনে এবং পুলিশের ৩৫টি জোনে টাস্কফোর্স শক্তিশালী করা হয়েছে। সাব-ডিভিশনের ক্ষেত্রে এসডিওরা এবং পুলিশের ক্ষেত্রে ৩৫টি জোনে ডিসিদের ফোর্সের মাথায় রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যস্তর থেকে মুখ্যসচিব, পুলিশের ডিজি ও অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা এইসব টাস্কফোর্সের নজরদারি করবেন। ব্লক স্তর পর্যন্ত এই ধরনের টাস্কফোর্স গঠন করতে পারলে আরও ভালো কাজ হবে। তবে এখনই সেই পরিকাঠামো নেই। তবুও রাইসমিল এবং চিনি সরবরাহকারীদের ওপর কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তাঁর আশা, কয়েকদিনের মধ্যেই চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।' এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে আরও একাধিক প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আফগান

প্রথম পাতার পর

ধৃতের দাবি, তিনি শিবপুরে শংকরের সঙ্গে সুদ, জামাকাপড় আর ড্রাই ফ্রুটসের ব্যবসা করতেন। নেপাল থেকে থাইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য তাঁরা পানিট্যাঙ্কি স্থলবন্দরে এসেছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, আবদুল্লা আফগান পাসপোর্ট ব্যবহার করে ভারতীয় ভিসায় এদেশে এসে আর ফিরে যাননি। এরপর ধীরে ধীরে কারবার জমিয়ে বসেছেন। ধৃত দুই তরুণ কোনও বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

৩১৪(৪), ৩১৯(২), ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ২০, ২২, ২৩, ২৪ ভারতীয় অভিবাসন ও ফরেনার্স অ্যাক্টে এবং ১২(১), ১২(২) ও ৩৪ আধার অ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। এদিন দার্জিলিং পুলিশ সুপার ওয়াইএস জগন্নাথ রাও জানিয়েছেন, সন্দেহজনকভাবে সীমান্তে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন অফিস সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এক আফগান তরুণের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি রয়েছে। নথিপত্র ও কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্নপূর্ণায় প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ আগেই বলেছিলেন, ঢালাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে মহিলাদের অভ্যাসটা খারাপ করে দিয়েছে তৃণমূল।

অন্নপূর্ণা যোজনা পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে বিজেপি যে প্রচার করছে, তার পালটা মমতার বক্তব্য, যোগ্যতার মাপকাঠি তৈরির এক্তিয়ার বিজেপির নেই। তাঁর কথায়, 'লোকে বলে ভোটে জেতার প্রথম ৪ মাস হানিমুন পিরিয়ড। এখন তো মানিমুন পিরিয়ড চলছে। আমাদের চোর বলছেন, নিজেদের মুখটা একবার আয়নায় দেখেছেন?' তৃণমূল জমানার একাধিক প্রকল্পের নাম বদল নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

তাঁর কথায়, এখন তো কেন্দ্রের টাকা পাচ্ছেন। সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে? বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ১৭ হাজার ছেলেমেয়ে চাকরি হারিয়েছে। রাস্তাঘাট, জল জমা, কোনও কিছুর ভোগান্তি থেকে মানুষের রেহাই নেই। যাদবপুরের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ঘটনায় তিনি কার্যত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে র‍্যাংকিংয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় এক নম্বর স্থানে। পড়ুয়াদের সঙ্গে আদর্শগত ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাদের কোনওদিন অশ্রদ্ধা করিনি। যাদবপুরের ছাত্ররা যখন অনশনে বসেছিল, আমি ছুটে গিয়েছিলাম।'

ক্যাম্পাসে হামলা ও নন্দলাল বসুর তৈরি প্রতীক ভাঙার নিন্দা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমব্লেমটাও পর্যন্ত আপনারা নষ্ট করেছেন। বাইরে থেকে আগুন জ্বালিয়েছেন। আবার বলছেন ছাড়ব না।' দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়া বাঁকুড়ায় এক আন্দোলনকারীর বাবাকে খুনের প্রসঙ্গ টেনে মমতার হুঁশিয়ারি, 'দিল্লির আন্দোলন দেখেছেন তো? সব রাজনৈতিক দল ও ছাত্র-যুবদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। না দিলে দিল্লির মতো আন্দোলন হবে।'

রোগী ভর্তির পর ৭২ ঘণ্টা প্রাইভেট

প্রথম পাতার পর

তাঁরা পালা করে সপ্তাহে বা ১৫ দিনে একবার এখানে এসে দু'দিন থেকে রোগীদের চিকিৎসা করে আবার কলকাতায় ফিরে যান। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রায় ৫০ শতাংশ সিনিয়ার ডাক্তারই এভাবে ডিউটি করেন বলে অভিযোগ। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোটাই জুনিয়ার ডাক্তার সহ ডাক্তারি পড়ুয়াদের ওপর নির্ভরশীল। জেলার হাসপাতালগুলি থেকে একজন ডক্টর অফ মেডিসিন (এমডি) বা মাস্টার অফ সার্জারির (এমএস) হাত থেকে রোগীরা মেডিকেলে রেফার হয়ে এসে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি), ইন্টার্ন, হাউসস্টাফদের মতো ডাক্তারি পড়ুয়াদের হাতে পড়ছে।

এর ফলে ভালো চিকিৎসার জন্য এসে রোগীরা আরও ভুক্তভোগী হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, সিনিয়ার ডাক্তাররা অনিয়মিত হওয়ায় বেশিরভাগ বহির্বিভাগও জুনিয়ার ডাক্তারদেরই সামলাতে হয়। পাশাপাশি অধ্যাপক চিকিৎসকরা না আসায় কলেজগুলিতে ডাক্তারি পড়ুয়াদের পঠনপাঠনও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অভিযোগ, বহু চিকিৎসক নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স (এনপিএ) নিয়েও চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। এর মধ্যে কলকাতারও বহু চিকিৎসক রয়েছেন, যাঁরা জেলায় দু'দিন ডিউটি করে সপ্তাহের বাকি সময়টা কলকাতায় নার্সিংহোম বা প্রাইভেট চেম্বারে বসছেন। এমনকি অনেক চিকিৎসক সরকারি কাজের সময় কর্মস্থলে ফাঁকি দিয়ে বেসরকারি চেম্বারে বসছেন, অনেকে সেই সময় নার্সিংহোমে গিয়ে দিব্বি অপারেশনও করছেন। রাজ্যে সরকার বদলের পরে এবার এই ফাঁকিবাজ চিকিৎসকদের বাগে আনতে কড়া হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

রাজ্যের মেডিকেলগুলির বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসকরা ইউনিট ভাগ করে রোগী ভর্তি করান। ইউনিট-১ সোমবার দায়িত্বে থাকলে পরদিন ইউনিট-বি। তার পরদিন ইউনিট-সি। এভাবেই অধ্যাপক চিকিৎসকরা ইউনিটের দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু সিনিয়ারদের অধিকাংশই রোগী ভর্তি করে হাসপাতাল থেকে চলে যান। পরবর্তী সময়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের সেই রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব সামলাতে হয়। সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিবের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোগী ভর্তির দিন থেকে ৭২ ঘণ্টা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কোনও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। তিনি যদি সরকারি ছাড়পত্র নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সঙ্গে যুক্তও থাকেন, তবুও তা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। এই নির্দেশ সমস্ত অধ্যাপক চিকিৎসককেই বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হবে। এর পরেও কেউ সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে কড়া পদক্ষেপের নিদান দেওয়া হয়েছে।

পুরুষশূন্য বটতলি

প্রথম পাতার পর

দুর্গাপুজো এলে বাড়িতে থাকার সুযোগই থাকে না।'

শুধু রোজগারের পথ নয়, এই কাজের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। ধর্ম আলাদা হলেও উৎসবের আনন্দকে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এই গ্রামেরই মোজাফফর শেখ, সাবিরুল শেখ, একরামুল শেখরা। তাঁদের হাতের নিপুণ কারুকার্যেই সেজে ওঠে অসংখ্য মণ্ডপ, মুগ্ধ হন লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী। অথচ সেই শিল্পীদের অনেকের নামই থেকে যায় আড়ালে। তবে এই কাজের আনন্দ যেমন উপভোগ করেন তাঁরা, তেমনই চাপা ক্ষোভও রয়েছে। যেমন সাবিরুল বলেন, '৮ ঘণ্টা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে মেলে মাত্র ৬০০ টাকা। আর হেড মিস্ত্রিদের মেলে ৭০০ টাকা। এই টাকায় কি সংসার চলে?'

দুর্গাপুজোর আলো, থিম আর মণ্ডপ নিয়ে যখন শহর-গ্রামে চর্চা শুরু হয়েছে, তখন মালদার বটতলি যেন নীরবে লিখে চলেছে সম্প্রীতি, পরিশ্রম আর শিল্পের এক অনবদ্য উপাখ্যান। যে গ্রামে দুপুরবেলা পুরুষদের দেখা মেলে না, সেই গ্রামই আসলে বাংলার অন্যতম বড় উৎসবকে রং, রূপ আর সৌন্দর্যে সাজিয়ে তোলার অদৃশ্য কারিগরদের ঠিকানা। সেই গ্রামের রাস্তা ভাঙাচোরা, কাদায় ভরা। রাত হলেই বহু এলাকা এখনও ডুবে যায় অন্ধকারে। সেই অন্ধকার, ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই তো আসে পুজোর আনন্দের আলো।

...যাতে বাইরে বেরোতে না পারেন

প্রথম পাতার পর

২১ জুলাই শহিদ দিবস উদযাপনের পর ঘোষণা করলেও এখনও তিনি ঘরবন্দি। এনিয়ে কালীঘাটপন্থী শিবিরে ক্ষোভ কম নয়। রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে জেলার কর্মী-সমর্থকদের যোগাযোগ তেমন নেই। যাদবপুরের মতো বড় ঘটনায় তৃণমূল পথে নামেনি। সোমবার মমতা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সরকার অনুমতি দিচ্ছে না বলে তিনি পথে নামতে পারছেন না।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীও সোজাসাপ্টা বুঝিয়ে দিলেন, অনুমতি দেওয়ার প্রশ্ন নেই। বরং মমতাকে ঘরে আটকে রাখতেই চান তিনি। তাঁর সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যাও শোনা গিয়েছে শুভেন্দুর মুখে। তাঁর ভাষায়, 'ওঁর লোকেরাই ওঁকে আর বিশ্বাস করছেন না। আপনি বারুইপুর নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন, গোল খেয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আপনি হালিশহর নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, ডাবল গোল খেয়ে এসেছেন।'

তৃণমূলের আন্দোলন বা প্রতিবাদ তো বটেই, সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাতেও মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ক্ষোভ ঝরে পড়ে। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'ধমক-চমক, রিল বানানো কিংবা মিডিয়া ট্রায়াল চালিয়ে এ সরকারে কোনও কাজ হবে না। মানুষ শুধু ভাতার জন্য আমাদের জেতাননি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে এবং রাজকোষের টাকা ফেরাতে আমাদের ভোট দিয়েছেন।' সেই প্রক্রিয়া সবে শুরু হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দু'দিন আগেই শুভেন্দু বলেছিলেন, এই সরকার ব্যাপক গণরায় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে এই সরকারকে মাথা হেঁট করানো যাবে না। বামফ্রন্ট জমানার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'আমরা ২৩৫, ওঁরা ৩০।' সেই দম্ভোক্তির যেন প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেছেন, 'আমরা ২০৭।' বিরোধীদের রাস্তায় বের না হতে দেওয়ার কথায় সেই মনোভাবের প্রতিফলন বলে জনপরিসরে চর্চা চলছে।

স্ত্রীকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ওই তরুণীর স্বামী অভিলাষ তামাংয়ের মাথায় তিনটি সেলাই পড়েছে। পুলিশের এক কর্তার বক্তব্য, 'অভিযুক্তরা পালিয়ে রয়েছে। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

তবে ঘটনার রেশ সেখানেই থামেনি। রীতিকা তামাং নামে ওই তরুণীর অভিযোগ, রাতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বাড়ি ফেরার পর অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। সোমবার তিনি যখন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখনও উত্তেজনায় থরথর, 'ফোনের উলটোপাশ থেকে এক ব্যক্তি নিজেকে বিট্টু নামে পরিচয় দেয়। গাড়িতে আমি কী রংয়ের পোশাকে ছিলাম সেটিও বলে দেয়। চম্পাসারি, দেবীডাঙ্গা সহ জংশন এলাকার তিনি দাদা বলে হুমকিও দেন।'

নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে ওই তরুণী এদিন সকালে প্রধাননগর থানায় ফের লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বরের সূত্রে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ওই তরুণী অবশ্য পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন, 'গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারল না। গাড়ির নম্বর দিয়ে তো সহজেই পুলিশ অভিযুক্তদের নাম বের করতে পারত। আমরা অত্যন্ত নিরাপত্তাহীনতা ভোগ করছি।' ওই রাতের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছিলেন, 'স্বামী প্রতিবাদ করার পর ওই গাড়ি থেকে এক তরুণ নেমে গালিগালাজ করছিল। স্বামী ওই তরুণের কলার চেপে ধরেন। এরপরই গাড়ি থেকে বাকি তিনজন নেমে স্বামীকে ঘিরে ধরে। একজন একটি ধারালো জিনিস দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করে। কোনওভাবে দুই শিশু ও শাশুড়িকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে স্বামীর পাশে দাঁড়াই।'

এদিনের ঘটনার পর রাতের শিলিগুড়ির নিরাপত্তা ফের কাঠগড়ায়। রাত বাড়ার সঙ্গে ভিনরাজ্যের গাড়ির দাপট বাড়ছে বলে অভিযোগ। জায়গায় জায়গায় কথা কাটাকাটি, তা মারামারিতে গড়াচ্ছে। অনেকে আহত হচ্ছেন। পাশাপাশি, শহরজুড়ে চুরির দাপট বাড়ছে। শহরবাসীর একাংশের কথায়, সরকার বদলালেও রাতের শহরের নিরাপত্তায় খামতি মেটেনি। সমস্যার সময় বেশির ভাগ জায়গাতেই সময়মতো পুলিশের দেখা মেলে না। রাতের পুলিশি টহলদারি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

ধ্রুবের শতরানে শ্রীলঙ্কা দখলের পথে ভারত

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২৪ অগাস্ট : দৃশ্য এক : এসএসসি-র বাঁদিকের গ্যালারিতে সকাল থেকে তিন তরুণ 'ভারত মাতা কী জয়' বলে প্রবল চিৎকার করছিলেন। হাতে উড়ছে তেরঙা। মধ্যাহ্নভোজের সময় কোচ গৌতম গম্ভীর নিজে মাঠের ধারে গিয়ে ওই তিন ভারতীয় সমর্থকের সঙ্গে হাত মেলাতেই সেই গর্জন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

দৃশ্য দুই : দুপুরের এসএসসি স্টেডিয়ামে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। প্রেসবক্সে বসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডার ফাঁকে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকা রাসেল আর্নল্ডের অকপট স্বীকারোক্তি, 'স্কিলে ভারত অনেক এগিয়ে। এখন একমাত্র বৃষ্টিই শ্রীলঙ্কাকে চলতি টেস্টে বাঁচাতে পারে।'

দৃশ্য তিন : অসিথা ফার্নান্ডোর বলটা মিড অফে ঠেলেই মরিয়া দৌড় ধ্রুব জুরেলের। রানআউট থেকে বাঁচতে বিশাল ডাইভ। মাটি থেকে উঠেই হেলমেট খুলে সাজঘরের দিকে সেই চেনা স্যালুট। তারপর জার্সির হাতা গুটিয়ে 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' ট্যাটু প্রদর্শন। পিচের অপর প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মহম্মদ সিরাজের বুকে জড়িয়ে ধরা।

কলম্বোর আকাশে সকালের ঝলমলে রোদ বেলার দিকে মেঘে ঢাকল। মেঘ-রোদের লুকোচুরি আর দুই দফার বৃষ্টিতে সারাদিনে খেলা হল মাত্র ৫৮ ওভার। কিন্তু ওইটুকু সময়েই শ্রীলঙ্কাকে খাদের একেবারে কিনারায় ঠেলে দিল টিম ইন্ডিয়া। গতকালের ৩০০/৫ থেকে শুরু করে ৫০৩/৯ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিল ভারত। আর দিনের শেষে খেলতে নেমে শ্রীলঙ্কার স্কোর ৮/২। ৪৯৫ রানে পিছিয়ে থাকা দ্বীপরাষ্ট্রের শিবিরে এখন শুধুই হারের প্রহর গোনা।

বৃষ্টিবিঘ্নিত এই দিনটিতে এসএসসি-র বাইশ গজে তৈরি হল একাধিক নজির। দিনের শুরুতে অসিথার বাউন্সারে সারাংশ জৈন (৬) দ্বিতীয় স্লিপে ডাইভিং ক্যাচ দিয়ে ফিরতেই মাঠে নামেন গতকাল চোট পেয়ে ফিরে যাওয়া ঋষভ পন্থ। এরপর জুরেলকে সঙ্গে নিয়ে ১৫২ বলে ১১২ রানের একটা দুরন্ত পার্টনারশিপ গড়লেন তিনি। আগের দিন অসিথার যে শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে ডান কাঁধে চোট পেয়েছিলেন, এদিন যেন তারই মধুর প্রতিশোধ নিলেন পন্থ। রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে ধেয়ে আসা অসিথার বাউন্সারকে সজোরে হুক করে সোজা পাঠালেন স্টেডিয়ামের ছাদে। বলের আঘাতে ভেঙে খানখান হয়ে গেল ছাদের সৌর প্যানেল! বল বদলাতে বাধ্য হলেন আম্পায়াররা। ৮৯ বলে ৬৩ রানের এই ইনিংসে ভর করে বিদেশের মাটিতে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে ভারতের সর্বাধিক রানসংগ্রাহক উইকেটকিপার-ব্যাটার হয়ে গেলেন পন্থ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের রানে টপকে গেলেন অধিনায়ক শুভমান গিলকেও। যদিও লাঞ্চের পর প্রথম বলেই লং অফে ক্যাচ দিয়ে তাঁর ফেরার একটা আক্ষেপ থেকেই গেল।

পন্থের এই তাণ্ডবের ঠিক বিপরীত মেরুতে ছিলেন জুরেল। তাঁর ব্যাটে কোনও অযথা আগ্রাসন ছিল না, ছিল নিখুঁত টেম্পারামেন্ট ও শৃঙ্খলা। ১৭৭ বলে অপরাজিত ১১৫ রানের ধ্রুপদি ইনিংসে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, লাল বলের ক্রিকেটে তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। ৯৯ রানে পৌঁছে টানা ২১টি বল ধৈর্য ধরে খেলার পর ওই ডাইভ দিয়ে রান পূর্ণ করাটা তাঁর কঠিন স্নায়ুর প্রমাণ। এই শতরান আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরে তাঁর জায়গা কার্যত পাকা করে দিল।

জুরেল ও মানব সুথারের (৩৯ রানের পার্টনারশিপ) ব্যাটে ভর করেই ভারত ৫০০ পার করে ডিক্লেয়ার দেওয়ার পর, গলের গুমোট আর মন্দ আলোর মধ্যে শুরু হয় লঙ্কান ব্যাটারদের পরীক্ষা। মাত্র কয়েক ওভারের স্পেলেই শ্রীলঙ্কাকে জোড়া ধাক্কা দেয় ভারত। প্রসিধ কৃষ্ণার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে ডিফেন্স করতে গিয়ে গালিতে যশস্বী জয়সওয়ালের অনবদ্য ডাইভিং ক্যাচে ফেরেন লাহিরু উদারা। এরপর নাইটওয়াচম্যান প্রভাত জয়সূর্যকে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলেন মানব। মন্দ আলোর অভিযোগ তুলে বারবার আম্পায়ারদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও লাভ হয়নি শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের। ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতেই মাঠ ছাড়েন তাঁরা। আর টিম ইন্ডিয়া তখন ৫০৩ রানের পাহাড়ে বসে কলম্বো দখলের হাসি হাসছে।

ঋষভের জোড়া নজির

অর্ধশতরানের পর ঋষভ পন্থ।

শতরানের পর বাইসেপে লেখা 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' ট্যাটু দেখাচ্ছেন ধ্রুব জুরেল।

'জয় জওয়ান, জয় কিষান'
রহস্য ফাঁস জুরেলের

> আমার দাদু কিষান ছিলেন, আর বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনায়। ওঁদের সম্মান জানাতেই জয় জওয়ান, জয় কিষান ট্যাটু করিয়েছি। -ধ্রুব জুরেল

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস)

যশস্বী বো অসিথা	৪৫
লোকেশ ক ডিকওয়েলা বো লাহিরু	১৮
পাডিক্কাল বো নুয়াস্থা	১১৭
শুভমান ক ডিকওয়েলা বো অসিথা	৫০
ঋষভ ক উদারা বো নুয়াস্থা	৬৩
জাদেজা বো অসিথা	৪৩
জুরেল অপরাজিত	১১৫
সারাংশ ক মিশারা বো অসিথা	৬
সুথার ক ডিকওয়েলা বো প্রভাত	১৮
সিরাজ এলবিডব্লিউ বো প্রভাত	৩
প্রসিধ অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত	২১
মোট (৯ উই. ডি, ১৩৮ ওভার)	**৫০৩**

উইকেট পতন : ৩৭/১, ৬৬/২, ১৮৬/৩, ২০৭/৩ (ঋষভ রিটায়ার্ড আউট), ২৮১/৪, ২৯৬/৫, ৩০৭/৬, ৪১৯/৭, ৪৫৮/৮, ৪৮৯/৯।

বোলিং : অসিথা ২৯-৫-১০৬-৪, লাহিরু ২০-৪-৬৮-১, প্রভাত ৪২-৭-১৩২-২, নুয়াস্থা ৩৮-৩-১৫৪-২, দিনুশা ৩-০-৮-০, ধনঞ্জয় ২-০-৮-০, মিশারা ৪-০-১৬-০।

শ্রীলঙ্কা (প্রথম ইনিংস)

উদারা ক যশস্বী বো প্রসিধ	১
মিশারা অপরাজিত	৫
প্রভাত এলবিডব্লিউ বো সুথার	২
অতিরিক্ত	০
মোট (২ উইকেট, ৩ ওভার)	**৮**

উইকেট পতন : ১/১, ৮/২।

বোলিং : সিরাজ ১-০-১-০, প্রসিধ ১-০-১-১, সুথার ১-০-৬-১।

প্রথম দিনের শেষে : ভারত প্রথম ইনিংস ৩০০/৫ (জুরেল ৭*, সারাংশ ৪, ৮৫ ওভারে)
দ্বিতীয় দিনের শেষে : শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস ৮/২ (মিশারা ৫*, ৩ ওভারে)

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২৪ অগাস্ট : জীবনে চরম দারিদ্র্য দেখেছেন। দেখেছেন কঠিন ওঠাপড়াও। সেই দিনগুলো তিনি ভোলেননি, আর চাইলেও হয়তো ভুলতে পারবেন না ধ্রুব জুরেল। কারণ, তাঁর শেকড়টা পারিবারিক শিক্ষা আর শৃঙ্খলার গভীরে পোঁতা।

দাদু ছিলেন সাধারণ কৃষক। আর বাবা ভারতীয় সেনার হাবিলদার, যাঁর কাজ ছিল ঊর্ধ্বতন কর্তাদের স্যালুট করা। প্রবল অভাবের মধ্যে কাটত দিন। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি ধ্রুবের তীব্র টান থাকলেও, মা প্রথমে রাজি ছিলেন না। পরে অবশ্য ছেলের জেদের কাছে হার মানেন। এমনকি তাঁর ক্রিকেট কিট কিনে দেওয়ার জন্য নিজের সাধের সোনার হারটিও বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

ধ্রুব সেই অতীত, সেই লড়াইয়ের কথা ভোলেননি। তাই সোমবার কলম্বোর এসএসসি মাঠে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট শতরান করে তিনি যখন ভারতীয় সাজঘরের দিকে তাকিয়ে স্যালুট করলেন, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া লুকিয়ে ছিল। জার্সির হাতা গুটিয়ে দুনিয়াকে দেখালেন তাঁর ট্যাটু- 'জয় জওয়ান, জয় কিষান'। এই সেলিব্রেশন মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে গেল। ১১৫ রানের অপরাজিত এক ধ্রুপদী ইনিংস খেলে দলকে ৫০০ রানের গণ্ডি পার করানোর পর, বিকেলে যখন সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন, তখন তাঁকে দেখে সাম্প্রতিক ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে উজ্জ্বল আর ভদ্র চরিত্রের একজন বলে মনে হচ্ছিল।

প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছিলেন যেন অন্তর থেকে। ট্যাটু রহস্যফাঁস করে জুরেল বললেন, 'আমার দাদু কিষান ছিলেন, আর বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনায়। ওঁদের সম্মান জানাতেই জয় জওয়ান, জয় কিষান ট্যাটু করিয়েছি। আমি কখনোই আমার অতীত, আমার শেকড় ভুলতে পারব না।' কতজন পারেন এত অবলীলায়, এত স্পষ্টভাবে নিজেদের লড়াইয়ের অতীত দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে? জুরেল পারলেন।

তাঁর এই শতরানটি ছিল ধৈর্য আর রক্ষণশীলতার এক নিখুঁত মেলবন্ধন। বিশেষ করে ৯৯ রানের মাথায় তাঁর নার্ভাসনেস ছিল দেখার মতো। ওই এক রান নেওয়ার জন্য তাঁকে ১৩টি বল খেলতে হয়েছিল, এমনকি একটা রানআউটের হাত থেকেও অল্পের জন্য বাঁচেন। সেই সময়ের কথা মনে করে জুরেল হাসতে হাসতে বলেছেন, '৯৯-এর আগে দিব্যি রান আসছিল, কিন্তু ৯৯ রানে পৌঁছাতেই অসিথা ফার্নান্ডো আচমকা দারুণ লেংথে বল করতে শুরু করল। ওই গরমের মধ্যে অসিথা যেভাবে শর্ট বল করছিল, তা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং ছিল।'

বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা বন্ধ হলেও জুরেল ফোকাস হারাননি। তিনি বলেছেন, 'ভারত 'এ' দলের হয়ে এখানে খেলার কারণে এই পরিবেশের সঙ্গে আমি পরিচিত। আমি শুধু পার্টনারশিপ গড়ার চেষ্টা করছিলাম। তবে এটাও জানি, আজ শতরান করেছি ঠিকই, কিন্তু কাল ফের শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে। এটাই তো জীবন, এটাই ক্রিকেট।'

এদিন ঋষভ পন্থের সঙ্গে তাঁর ১১২ রানের জুটি ভারতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায়। যে পন্থের জন্য অনেক সময় তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে বসতে হয়, সেই সতীর্থকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন জুরেল। 'ঋষভ দুর্দান্ত ক্রিকেটার। আমরা যখনই একসঙ্গে ব্যাট করি, ওকে বারবার জিজ্ঞেস করি, এরপর কী করব, কীভাবে ইনিংস গড়ব।' শুধু তাই নয়, পন্থের ডান কাঁধে সামান্য চোট থাকায় এদিন শ্রীলঙ্কার ইনিংসে জুরেলকেই কিপিং করতে দেখা যায়।

মাইলস্টোনে পৌঁছানোর পর নন স্ট্রাইকার মহম্মদ সিরাজের উচ্ছ্বাস নিয়েও মজাদার মন্তব্য করেন জুরেল। বলেছেন, 'আমার তো মনে হয়, সেঞ্চুরিয়ানের চেয়ে সিরাজই বেশি সেলিব্রেট করে!'

মিস্টার জুরেল, আপনি সত্যিই বাকিদের চেয়ে আলাদা। এই মাটিতে পা রেখে চলা মানসিকতাটা কখনও নষ্ট করবেন না।

অসিথা-যশস্বীর জরিমানার পর নতুন বিতর্কে আইসিসি

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২৪ অগাস্ট : একজন উসকানিমূলক মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছিলেন, আর অন্যজন সেই মন্তব্য শুনে তেড়ে গিয়ে মাথা দিয়ে কার্যত গুঁতো মেরেছিলেন!

ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল বনাম শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার অসিথা ফার্নান্ডোর এই উত্তপ্ত কাণ্ডের পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিতর্কও। ভদ্রলোকের খেলায় এমন আচরণ কি আদৌ মানানসই? গতকাল প্রথম দিনের খেলার শেষে এসএসসি টেস্টের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের দরবারে হাজির হতে হয়েছিল দুজনকেই। জানা গিয়েছে, তাঁরা দুজনেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং একে অপরের সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন।

কিন্তু শাস্তি তো একটা অবধারিত ছিলই। আজ দুপুরে বৃষ্টির কারণে খেলা যখন থমকে, তখন আইসিসি-র মিডিয়া রিলিজের মাধ্যমে শাস্তির ঘোষণা হয়ে গেল। যশস্বী এবং অসিথা-দুজনেরই ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

শারীরিক আঘাত করেও নির্বাসন থেকে রক্ষা?

> যশস্বী কি ক্রিকেটের স্পিরিট ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেননি? -হর্ষ ভোগলে

> না জেনে কোনও মন্তব্য করবেন না। আর করলেও নিজে বিচারের দায়িত্ব নেবেন না। -যশস্বী জয়সওয়াল

রবিবার আউট হয়ে অসিথা ফার্নান্ডোর সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

সঙ্গে জুটেছে একটি করে ডিমেরিট পয়েন্ট।

তবে এই শাস্তি ঘোষণার পরই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। ক্রিকেট মহলের একাংশের দাবি, বড় অপরাধ করেও কার্যত পার পেয়ে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার। ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী, মাঠে কোনও ক্রিকেটার অপরজনকে শারীরিক আঘাত করলে তা লেভেল চার পর্যায়ের অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, যার সরাসরি শাস্তি হল নির্বাসন। কিন্তু যশস্বীর ক্ষেত্রে তেমন কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অনেকেই মনে করছেন, আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেটের এই উঠতি তারকাকে বড় শাস্তির হাত থেকে কিছুটা হলেও বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শাস্তি ঘোষণার আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরেক দফা নাটক হয়ে গিয়েছে। সোমবার সকালে প্রখ্যাত ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'যশস্বী কি ক্রিকেটের স্পিরিট ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেননি?' হর্ষের এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আর সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে যশস্বী নিজেই পালটা তোপ দাগেন হর্ষকে। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন, 'না জেনে কোনও মন্তব্য করবেন না। আর করলেও নিজে বিচারের দায়িত্ব নেবেন না। কেউ সীমা অতিক্রম করলে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ভারত শুধু লড়াই করবে না, কড়া ভাষায় পালটা জবাবও দেবে!' যশস্বীর এই আগ্রাসী মনোভাব বুঝিয়ে দিচ্ছে, বাইশ গজের বাইরেও তিনি নিজের জমি ছাড়তে একেবারেই নারাজ।

পানশালায় ব্রাইডন কার্সদের এই ভিডিও সামনে আসতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে।

ইংল্যান্ড ক্রিকেটে ফের বিতর্ক
পানশালায় মারামারি, গ্রেফতার কার্স

লন্ডন, ২৪ অগাস্ট : ইংল্যান্ড ক্রিকেটে ফের পানশালা বিতর্ক। বেন স্টোকস, গাস অ্যাটকিনসনের পানাশালা বিতর্ক ঝড় তুলেছিল। সেই রেশ থিতিয়ে যাওয়ার আগে ফের পানাশালায় মারামারি করে শিরোনামে স্টোকস-অ্যাটকিনসনদের সতীর্থ ব্রাইডন কার্স। ডার্বির একটি পানশালা মারামারির অভিযোগ এই ইংল্যান্ড পেসারের বিরুদ্ধে। ঘটনাক্রমে যেখানে কার্সের সঙ্গে ছিল স্টোকসও!

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে কার্সকে পানশালা থেকে বের করছে। ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ডারহামের জয়ের উৎসবে মাততে পানশালায় গিয়েছিলেন। কার্সের সঙ্গে ছিলেন স্টোকস ও ম্যাথু পটস। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দলে আছেন কার্স। কিন্তু পানশালা বিতর্কের জেরে দল থেকে কোপ পড়তে পারে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। জানিয়েছে, ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।

দল নির্বাচনি নীতি নিয়ে সোচ্চার বোপান্না

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : এশিয়ান গেমস শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। ঠিক তার আগেই ভারতীয় টেনিস দল নির্বাচনের নীতি ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যোগ্যতা অর্জনের পরও বাদ পড়তে হয়েছে পাঁচ খেলোয়াড়কে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নিয়মের দোহাই দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এশিয়ান গেমসে দুইবারের সোনাজয়ী তথা ভারতের টেনিস কিংবদন্তি রোহন বোপান্না।

আসন্ন আইচি-নাগোয়া গেমসের জন্য ক্রীড়ামন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী দলে জায়গা পাওয়ার মাপকাঠি রাখা হয়েছিল এশিয়ার সেরা আটজনের মধ্যে থাকা। এর ফলেই মূল দল থেকে বাদ পড়তে হয় মানস ধামনে, বৈষ্ণবী আডকর, সহজা যমালাপল্লি, বৈদেহী চৌধুরী এবং প্রার্থনা থোম্বারেকে।

এশিয়ান গেমস

এরপরই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা একটি ঝাঁঝালো বিবৃতিতে বোপান্না নির্বাচন কমিটির ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছেন, 'কাগজে-কলমে যদি বিজয়ী ঠিক হয়ে যায়, তবে র‍্যাংকিং, যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা কী?' এই সিদ্ধান্তকে, 'খেলোয়াড়দের যোগ্যতার প্রতি অবিচার' বলে অভিহিত করে বোপান্না বলেছেন, 'আজ আমি এই পাঁচ খেলোয়াড়ের হয়ে সোচ্চার হচ্ছি, কারণ সম্মানটা ওদের প্রাপ্য। ওরা দয়া, ভিক্ষা চায়নি। শুধু খেলার সুযোগ চেয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে কঠোর পরিশ্রম করে তারা যোগ্যতামান পেরিয়ে নিজেদের প্রমাণ করেছে। কিন্তু যারা কোনও দিন ওদের জায়গায় দাঁড়ায়নি, এমন একটি কমিটি কাগজে-কলমে ওদের ভাগ্য লিখে দিল।' এই ধরনের সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর বলেও মত বোপান্নার।

শাহবাজ শোয়ে জয়ের পথে পূর্বাঞ্চল

পূর্বাঞ্চল-৪৬৭
উত্তর-পূর্বাঞ্চল-১১১ ও ৭/০

উত্তরাঞ্চল-২৫১ ও ১০৭/৪
পশ্চিমাঞ্চল-১৮৭
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

বেঙ্গালুরু, ২৪ অগাস্ট : ব্যাটে-বলে দাপট অব্যাহত শাহবাজ আহমেদ। বাংলা রনজি ট্রফি দলের তারকার যে অলরাউন্ড শোয়ের সুবাদে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে বড় জয়ের পথে পূর্বাঞ্চল। ম্যাচের প্রথম দিনে ঠিক তিন অঙ্কে পা রেখে মাঠ ছাড়েন। এদিন ৩৫৫/৬ স্কোরটাকে ৪৬৭-তে পৌঁছে দেওয়ার মূল কারিগরও শাহবাজ (১৬৭)। গতকালের অপরাজিত অনুকূল রায়কে (৩৭) নিয়ে সপ্তম উইকেটে ১০৩ রান যোগ করেন।

২৪৪ বলের ম্যারাথন ইনিংসে ১৭টি ৪ ও ৪টি ছক্কা মারেন শাহবাজ। দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পর বল হাতেও প্রতিপক্ষকে ভাঙার দায়িত্বে সফল। ১০ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। পূর্বাঞ্চলের পক্ষে সর্বাধিক ৫টি উইকেট অভিজিৎ সরকারের। দুইজনের সাঁড়াশি চাপে মাত্র ১১১ রানে গুটিয়ে যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস। ফলোঅন করে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে তাঁদের স্কোর ৭/০। ইনিংস হার বাঁচাতে আরও ৩৪৯ রান দরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের।

অপর কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় উত্তরাঞ্চল। শক্তিশালী দুই প্রতিপক্ষের টক্করে দ্বিতীয় দিনের শেষে ১৭১ রানে এগিয়ে রয়েছে উত্তরাঞ্চল। হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের (১০৭/৪) হাফডজন উইকেট। ৪১ রানের মধ্যে টপ থ্রি আউট হলেও লিড বাড়ানোর কাজ সারেন আয়ুষ বাদোনি (অপরাজিত ৩৯) ও আব্দুল সামাদ (৩০)। সামস মুলানি ও তনুষ কোটিয়ান দুইটি করে উইকেট নেন।

এর আগে উত্তরাঞ্চলের ২৫১ রানের জবাবে পশ্চিমাঞ্চল করে ১৮৭। অর্শদীপ সিং (৫৩/৩), আবিদ মুস্তাক (৩৯/৫) ও অংশুল কম্বোজদের (৩৮/২) সামনে পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে লড়াই বলতে মুলানি (৫২) ও মুশির খানের (৩১)। পৃথ্বী শা (২২), অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫), উর্ভিল প্যাটেলরা (০) প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ। ৬৪ রানের লিডটাকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দুশোর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে উত্তরাঞ্চল।

'ভাজ্জি-অশ্বীনের শূন্যস্থান পূরণের সব মশলা ওর আছে!'

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

একান্ত সাক্ষাৎকারে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত

> ওর কাছে বয়স কোনও ফ্যাক্টরই নয়। সারাংশ মানসিকভাবে অসম্ভব কঠিন আর শৃঙ্খলাপরায়ণ। বাবার স্বপ্নপূরণ ওর কাছে একটা বিশাল প্রেরণা।

কলম্বো, ২৪ অগাস্ট : ফোনটা ধরে প্রথমেই বলে উঠলেন, 'জানি কেন ফোন করেছেন। আমাকে একটু সময় দিন, আমি নিজে ফোন করছি। এখন গাড়ি চালাচ্ছি, আর মুম্বইয়ের রাস্তায় ট্রাফিক কেমন থাকে, তা তো আপনি জানেনই!' চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত এমনই। ঠিক আধ ঘণ্টা পর নিজেই ফোন করলেন। কলম্বোর এসএসসি মাঠে সারাংশ জৈনের টেস্ট অভিষেক নিয়ে নিজের যাবতীয় ভাবনার কথা এক নিঃশ্বাসে উজাড় করে দিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কাছে। মধ্যপ্রদেশ ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন কোচের স্পষ্ট দাবি, সারাংশের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রিকেটার তিনি তাঁর কোচিং কেরিয়ারে খুব কমই দেখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে- হরভজন সিং বা রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেটে অফস্পিনারের যে বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা অনায়াসে পূরণ করার যাবতীয় স্কিল ও দক্ষতা রয়েছে এই ৩৩ বছরের তরুণের।

এসএসসি মাঠে জীবনের প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে আজ মাত্র ৬ রান করে ফিরে গিয়েছেন সারাংশ। কিন্তু পণ্ডিতের মতে, বল হাতে তিনি যে কোনও ব্যাটারের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। টানা রাউন্ড দ্য উইকেট বল করার বিরল দক্ষতা রয়েছে তাঁর। ৩৩ বছর বয়সে টেস্ট অভিষেক হলেও, আন্তর্জাতিক আঙিনার জন্য তিনি অনেকদিন ধরেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। অতীত হাতড়ে কেকেআরের দিনগুলোর কথা তুলে ধরলেন চন্দ্রকান্ত। সারাংশ তখন নাইট স্কোয়াডে থাকলেও কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। একদিন সোজা কোচের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'স্যর, আমার শুধু নেটে বল করতে ভালো লাগছে না, আমি ম্যাচ খেলতে চাই। লাল-সাদা, যে কোনও বলে বল করার জন্য আমি তৈরি।' এই অদম্য জেদটাই সারাংশকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করে।

পণ্ডিতের চোখে সারাংশ আদ্যোপান্ত এক বোলিং অলরাউন্ডার। কারণ, অফস্পিনের পাশাপাশি তাঁর ব্যাটিংয়ের হাতও বেশ ভালো। মধ্যপ্রদেশের হয়ে পাঁচ, ছয় বা সাত নম্বরে তাঁর সাবলীল ব্যাটিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে ক্রিকেটের পরিসংখ্যানের বাইরেও সারাংশের এই অভিষেকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক চরম আবেগ। সারাংশের বাবা সুবোধবাবু দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার আক্রান্ত। তাঁর জীবনের একটাই স্বপ্ন ছিল- ছেলে ভারতের জার্সি গায়ে মাঠে নামবে। রবিবার এসএসসি-র বাইশ গজে সেই স্বপ্নটাই বাস্তব হয়েছে। পণ্ডিত বলছিলেন, 'ওর কাছে বয়স কোনও ফ্যাক্টরই নয়। সারাংশ মানসিকভাবে অসম্ভব কঠিন আর শৃঙ্খলাপরায়ণ। বাবার স্বপ্নপূরণ ওর কাছে একটা বিশাল প্রেরণা।'

শ্রীলঙ্কা সফরের স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার পরই প্রাক্তন কোচকে ফোন করেছিলেন সারাংশ। পণ্ডিত তখনই তাঁকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। আর গতকাল টেস্ট ক্যাপ মাথায় ওঠার ঠিক আগের রাতেও দুজনের কথা হয়েছে। গুরু হিসেবে শিষ্যকে কী পরামর্শ দিলেন? চন্দ্রকান্তের সটান জবাব, 'দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সারাংশকে আলাদাভাবে কোনও পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই। আমি শুধু বলেছি, নিজের কাজটা করে যাও, বাকি দুনিয়ার কথা ভেবো না। ও নিজের কাজটা খুব ভালো করেই জানে। বাকিটা সময় হলেই দেখতে পাবেন।'

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ Happy Birthday Mistu (Kishori). May not just today, but every single day of the year be special & sweet for you. May Kanha bless you a lot. Lots of Love & best wishes!

ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ড জয়ের উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারিয়ে মরশুমের প্রথম খেতাব ঘরে তুলেছে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার রাতেই ডুরান্ডের ট্রফি পৌঁছে গিয়েছিল লাল-হলুদ ক্লাব তাঁবুতে। সোমবার সকাল থেকেই তা দেখতে ক্লাবে সমর্থকদের সমাগম। রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়ের উপস্থিতিতে এদিন সকালে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া। প্রথা মেনে মিষ্টিমুখ করানো হয় উপস্থিত সদস্য-সমর্থকদের। যদিও ফুটবলারদের কেউই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

রবিবার রাতেই দেশে ফিরেছেন লাল-হলুদের অধিকাংশ বিদেশি। বাকি ভারতীয় ফুটবলাররাও একে একে শহর ছেড়েছেন। আপাতত এক সপ্তাহ অনুশীলনে ছুটি দিয়েছেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। সব ঠিক থাকলে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের মহড়ায় নেমে পড়বে ইস্টবেঙ্গল। তারপরই ডুরান্ডজয়ী দলকে ক্লাব তাঁবুতে ডেকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

এদিকে লাল-হলুদ শিবিরের অভিযোগ, রবিবার রাতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন এলাকা কাদাপাড়ায় আবারও আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের সমর্থকরা। এই অভিযোগ অবশ্য দীর্ঘদিনের। সোমবার বিকেলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র দরবারে হাজির হয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। ক্রীড়ামন্ত্রীও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

ইস্টবেঙ্গলে দিয়েগো

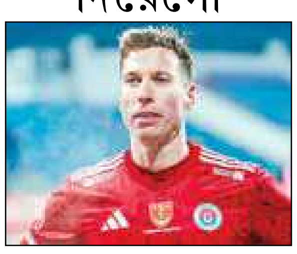

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপ জয়ের পরের দিনই নয়া বিদেশি হিসেবে ক্রোয়েশিয়ার দিয়েগো জিভুলিচের নাম ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। ৩৪ বছরের এই ক্রোট ফুটবলার ডিফেন্সের পাশাপাশি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে পারেন।

বাগানের জালে লি

নিজের দীর্ঘ কেরিয়ারে ক্রোয়েশিয়া, রোমানিয়ার মতো দেশের শীর্ষ লিগে খেলেছেন। ক্রোয়েশিয়ার বয়সভিত্তিক দলের হয়েও খেলেছেন।

এদিকে, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইনকে চূড়ান্ত করেছে। লিডস ইউনাইটেডের মতো দলে খেলেছেন। স্কটল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে।

পাঁচ গোল বার্সার

মাদ্রিদ, ২৪ অগাস্ট : এলচেকে পাঁচ গোল দিয়ে লা লিগা অভিযান শুরু করল বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেন রাফিনহা ও ফেরমিন লোপেজ। অপর গোলটি করেন করিম আদেইমি।

আশাবাদী হওয়ার জায়গায় নেই মোহনবাগান

হাবাসের ভাবনায় আস্থাতেই সাফল্য

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : আজকাল কোচ-ফুটবলারদের আবেগ কম। তাই ডুরান্ড কাপ জয়ের রাতেই শহর ছাড়লেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস থেকে প্রত্যেক ফুটবলার।

আগেকার দিন হলে এই রকম একটা বিরাট জয়ের পর ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন থেকে সারা দিন ধরে উৎসব পালন চলত। যেখানে নিশ্চিতভাবেই উপস্থিত থাকতেন দলের কোচ থেকে প্রত্যেক ফুটবলার। সেখানে এদিন ক্লাব তাঁবুতে ইতিউতি কিছু সাপোর্ট স্টাফ ছাড়া নজরে পড়লেন গোলকিপিং কোচ শুভাশিস রায়চৌধুরী। আগামী মাসের শুরু থেকেই এএফসি-র প্রস্তুতি শুরু। তাই দিন সাতেকের ছুটি পেয়ে কোচ-ফুটবলাররা চলে গেলেন বাড়িতে। কিন্তু শুভাশিসরা সেই জমানার ফুটবলার যখন এরকম সাফল্যের দিনে মন থেকেই ক্লাবে আসা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। তাই তিনি এদিন ঘুরে গেলেন ক্লাবে। আগের থেকে আরও ধারালো এখন প্রভসুখান গিল, পূর্বা লাচেনপা, গৌরব রায়রা। কীভাবে পরিবর্তন জানতে চাইলে শুভাশিস বললেন, 'আমি আগে ওদের কোথায় কোথায় সমস্যা, সেদিকটায় নজর দিয়েছি। সেগুলোই ঠিক করার চেষ্টা করেছি। গিলের আউটিং নিয়ে অল্প সমস্যা ছিল। ওকে ডার্বির আগে বলেই দিয়েছিলাম যে ঝুঁকিহীন ফুটবল খেলব আমরা। লিস্টন (কোলাসো) যখন ফ্রি কিক নেবে তখন আগে বেরিয়ে আসব না। নিজের জায়গায় থাকাটা বেশি জরুরি। এই ছোট ছোট বিষয় কাজে লাগছে। হেড কোচও আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন কাজ করার ব্যাপারে।'

হাবাসের বিশেষত্ব এটাই। তিনি নিজের কাজটাতেই ফোকাস যেমন রাখেন তেমনি সহকারীদের কাজেও অযথা খবরদারি করেন না বলেই হয়তো সবাইকে একাত্ম করে নিতে পারেন। নিজেই জানাচ্ছেন সাফল্যের রহস্য, 'সফল হতে গেলে খেলোয়াড়দের কোচের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আমার ছেলেরা কোচের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার উপর আস্থা রেখেছে। নিজেদের সতীর্থদের বিশ্বাস করেছে। আর তার ফল আমরা পেয়েছি। দলে ভালো ফুটবলার থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না থাকলে জেতা কঠিন। কিন্তু শুধু ভালো ফুটবলার থাকলেই হবে না। প্রতিটি ম্যাচে তাদের নিজেদেরকে উজাড় করে দিতে হবে।' সেটা তিনি করিয়ে নিতে পেরেছেন দলের প্রত্যেককে দিয়ে। তেমনি তাঁর স্ট্র্যাটেজিরও কোনও জবাব ছিল না প্রতিপক্ষের কাছে। জয় গুপ্তাকে লেফট উইংয়ে আনা কী লালচুংনুঙ্গাকে যে তিনি এই ম্যাচে খেলাতে পারেন, এটা ভাবেনইনি প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস।

এই গ্রিক কোচের খাতায় সম্ভবত কোনও প্ল্যান 'বি' নেই। তাই ১২ মিনিটের মধ্যে দুই গোল খাওয়ার পরেও পরিকল্পনায় বদল করতে পারেননি তিনি। আগের সাফল্য, কোচিং দক্ষতা ও শরীরী ভাষা, সবকিছুতেই তিনি হাবাস কী হোসে মোলিনা, এমনকি সের্জিও লোবেরারও উত্তরসূরি হওয়ার যোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। ফাইনালে প্রতিটি বিভাগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রীতিমতো চেকমেট করে ইস্টবেঙ্গল। অথচ খাতায়-কলমে শক্তির বিচারে প্রতিটি বিভাগে এবং বিদেশির সংখ্যায় এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুনের বর্তমান পরিচালন সমিতির একটা শখ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, জাতীয় দলে খেলা ফুটবলারদের দলে নিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে তাঁদের জাতীয় শিবিরে ছাড়ার সময়ে ঝামেলা করা। যার জন্য সুপার জায়েন্টের ক্রীড়া বিষয়ক প্রধান বিনয় চোপড়া কড়া ধমকও খেয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর কাছে। তবে তাতে তিনি শোধরাবেন বলে মনে হয় না। কারণ গত কয়েক বছরে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দে দল গড়া ও ভাঙা হয়। তাঁর সঙ্গে সমস্যার জন্যই সরতে হয়েছে ২০২৪-'২৫ মরশুমের সফলতম কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে। তারও আগে হাবাসকে। একইভাবে ফুটবলারদেরও। হয়তো এখনই শেষ কথা বলা যাবে না। কিন্তু যেভাবে চলছে মোহনবাগান, তাতে এই মরশুমেও সাফল্য আসার বিষয়ে আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আনোয়ার আলির ফোনে সেলফিতে মজে টিম ইস্টবেঙ্গল। -ডি মণ্ডল

ফাইনালের নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকার সঙ্গে ট্রফি হাতে ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার প্রভসুখান সিং গিল। -ডি মণ্ডল

লাল-হলুদের গৌরব পুনরুদ্ধার লক্ষ্য : প্রভসুখান

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : একটা মুহূর্ত, যা গত মরশুমে আইএসএল ট্রফির ভাগ্য নির্ণয় করে দিয়েছিল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেনের শট পা দিয়ে রুখে দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার প্রভসুখান সিং গিল। মুহূর্তটা লাল-হলুদ সমর্থকদের হৃদয় আজীবনের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। ২২ বছর পর ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ড কাপ জয়েও অবদান সেই প্রভসুখানের।

সেমিফাইনালে তাঁর হাতেই আটকেছিল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। প্রথমে পেনাল্টি বাঁচিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে লড়াইয়ে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর টাইব্রেকারে জয়ের নায়ক তিনিই। রবিবার ডুরান্ড ফাইনালে ৪ গোল করেছে ইস্টবেঙ্গল। হজম করেছে মাত্র একটা। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে গোল লক্ষ্য করে মোহনবাগান শট নিয়েছিল সাতটি। যার মধ্যে দুইবার লাল-হলুদের অবধারিত পতন রোখেন প্রভসুখান। একটা লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিক, অপর প্রয়াসটা ছিল ম্যাকলারেনের। ম্যাচ শেষে সেই প্রভসুখান মাঠে দাঁড়িয়েই বলছিলেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে জায়গায় ছিল, যে গৌরব ছিল তা ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। সেই জন্যই আমাদের লড়াই। এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।'

> গোল্ডেন গ্লাভস জিততে পারিনি। তবে ট্রফি জয়ের পর আর কোনও আক্ষেপ নেই। কোনও প্রতিযোগিতায় এর চেয়ে বড় সাফল্য আর হতে পারে না।
> -প্রভসুখান সিং গিল

প্রভসুখান লুধিয়ানার ছেলে। কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে উঠে আসা। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন ২০২৩ সালে। গত কয়েক বছরে লাল-হলুদ রংটা তাঁর মজ্জায় পৌঁছে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের ঘরের ছেলের মতোই হয়ে গিয়েছেন। গত মরশুমে এই মোহনবাগানের কাছে হেরেই আইএফএ শিল্ডের খেতাব খুইয়েছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। প্রভসুখান বলছিলেন, 'সেদিন যে ক্ষতটা তৈরি হয়েছিল, আজ তাতে কিছুটা হলেও প্রলেপ পরল।' ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও গোল্ডেন গ্লাভসের দখল নিয়েছেন সবুজ-মেরুনের বিশাল কেইথ। তবুও আক্ষেপ নেই গিলের। রবিবার ম্যাচ শেষে টিম বাসে ওঠার আগে বলে গেলেন, 'গোল্ডেন গ্লাভস জিততে পারিনি। তবে ট্রফি জয়ের পর আর কোনও আক্ষেপ নেই। কোনও প্রতিযোগিতায় এর চেয়ে বড় সাফল্য আর হতে পারে না।'

হারের ময়নাতদন্তে বাগানের বাজপাখি

দুই দলের মানসিকতায় পার্থক্য ছিল : শিলটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপর্যয়। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত তারা।

দলে তারকার ছড়াছড়ি। প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় ওজনে অনেকটাই এগিয়ে। তারপরেও ডুরান্ড ফাইনালে এমন আত্মসমর্পণ বাগানের। গলদটা ঠিক কোথায়? মোহনবাগানের ঘরের ছেলে শিলটন পালের মতে, ইস্টবেঙ্গলের জেতার খিদে ছিল বেশি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মুঠোফোনে বাগানের বাজপাখি বলেছেন, 'ডার্বির মতো ম্যাচে জেতার মানসিকতাটাই বড় কথা। মোহনবাগানের থেকে সেটা পাওয়া যায়নি। এখানে ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই এগিয়ে ছিল। মোহনবাগান সেভাবে বিশ্রাম পায়নি ঠিকই। কিন্তু ডার্বির মতো ম্যাচে জেতার খিদেটাই আসল কথা।'

মোহনবাগানের রক্ষণ কিংবা মাঝমাঠ কোনও বিভাগের খেলাতেই খুশি নন শিলটন। তাঁর কথায়, 'ডিফেন্স ও মিডফিল্ডে বারংবার গ্যাপ পড়ে গিয়েছে। মহম্মদ বসিম রশিদকে ফ্রি খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।' ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে নিয়ে প্রশংসা শোনা গিয়েছে শিলটনের গলায়। তিনি বলেছেন, 'হাবাস দুর্দান্ত কোচ। ভারতীয় ফুটবলকে হাতের তালুর মতো চেনেন। উনিই এই ম্যাচে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর ছিলেন।'

> হাবাস দুর্দান্ত কোচ। ভারতীয় ফুটবলকে হাতের তালুর মতো চেনেন। উনিই এই ম্যাচে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর ছিলেন। -শিলটন পাল

নিজে একটা দীর্ঘসময় মোহনবাগানের দুর্গ আগলেছেন। কখনও ডার্বিতে হেরেছেন আবার কখনও জিতেছেন। ডুরান্ডে চার গোল হজম করার পরেও উত্তরসূরী বিশালেই আস্থা রাখছেন শিলটন। তাঁর বক্তব্য, 'বিশাল এই মুহূর্তে ভারতের সেরা গোলকিপার। ওর খেলার মান নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। একটা দিন খারাপ যেতেই পারে। বিশাল নিজের ছন্দে ফিরে আসবে।'

লিগেও জয়ের সরণিতে ফিরল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-১ (মনোতোষ)
কালীঘাট মিলন সংঘ-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : অগোছাল ফুটবল। একাধিক সুযোগ নষ্ট। তারপরেও কলকাতা লিগে ৩ পয়েন্ট ঘরে তুলল ইস্টবেঙ্গল।

২৪ ঘণ্টা আগেই দল ডুরান্ড কাপ জিতেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেশ কাটেনি। সমর্থকদের চোখে ভাসছে এডমুন্ড লালরিনডিকা, মহম্মদ বসিম রশিদদের দাপুটে ফুটবল। সিনিয়ারদের দেখে জুনিয়াররা উদ্বুদ্ধ হয়ে দুরন্ত ফুটবল উপহার দেবে, এমনটাই ভেবেছিলেন এদিন ম্যাচ দেখতে আসা সমর্থকরা। কিন্তু কোথায় কী? কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে গোল করতেই তো কালঘাম ছুটল লাল-হলুদের।

প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। উলটে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করেন দেবদত্ত, আকাশ হেমরামরা। দ্বিতীয়ার্ধে মহম্মদ বিলাল নামতে লাল-হলুদের খেলায় ছন্দ আসে। তারপরেও গোলের জন্য ৮১ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সৌজন্যে কালীঘাট মিলন সংঘের গোলরক্ষক রঞ্জন সোরেন। এদিন অন্তত নিশ্চিত গোটা চারেক গোল বাঁচালেন দক্ষিণ দিনাজপুরের এই ছেলেটি। এই বছর মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও দারুণ খেলেছিলেন রঞ্জন।

৮১ মিনিটে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন মনোতোষ মাঝি। এদিন মাঝেমধ্যে কালীঘাটের অর্ঘ্য সরকার কিংবা সৌগত হাঁসদারা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন লাল-হলুদ রক্ষণে। ডিফেন্ডার চাকু মান্ডির অবস্থা তথৈবচ। তারপরেও রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা অঙ্কন ভট্টাচার্য সুযোগ পান না। এদিন সাসপেনশনের কারণে ডাগআউটে ছিলেন না কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস।

আপাতত এই ম্যাচ জিতে ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, মঙ্গলবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলবে মেসারার্সের বিরুদ্ধে।

ইমরানের জন্য ফের সোচ্চার কপিলরা

'মানবিক আচরণ করা হোক'

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ইমরান খানের জন্য আবারও পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন জানালেন বিশ্ব ক্রিকেটের একঝাঁক প্রাক্তন নক্ষত্র। বিশ্বজয়ী পাক অধিনায়কের শারীরিক অবস্থা, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কপিল দেব, সুনীল গাভাসকার, ক্লাইভ লয়েডরা। সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি জেলবন্দি ইমরান যাতে মানবিক আচরণ পায়, তার জন্য সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে চিঠি লিখেছেন ২১জন কিংবদন্তি।

অনুরোধেই থেমে থাকেননি কপিল, গাভাসকররা। ইমরানকে নিয়ে পাকিস্তানের আদালত যে রায় দিয়েছে, সেই নির্দেশিকা যাতে সঠিকভাবে মেনে চলা হয়, তা সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই ব্যাপারে কপিল জানিয়েছেন, সবার জন্য আইন সমান। ইমরানের ক্ষেত্রেও তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মাস ছয়েক আগে গ্রেগ চ্যাপেলের উদ্যোগে প্রথমবার ইমরানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে পাক সরকারের কাছে চিঠি লেখেন ক্রিকেটাররা। যে চিঠিতে ভারতীয় কিংবদন্তিরা ছাড়াও সই করেন ক্লাইভ লয়েড, অ্যালিস্টার কুক, অ্যালান বর্ডারের মতো প্রাক্তন অধিনায়করাও।

আদালত নির্দেশ দিলেও ইমরানের চিকিৎসা নিয়ে বর্তমান সরকারের টানাপোড়েন জারি। অনেকে আঙুল তুলছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের দিকে। যা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করে কপিল আরও বলেছেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিল ইমরান। আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেটার হিসেবেই পাক সরকারের কাছে ওর সঠিক চিকিৎসার আবেদন করছি। আইন আইনের পথে চলবে। ও কী অপরাধ করেছে বা আইনি জটিলতা নিয়ে কিছু বলছি না। আমরা শুধু চাই ও যেন সঠিক চিকিৎসা পায়।'

গোটা বিশ্বের কিংবদন্তিরা ইমরানের হয়ে মুখ খুললেও অদ্ভুতভাবে পাক ক্রিকেটমহল নিয়ে চুপ! কপিল যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পাক ক্রিকেটারদের দোষ দিচ্ছি না। ওদের তো পাকিস্তানেই থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের সমর্থন বরাবর ইমরানের সঙ্গে থাকবে। একসঙ্গে খেলেছি এবং ওর ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে বরাবরই শ্রদ্ধা জানিয়েছি।'

গায়েব হাল্যান্ডের সোনালি চুল

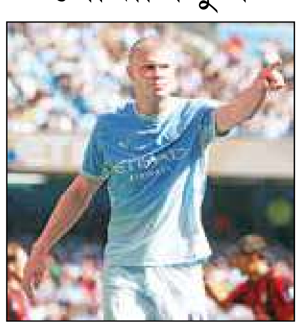

নয়া হেয়ারস্টাইলে আর্লিং হাল্যান্ড।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ অগাস্ট : নতুন মরশুম, নতুন লুক! আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের যে সোনালি চুলের বাহার নিয়ে এত চর্চা, সেটাই এবার গায়েব হয়ে গেল। রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এএফসি বোর্নমাউথকে ২-১ গোলে হারাল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। সিটির হয়ে গোল দুইটি করেন মার্ক গুয়েহি ও জসকো ভার্ডিওল। এই ম্যাচেই একেবারে নতুন রূপে প্রকাশ্যে এসেছেন হাল্যান্ড। কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত চুল কেটে ফেলেছেন। এখন তাঁর মাথায় একেবারে ছোট সোনালি চুল।

নতুন লুক নিয়ে বেশ কয়েকজনকে ভিডিও কল করেছিলেন হাল্যান্ড। তার মধ্যে ছিলেন সিটির প্রাক্তন কোচ পেপ গুয়ার্দিওয়ালা, প্রাক্তন ফুটবলার জলাটান ইব্রাহিমোভিচ ও আরেক প্রাক্তন সতীর্থ জ্যাক গ্রিয়েলিশ। হাল্যান্ডকে নিজের আইকনিক হেয়ারস্টাইল বদল করতে দেখে বেজায় চটেছেন ইব্রা। একরকম মজা করেই, হুমকির সুরে তিনি বলেছেন, 'এটা তুমি কী করেছ! তুমি কোনও বাজিতে হেরে গিয়ে কি এই কাণ্ড ঘটিয়েছ? এখনই আমার নম্বর ব্লক করে মুছে দাও।'

সিএবি-র বর্ষসেরা জলপাইগুড়ির ভাস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন জলপাইগুড়ির ভাস্কর রায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্রিকেটারকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসু বলেছেন, '৪৪৭ রান করা ছাড়াও ভাস্কর ১১টি উইকেট পেয়েছে। সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে ওর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। ভাস্করের এই স্বীকৃতিতে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল ও শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। রেজিস্টার সমর বিশ্বাস সহ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরাও ভাস্করের এই পুরস্কারে গর্ব অনুভব করছেন বলে জানিয়েছেন।'

চ্যাম্পিয়ন গোয়েঙ্কা, হুইটন ইন্টারন্যাশনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ি জেলা বাস্কেটবল সংস্থার জেলা বাস্কেটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল। রানার্স বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুল। মেয়েদের এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। রানার্স বিড়লা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন ডন বসকো স্কুল। রানার্স গোয়েঙ্কা। মেয়েদের এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন নির্মলা কনভেন্ট স্কুলের 'এ' দল। রানার্স হুইটন। চারটি বিভাগের মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার যথাক্রমে সোনম নিমা (অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে), তানিশা নায়েক (অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়ে), অগস্ত্য কুণ্ডু (অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলে) এবং প্রিয়াংশী গোয়েল (অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়ে)।

বলাকার ফুটবলে সেরা বিএসকে

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হচ্ছে বিএসকে বলরামের ফুটবলারদের। রবিবার রাতে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের ইন্দিরা গান্ধি স্মৃতি একদিনের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বিএসকে বলরাম। রবিবার রাতে ফাইনালে তারা ২-০ গোলে এসটিএস ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাখনলাল সরকার। পুরস্কার তুলে দেন ট্রফি ডোনার বিনয়কুমার চৌধুরী, বলাকার সভাপতি রাজু দাস, সচিব দীপাঞ্জন রাহা প্রমুখ। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্মসচিব বনি দাস ও উৎপল সরকার জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় বেশকিছু দল আফ্রিকান ফুটবলার খেলিয়েছিল। চ্যাম্পিয়নদের অমৃতকুমার চৌধুরী ট্রফি ও ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা প্রভা চৌধুরী ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা। ফেয়ার ট্রফি পেয়েছে উৎস একাদশ। তাদের জ্যোতি দত্ত ট্রফি ও ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

খেলা দেখতে সকাল থেকেই ভিড় জমেছিল। অনেক দলই ব্যান্ড পার্টির পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে মাঠে নেমেছে। উড়িয়েছে রং-বেরংয়ের আবির। খেলা দেখার উন্মাদনায় উদ্যোক্তাদের নিষেধ সত্ত্বেও একাধিক দর্শক উঠে পড়ছিলেন উঁচু খোলা জায়গায়। তবে কর্মকর্তারা তৎক্ষণাৎ তাদের নামানোর ব্যবস্থা করেন। ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে মাঠের পাশে মেলা বসে যায়।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস এসএম ফোর স্টারের।

চ্যাম্পিয়ন এসএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : বকরাভিটা নব উদয় সংঘের শচীন্দ্রনাথ দেবনাথ ও আয়ুষ পাল ট্রফি মিনি পোস্ট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল এসএম ফোর স্টার। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে শিবু ফোর স্টারকে হারিয়েছে। সংঘের মাঠে গোল করেন আদিত্য পাল, তুষার পাল ও প্রতিযোগিতার সেরা কুশ রায়। সেরা গোলকিপার হয়েছেন তুষার। সেরা ডিফেন্ডার আদিত্য। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২০ হাজার ১ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১৪ হাজার ১ টাকা।

ফাইনালে কমলাবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল কমলাবাগান এফসি। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হারিয়েছে উজ্জ্বল সংঘ এফএ-কে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। কমলাবাগানকে ৩ মিনিটে এগিয়ে দিয়েছিলেন ম্যাচের সেরা পিয়ালি রায়। ৯ মিনিটে উজ্জ্বলের প্রমীলা দাস সমতা ফেরান। বুধবার ফাইনালে কমলাবাগানের প্রতিপক্ষ ভৌমিক ওয়ারিয়র্স।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন পিয়ালি রায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা গীতা গিরি - কে

14.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 73A 26413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি কটি দশ টাকা খরচ করে কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে যা আমি আমার জীবনে কখনও ভুলব না। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার এই পদ্ধতিকে আনন্দের সাথে প্রশংসা করা উচিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।